জীবন-সংগ্রাম।

"পদ্যসার ১ম ভাগ," "২য় ভাগ," "কল্পনা-কুসুম," "পারিজাত,"
"সাহিত্য-মঞ্জরী," "সাহিত্য-কুসুম," "পঞ্চ পুষ্প,"
"ঘরের কথা" প্রভৃতি প্রণেতা—

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ বিরচিত।

প্রকাশক—
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী,
৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সন ১৩২৪ সাল।

মূল্য—৸৹ মাত্র

PRINTED BY

MIHIR CHANDRA GHOSH.

"At New Saraswati Press"

25/A, Mechuabazar Street, Calcutta.

উৎসর্গ

যিনি বিদ্যায়, ধনে, মানে গৌরবান্বিত যিনি বিশুদ্ধ-স্বভাব, উন্নত-হৃদয় কর্ম্মবীর, যাঁহার প্রযত্নে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার উচ্চস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই দেশ-বৎসল আশুতোষের করকমলে মৎ প্রণীত এই "জীবন-সংগ্রাম" পুস্তকখানি অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

গ্রন্থকার একজন পরিচিত প্রবীণ লেখক। তাঁহার "জীবন-সংগ্রাম" একখানি নূতন ধরণের পুস্তক। ইহাতে ঘুমপাড়ান প্রেমালাপ নাই; সোহাগের অলসতা নাই; বিলাসিতার কুসুম শয্যা নাই। আছে কেবল কার্য্যের দুন্দুভি-ধ্বনি—মনুষ্যত্বের পরিচয়। গ্রন্থকার একজন ৬৮ বৎসরের বৃদ্ধ। এই বয়সে তাঁহার এই পুস্তক রচনায় উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দের সহিত ইহার প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ ইহা পাঠে কিঞ্চিৎ ফললাভ করিবেন। ইতি তারিখ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

জীবন-সংগ্রাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কি খাবো ?

রজনী প্রভাত হইল, মৃদুল পবন বহিতে আরম্ভ করিল, পশুগণ জাগরিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে চলিল, পক্ষিগণ কলরব করিতে করিতে গগন ভাসাইয়া চারিদিকে আহারান্বেষণে ছুটিল, মনুষ্যগণ স্ব স্ব কার্য্যব্যপদেশে বহির্গত হইল, সূর্য্যদেবও চারিদিকে কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক জগৎ আলোকিত করিলেন—নির্জীব জগৎ সজীব হইল। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী যেমন চিরদিন বহিয়া থাকেন, সেইরূপ বহিতেছেন; তাঁহার ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই, অসন্তোষ নাই, অনবরতই চলিতেছেন—চলিয়াছেন, খেলিতে খেলিতে চলিতেছেন। সেই প্রফুল্লাননা সুরধুনী বক্ষে বিবিধ আকারের অর্ণবযান সকল কাতারে কাতারে শোভা পাইতেছে। তাহাদের সুদীর্ঘ মাস্তুল সকল পাশ্চাত্য জাতির বল বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য প্রচার করিতেছে; বাণিজ্যই পাশ্চাত্য জাতির লক্ষ্মী ও উন্নতির কারণ, এই প্রকাশ করিতেছে; মাস্তুলের শিরোভাগে দুই একটী পক্ষী বসিয়া ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতার অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতেছে ও উড়িয়া যাইতেছে। সেই সুদূরপ্রসারিণী জাহ্নবী তীরে কলিকাতার [illegible] বাগবাজারে একটী বিচিত্র বাটী—বাটীটি দেখিতে সুন্দর, গঙ্গার তীরে বলিয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছে। সেই বাটীর নীচের বারাণ্ডায়

একটী যুবক পাইচারি করিয়া বেড়াইতেছেন; যুবক এক এক বার ঘাড় উঁচু করিয়া গঙ্গার দিকে চাহিতেছেন, আবার আপন মনে মৃদুমন্দ পদ বিক্ষেপে পাইচারি করিতেছেন। কখনও বা পাইচারি করিতে করিতে আপনার পাঠাগারে গিয়া কেদারায় বসিতেছেন, গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন, আবার উঠিয়া বাহিরে বেড়াইতেছেন। যুবকের নাম নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ একজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এম্, এ। নরেন্দ্রনাথ দেখিতে সুপুরুষ, পূর্ণযৌবনতেজে তেজীয়ান্, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নরেন্দ্রনাথের পিতা শান্তিরামবাবু একজন মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। পিতার উন্নতি সময়ে বাটীতে দ্বারবান্ ও অনেকগুলি দাসদাসী ছিল। বাটীর একখানি গাড়ীতে কর্ত্তা আপিসে যাইতেন ও আর একখানিতে ছেলেরা স্কুলে যাইত। এইক্ষণে আর সে দিন নাই— সে গাড়ী ঘোড়া নাই—সে দাসদাসীও নাই। কর্ত্তার চাকরি গিয়াছে, তিনি বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন। এইক্ষণে ঘরে বসিয়া খাইতেছেন, কতকগুলি ঋণও হইয়াছে। আশাভরসা কেবল নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথের ছোট ভাই জ্ঞানেন্দ্রনাথ স্কুলে পড়িতেছে—সে নাবালক। দুইটী ভগ্নী—অমলা ও কমলা। অমলার বিবাহ হইয়াছে, কমলা অবিবাহিতা।

নরেন্দ্রনাথ—(কেদারায় বসিয়া গালে হাত দিয়া স্বগত) উঃ কি দিন কাল পড়্‌লো! চারিদিকে হাহাকার! লোকে উদর চিন্তায় বিব্রত। কেহই বলে না যে আমি স্বচ্ছন্দে আছি! জিনিসপত্র সমস্তই দুর্মূল্য! তার উপর আরাম ব্যারাম আছে, লোক লৌকিকতা আছে, রাজা মহাজন আছে, লোকে বাঁচে কি করে?

নরেন্দ্রনাথ এরূপ চিন্তায় মগ্ন, এমন সময়ে জনৈক বন্ধু তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। বন্ধু রাজা বাবু ঘরের মধ্যে টিপিসাড়ে প্রবেশ করিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে নরেনের চক্ষু হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিলেন। নরেন অঙ্গুলি দ্বারা হাত দুইখানি স্পর্শ করিয়া বলিলেন "হরিবাবু"। হাত তাহাতে

উঠিল না চক্ষু ধরিয়া রহিল; পুনর্ব্বার অঙ্গুলি দ্বারা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"মতিবাবু"। হাত আরও দৃঢ় করিয়া চক্ষু ধরিল, নরেন তখন ভাবিয়া ভাবিয়া বলিয়া ফেলিলেন, রাজাবাবু। অমনি হাসির তরঙ্গ ছুটিল, রাজাবাবু তৎক্ষণাৎ হাত উঠাইয়া লইলেন, হিহি শব্দে ঘর প্রতিধ্বনিত হইল। নরেন্দ্রনাথ একদৃষ্টে ক্ষণেককাল বন্ধুবরের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে চেয়ার হইতে উঠিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া অপর একখানি চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "খবর কি ভাই—সব ভাল ত?"

রাজাবাবু—ভাল ত বটেই কিন্তু তুমি ভাই এত কি ভাবিতেছিলে যে আমি তোমার ঘরের ভিতর আসিলাম তুমি আদৌ জানিতে পারিলে না, এত কিসের ভাবনা? তোমার গভীর চিন্তা দেখিয়া আমারও ভাবনা হইয়াছে।

নরেন—(একটু বিমর্ষ ভাবে) না—না—ও কিছু নয়।

রাজাবাবু—নয় কেন? তুমি যে ভাবে চিন্তায় মগ্ন ছিলে তাতে বেশ বোধ হয়, তুমি কোন না কোন বিশেষ গভীর বিষয় ভাবিতেছিলে—তুমি কি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (Law of gravitation) চিন্তা করিতেছিলে? না মিলের অর্থনীতির (Mill's Political Economy) আলোচনা করিতেছিলে? না প্লেটোর আত্মার অবিনশ্বরতা (Immortality of the soul), না দার উইনের বিবর্ত্তন বাদ (Derwin's Theory of Evolution), না হারবার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) ঈশ্বর তত্ত্ব মনে তোলাপাড়া করিতেছিলে?

নরেন্দ্রনাথ—(বন্ধুর দিকে চাহিয়া) আমি সব করিতেছিলাম।

রাজাবাবু—কি রকম?

নরেন্দ্র—আমি ভাবিতেছিলাম কি খাব? My thought is "bread question" and how is this problem to be solved?

রাজাবাবু—কেন? ভাত খাবে, লুচি খাবে, রুটী খাবে।

নরেন্দ্র—কোথায় পাব ?

রাজাবাবু—বাজারে।

নরেন্দ্র—বাজার কি আমায় অমনি দিবে ?

রাজাবাবু—অমনি দিবে কেন ? পয়সা দিবে।

নরেন্দ্র—পয়সা কোথায় পাব?

রাজাবাবু—কেন চাকুরি করিবে, রোজগার করিবে।

নরেন্দ্র—তবেই ত! সে সব ভবিষ্যতের কথা। আমি চাকুরি যোগাড় করিব, গতর খাটাইব, মনিবের মন রাখিব, তবে ত দুপয়সা ঘরে আনিব —সে অনেক দিনের কথা।

রাজাবাবু—তবে তুমি কি মনে কর যে তুমি ঘরে বসিয়া থাকিবে আর তোমার পাতে দুনিয়ার চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় ভাল ভাল আহারীয় সামগ্রী সমস্ত আসিয়া পড়িবে? এত আর আলাদিনের দীপ ঘসিলেই দৈত্য আসা নয়, যে তুমি তাহাকে মনোমত ফরমাইজ করিবে, সে মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার আদেশ মাত্র সমস্ত যোগাইবে ?

নরেন্দ্র—আলাদিনের দীপ আমার বুদ্ধি, পরিশ্রম, আমার অধ্যবসায়। এইগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া বেড়াইতে পারিলে উন্নতির আশা আছে, দুমুটো খাইতে পাইব বলিয়া বোধ হয় কিন্তু সফলতা লাভ করা অনেক জন্মে। তুমি যে উপহাস করিয়া বলিতে ছিলে আমি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভাবিতে-ছিলাম। তোমার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কোথায় লাগে ভাই ক্ষুধা শক্তির কাছে? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা! তুমি যে মিলের অর্থনীতির কথা বলিলে, সে কেতাবের কথা, কিন্তু আমরা তাতে কি পাইতেছি। পেট ভরিয়া খাবার মিলিতেছে কই ? আমাদিগের জীবনে প্রত্যহ অর্থনীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে হাতে পাইতেছি, তাতে হবে কি ? তুমি যে আত্মার অমরত্বের কথা বলিলে সে ভাবিবার কথা বটে, সে পরকালের জন্য, কিন্তু ইহকালে জীবন রক্ষার জন্য কি খাইব ? সমস্যা বড়ই কঠিন! ইহার

মীমাংসা বড় দুরূহ ব্যাপার, বিশেষতঃ আজ কাল। আর দারউইনের বিবর্ত্তনবাদের কথা যাহা বলিলে, ও ত সমস্ত পরিবর্ত্তনের কথা; আমরা এখন এই খাবার খাবার করিয়া হাউ চাউ করিতেছি, ভবিষ্যতে আরও কি হইবে বলিতে পারি না। কেবল পরিবর্ত্তন! পরিবর্ত্তন! শেষ পরিবর্ত্তন মৃত্যু! সকল শান্তি! হারবার্ট স্পেন্সরের কথা যাহা বলিলে, সে ভাবিবার কথা বটে, কিন্তু উদর নীতির কাছে—উদর চিন্তার কাছে কেহই নয়—উদর চিন্তা, সকলের বড় চিন্তা! উদর চিন্তা না থাকিলে সকলি ভাল লাগে।

রাজাবাবু—কেন হে এত হতাশ কেন?

নরেন্দ্র—না হয়ে কি করবো?

রাজাবাবু—চেষ্টা কর, চেষ্টা কর, অবশ্য ফল হইবে; কিনারায় ঢেউ দেখিয়া লা ডুবাইলে কি আর পাড়ি মারৃত পারবে? বড় দুর্য্যোগের দিন নিশ্চয়, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারিদিক অন্ধকারময়, শীঘ্রই প্রবল ঝটিকা উঠিয়া সর্ব্বনাশ হইবে। সাহস কর, কাপড় আঁটিয়া পর, কসিয়া হাল ধর, তবে বাঁচিতে পারিবে। নতুবা এ ঘোর তুফানময় সংসার সমুদ্রে কোথায় ডুবিয়া তলাইয়া যাইবে!

নরেন্দ্র—তুমি যা বলিলে সব ঠিক ভাই, কিন্তু কথা কি জান, বাবা বুড়া হয়েছেন, আর রোজগারপাতি নাই, কলিকাতার সহরে দৈনিক সংসার নির্ব্বাহ আছে, ছোট ভায়ের লেখা পড়ার খরচ সমস্ত আছে, ছোট ভগ্নীটীর বিবাহ আছে, আরাম ব্যারাম, লোক লৌকিকতা সমস্তই আমার ঘাড়ে চাপিয়া পড়িতেছে। আমি এখন কোথা যাই, কি করি? আমার ভাবনার সীমা নাই, অন্ত নাই!

রাজাবাবু—ভাবিয়া কি করিবে ভাই? কাজ করা চাই—বিপদে ধৈর্য্য আবশ্যক, অস্থির হইলে চলিবে না। যে বিপদে কায করিতে পারে

না, সে কাপুরুষ। যে বিপদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব করিতে পারে, সে যথার্থ বীর, জগতের পূজ্য, মান্য, গণ্য। যাহারা পরের গলগ্রহ, পরের অন্নে উদর পূরণ করে তাহাদের আর ক্ষমতার পরীক্ষা কোথায়? তাহারা সংসারের কি জানে? তাহারা সংসার নাট্য শালার পুতুলমাত্র; হুজুগে নাচিয়া বেড়ায়; তারা কি আর মানুষ? তারা এক শ্রেণীর দায়িত্ব শূন্য জীব মাত্র।

নরেন্দ্র—দেখ ভাই এতদিন বাপের রোজগার খাইতেছিলাম, অত ঘোর ফের জানিতাম না—এইক্ষণে সমস্ত ভার আমার উপরে পড়িল!

রাজাবাবু—সেত ভাল, তাতে ভয় কি? বাপের বল, খুড়ো জেঠার বল, মেসো পিসের বল, মামার বল, যাহারই খাওনা কেন সে ক দিন? যতদিন তুমি নাবালক থাক। তারপর আর খাওয়া ভাল দেখায় না, সে বড় লজ্জার কথা, কাপুরুষের কায!

নরেন্দ্র—তাইত বল্‌ছিলাম ভাই, কি খাবো? কোথায় খাবার পাব? কি খাব? কোথায় যাব?

রাজাবাবু—এখানে কিছু কর্‌তে না পার, বিদেশে চলে যাও, যেখানে সুবিধা হয় সেখানে যাও। বিদেশিগণ দেখ্‌তে পাও না, সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হইয়া আসিয়া কি না কর্‌ছে? স্বীয় পরিশ্রম ও বুদ্ধিতে সোনা ফলাইতেছে,মোহর গুড়াইতেছে, ঝুড়ি ঝুড়ি দেশে লইয়া যাইতেছে। তাহারা কেবল খাবারই জন্য দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়।

নরেন্দ্র—নিশ্চয়ই।

রাজাবাবু—মান বল, সম্ভ্রম বল, কুলশীল, সকলি টাকায়; টাকার মাথায় বুড়োর বে!

টাকা না থাকিলে অতি গুণী লোকও নির্গুণ বলিয়া গণ্য হয়। ইহজগতে টাকারই আদর সর্ব্বত্র।

নরেন্দ্র—আমি টাকা নিশ্চয়ই করিব। কি করিয়া টাকা করিতে হয় কোন্ পথে যাইয়া টাকা পাওয়া যায়, আমি সর্ব্বরকমে চেষ্টা করিব—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

রাজাবাবু—এই ত ভাই, ঠিক কথাই বলেছ, এইত পুরুষের কথা। "দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি"; বল বল বাহুর বল—আপনার বলই বল।

রাজাবাবু অনেকক্ষণ কথা কহিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেশের অবস্থা।

দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয়! চারিদিক অন্ধকার! আশার আলোক বড়ই ক্ষীণ! মধ্যে মধ্যে আশার বিদ্যুৎ চমকিয়া যায় বটে, কিন্তু সে ক্ষণপ্রভা চলিয়া যাইতে না যাইতে, আবার অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠে! ক্ষুৎপিপাসায় চক্ষু সরিষা ফুল দেখে; লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় বড় কম! সমস্ত দিন খাটিয়া খাটিয়া দু'বেলা দু'মুটো অন্ন মেলা ভার হইয়া উঠিয়াছে। যে বঙ্গদেশ, সোণার বঙ্গ ছিল, যাহার এক টুকরা জমিতে অনায়াসে, অল্পব্যয়ে, সোণা ফলিত; লোকের জীবন যাত্রা সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইত; লাঙ্গলের মুখে, গরুর দেহে, কৃষকের হাতে, যাহার ধনৈশ্বর্য্য বিরাজ করিত, আজ সেই দেশে হাহাকার—লোকে উদর জ্বালায় অস্থির! যে বঙ্গভূমি, সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা, আজ সেই বঙ্গদেশে অন্নকষ্ট! যে বঙ্গদেশ অন্নপূর্ণার লীলা-ক্ষেত্র, অন্নসত্র, সেই বঙ্গদেশ শস্যহীনতায়, নিষ্ফলতায়, ধূ ধূ করিতেছে! অভাব অভিযোগ চারিদিকে মূর্ত্তিমান বেড়াইতেছে! লোকের চক্ষু ছল ছল করিতেছে—দুঃখের জলে ভাসিতেছে! হা ভগবান্!

বাজারে চাল, দাল, তরি তরকারী, ঘৃত, তৈল, লবণ প্রভৃতি সমস্ত আহারীয় দ্রব্য দুর্মূল্য! লোকে অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অকালে কাল কবলে পতিত হইতেছে! বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষ দানব বদন ব্যাদান করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে উদরসাৎ করিতেছে! তাহার উপর বিসূচিকা, বসন্ত, প্লেগ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মারীভয় দেশ উজাড় করিয়া ফেলিতেছে! পূর্ব্বে এই সুখময় স্বর্গধাম বঙ্গভূমে, লোকে জমিদারের সরকারে সামান্য বেতনের চাকুরি করিয়া দশজনকে আশ্রয় দিয়াছে, অন্নদান করিয়াছে, বারমাসে তের পার্ব্বণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া গিয়াছে; এখন আর সে দিন নাই; লোকের সে প্রবৃত্তি নাই; পরোপকার কার্য্যে সে সুখানুভব নাই, এখন স্বার্থ, স্বার্থ, কেবল স্বার্থ! এখন স্বার্থই কেবল বঙ্গভূমিকে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছে! কেহ কাহারও দিকে তাকায় না, কাহারও জন্য কাঁদে না, কাহারও জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করে না! এখন সামান্য গৃহস্থ ৫০০৲ টাকায় কুলান করিয়া উঠিতে পারেন না! হা বঙ্গদেশ!

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে! পূর্ব্বে অনেকে জুতা পায় দিতে জানিত না, যদি কেহ পায় দিত, তাহা দেশী মুচির দ্বারা নির্ম্মিত সামান্য দামের জুতা হইত; সকলে ছাতা ব্যবহার করিত না, যাহারা করিত, তাহারা সামান্য পত্রের ছাতা মাতায় দিয়া ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র নিবারণ করিত; এখন তাহার জায়গায় দামী বিলাতী জুতা, ছাতা, লোকে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। তখন অনেকে জামা ব্যবহার করিত না, যদি কেহ করিত, একটী সামান্য মের্জাই হইলেই চলিত; এখন তাহার স্থলে পার্শী কোট, চীনে কোট, সার্ট, পাঞ্জাবী প্রভৃতি বহুবিধ জামা প্রস্তুত হইতেছে; তখন টোয়ালে, সাবান, চুরুট, সিগারেট, চা, সোডা, লিমনেডের ব্যবহার ছিল না, এখন ঘরে ঘরে এ সকল দ্রব্য না থাকিলে, গৃহস্থের নিন্দা ও অভাবের অবধি

থাকে না; এসেন্সের ত কথাই নাই; লোকে না খাইয়াও দুই এক শিশি এসেন্স সংগ্রহ করিয়া রাখে; তাহা না করিলে লোকের নিকট অপ্রতিভ হইতে হয় এবং গৃহস্থ আপনাকে ভাগ্যহীন মনে করেন! তখন একখানা সামান্য মূল্যের গামছা হইলেই চলিত; এক তামাকেই লোকের নেশা ও মান সম্ভ্রম রক্ষা করিত এবং সাদা জলে সুখে চলিয়া যাইত; এখন তাহার স্থানে বহুবিধ বিলাতী পানির আবির্ভাব হইয়াছে! তখন রাজা, বড় বড় জমিদার বা ধনীর ঘরে আতর বা গোলাপজল থাকিত, এখন ঘরে ঘরে এসেন্স থাকা চাই! তখন একটা পয়সা খরচ করিলেই প্যাকাটি ও গন্ধকে সম্বৎসরের দেশালাই প্রস্তুত হইত, এখন তাহার স্থানে মাসে মাসে কত বিদেশীয় দেশালায়ের বাক্স খরচ হইয়া যাইতেছে! তখন শ্রীক্ষেত্রে বা দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থ যাত্রীর বাটীতে একখানি মহাপ্রভুর বা কৃষ্ণ রাধিকার সামান্য পট আনিয়া গৃহে টাঙাইলেই, ছবি খাটান হইত, তাহাতে অল্প ব্যয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ ও গৃহশোভা উভয়ই সম্পাদিত হইত, এখন তাহার স্থানে রেনল্ডস্ ও র‍্যাফেল কৃত বহুমূল্য ছবি না হইলে চলে না, গৃহ সজ্জিত হয় না! তখন একখানি মাদুর হইলেই চলিয়া যাইত, এখন চেয়ার টেবিল, কৌচ না হইলে সুবিধামত চলে না! তখন কাঠের বাক্স, সিন্দুকে চলিত, এখন ক্যাস বাক্স বা আইরণ সেফের দরকার! তখন রাজা, বড় বড় জমিদার, ধনিগণ পাল্কি, ঘোড়া উট, হাতী চড়িত; এখন অনেকেরই এক একখানি মটর আবশ্যক! বিলাসিতা! তোমায় নমস্কার, তুমি বঙ্গভূমিকে ছারখার করিলে!

তখন ধোপা, নাপিত, ঝি, চাকর সকল সুবিধামত মিলিত; তাহাদিগের জন্য গৃহস্থ ব্যতিব্যস্ত হইতেন না, পল্লীগ্রামে অনেক গৃহস্থ তাহাদিগকে চাকরাণ জমি দিয়া রাখিতেন, তাহারা সেই জমির উপস্বত্ব ভোগ করিত এবং গৃহস্থদিগের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিত, তাহারা পুরুষানুক্রমে তাঁহাদিগের বাটীতে থাকিত এবং তাঁহাদিগের পরিবারবর্গের সহিত বাপ,

মা, খুড়া, জেঠা, দাদা প্রভৃতি পাতাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত; মরি কি সরলতা! কি প্রীতি-বন্ধন! কি সহানুভূতি! এখন আর সে দিন নাই, এখন চাকর মনিবে আকাশ জমি প্রভেদ, মনে মনে সাত সমুদ্দুর, তের নদী তফাৎ, কাহারও কাহারও প্রতি সহানুভূতি নাই। আজকাল গৃহস্থের সকল ব্যয় বহুগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে; সাধারণ চুল ছাঁটা-কার্য্যে ব্যয় ও বাড়িয়াছে, তাহার উপর বাবু সাহেবদিগের কেশ-বিন্যাস-ব্যয় Hair Cutting saloon এর অনুগ্রহে বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে; ঝি চাকর, পল্লীগ্রামে, খোরাক পোষাক আর ৩৲ টাকা বাৎসরিক মাহিনা হইলেই অনায়াসে মিলিত; এখন আর সে দিন নাই। তখন বঙ্গদেশে বেতনভোগী রাঁধুনীর বড় দরকার হইত না। বড় বড় জমিদারের বাটীতেও ঝি বৌকে রন্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইত। তাহাতে সকলের তৃপ্তি সাধন হইত এবং গৃহস্থ সেই গৃহলক্ষ্মীদিগের হাতের প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতেন; তাহাতে গৃহস্থের দ্রব্য সামগ্রী অপব্যয় দ্বারা বৃথা নষ্ট হইত না, চুরি যাইত না, ব্যয় স্বল্প হইত এবং স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন থাকিত। আর সে দিন নাই; এখন গৃহে গৃহে পেশাদারী রাঁধুনীর ব্যবস্থা; যিনি ৩০৲ টাকা বেতন পান,তিনি ও একটী রাঁধুনী রাখিতে চেষ্টা করেন! তখন রন্ধন কার্য্য একটী সুখ্যাতির কার্য্য, একটী ভাল কার্য্য, একটী গৌরবের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত; এই ক্ষণে ইহা একটী নীচ, জঘন্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। তখন যে গৃহলক্ষ্মী স্বহস্তে পাককরিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে বা অতিথি অভ্যাগতকে পরিতৃপ্ত করিয়া আহার করাইতে পারিতেন, তিনি ধন্য ধন্য হইতেন। এখন আর সে দিন নাই, এখন যে স্ত্রীলোক রন্ধনশালায় প্রবেশ করিবেন তিনি নিন্দার্হ হইবেন। তাঁহাকে লোকে গরীবের মেয়ে, গরীবের স্ত্রী, খাইতে পায় না, বড়ই কষ্ট, বলিয়া চর্চ্চা করিবে। যে দেশে দ্রৌপদী প্রভৃতি রাজদুহিতা ও রাজবনিতাগণ রন্ধনকার্য্যে গৌরবান্বিত হইয়া

গিয়াছেন; আজ সেই দেশের এই দুর্দ্দশা ! সকলই কাল মাহাত্ম্য ! কালের পরিবর্ত্তন ! আজকাল অনেকের আবার সজাতি, সগোত্রের হাতে আহার করিয়া তৃপ্তি হয় না, তাঁহারা বাবুর্চীর হাতে কালিয়া, কোপ্তা, কোর্ম্মা, খাইয়া সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন ; তখন কুললক্ষ্মীগণ হৃষ্টমন, পুষ্টকায় ও পরিশ্রমী ছিলেন ; তাঁহারা পরিশ্রম করিতেন বলিয়া প্রায় নীরোগ ও দীর্ঘায়ুঃ হইতেন ; তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ ও মায়ের ন্যায় বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ জীবী হইতেন, তাঁহারা বিলাসিনী ও আলস্যের অঙ্কশায়িনী ছিলেন না। এখন রমণীগণের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সন্তানগণ ও নিস্তেজ ও বলবীর্য্যহীন হইতেছেন ; অল্পায়ুঃ হইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছেন। জাতীয় জীবন ও উন্নতি নষ্ট হইতেছে। এস্থলে পল্লাগ্রামবাসিনী রমণী ও নগরবাসিনী রমণীর মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

তখন স্বল্প ব্যয়ে, সামান্য বৈদ্যের চিকিৎসায়, লোকে আরোগ্য লাভ করিত, এখন তাহার স্থানে বহুব্যয়ে বড় বড় ডাক্তার আবশ্যক। তখন বাটীর বৃদ্ধারা সামান্য ঝাড়ি ঝাড়ায় কত পীড়া আরোগ্য করিতেন, এখন তাহার স্থানে শিশি ২ দামী বিলাতী ঔষধ উদরস্থ করিয়া ও কিছুই হয় না। তখন ভাল ভাল সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থলোক সামান্য খড়ের বা গোলপাতার ঘরে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেন ; এখন যিনি ৩০৲ টাকা উপার্জ্জন করেন, তিনি আর ঐরূপ ঘরে বাস করিতে পারেন না ! তাঁহার ভাল বারাণ্ডাওয়ালা দোতলার প্রয়োজন। তখন লোকের ছেলেরা মুড়ী মুড়কি খাইয়া দিন কাটাইয়াছে, বড় হইয়াছে, দীর্ঘায়ুঃ হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছে, এখন তাহার স্থানে মিঠাই ভিন্ন রুচে না ! তাহা আবার ভাগ্যক্রমে দুর্ম্মূল্য ও অল্পায়তন ; অপকৃষ্ট ঘৃতে ভাজা ! তাহার সঙ্গে আবার অম্লাদি পীড়া দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে দুর্ব্বল, নিস্তেজ, ও হীনপ্রভ করিয়া দেয় এবং সুন্দর কুসুম সমূহকে অকালে বৃন্তচ্যুত করিয়া দেশের এবং সমাজের শোভা ও সৌন্দর্য্য

বিনষ্ট করিয়া ফেলে! এই ত হ'ল দেশের দশা! তখন গৃহলক্ষ্মীদিগের সামান্য নারিকেল তৈলে চলিয়া যাইত, এখন কেশরঞ্জন, রমণী রঞ্জন, কুন্তলীন প্রভৃতি বহুমূল্য তৈলের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন তাঁহাদিগের সোণারূপার গহনার উপর ঝোঁক ছিল, এখন তাহার পরিবর্ত্তে নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য পড়িয়াছে। লেশ জরিযুক্ত বডি, সেমিজ ও সায়ার আদর বাড়িয়াছে! ঐ সকল কাপড় শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। সোণা-রূপার গহনা থাকিলে সময়ে অসময়ে, দায়ে অদায়ে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে, লোকে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। তখন গৃহস্থের বাটীতে সামান্য মাটীর প্রদীপ জ্বলিত, এখন তাহার স্থলে সকলে বৈদ্যুতিক আলো ভালবাসেন; তখন প্রাতে একছিলিম তামাক হইলে চলিত, এখন তাহার স্থলে গরম গরম চা অনেকের অত্যাবশ্যক! তখন লোকের সরল ভাব ছিল, সাদাসিদের উপর সব চলিত, এখন তাহার স্থলে ডিউপ্লিসিটির চলন হইয়াছে! এখন সকলেই পলিসিবাজ—ডিপ্লোম্যাট (deplomat)। এখন সরলতার পুরস্কার নাই। তিরস্কার আছে। এখন সরল লোক শুকনা ডাঙ্গায় আছাড় খায়, তাহার পদে পদে বিপদ। তখন লোকে আইন কানুনের বড় ধার ধারিত না। দেশে দেশে আদালতের এত ছড়াছড়ি ছিল না। লোকে কথায় কথায় মোকদ্দমা করিত না; সকলেই সরল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিত। তখন কাহার ঋণ আবশ্যক হইলে, উত্তমর্ণ অধমর্ণকে শুধু হাতে, বিনা সাক্ষীতে, বিনা লেখাপড়ায় টাকা ধার দিত; সাক্ষী থাকিত কেবলমাত্র চন্দ্রসূর্য্য আর ঘরের দেয়াল। আর সাক্ষী থাকিতেন,সকল সাক্ষীর উপর সাক্ষী, ভগবান্; সে টাকা মারা যাইত না; কখন না কখন অবশ্য আদায় হইত, যেহেতু গোড়ায় ধর্ম্মের ভয় থাকিত। এখন কাহাকে টাকা ধার দিতে হইলে আট ঘাট বাঁধিয়া দিতে হয়। পদে পদে বজ্র বন্ধনীর প্রয়োজন; পাকা উকিলকে দেখাইয়া, পাকা দলিল করিয়া রেজিষ্টরীদ্বারা পাকা করিয়া

টাকা ধার দিলে ও সে পাকা, অনেক সময় কাঁচা হইয়া যায়, সে টাকা মারা যায়! এখন লোক দুষ্ট হইয়াছে, আইনবাজ হইয়াছে, চাষার ঘরেও আইনের আলোচনা হইয়া থাকে। সকলেই আইনের ফাঁক খুঁজে, এখন আইনের দ্বারা বেষ্টিত নকিন্দরের লোহার ঘরে ও সর্প প্রবেশ করে। আর রক্ষা নাই। তখন তামাদির ভয় ছিল না, সুদের পীড়াপীড়ি ছিল না, কেহ সামান্য সুদ দিত, কেহ দিত না। তখন টাকা ধার দেওয়া ব্যবসা ছিল না—পরোপকার ধর্ম্ম ছিল। এইক্ষণ হাড়ভাঙ্গা সুদ—গৃহস্থের মরণ! এখন লোকে চালাক হইয়াছে. সরল বিশ্বাসী আর নাই।

তখন মাতৃপিতৃ কন্যাদায়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিত। এখন স্বার্থ প্রবল হইয়া সে সব লোপ পাইয়াছে! এখন বিবাহ ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে; যাঁহার কন্যা তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন, যাঁহার পুত্র তিনি ১০ হাত লাফাইয়া উঠেন; বরের বাপেরই পোহাবার; তখন গৌরীদান প্রথা ছিল, এখন আর তাহা নাই; এখন ষোড়শীদান —বিংশ, পঞ্চবিংশ বর্ষীয়া হইলে ও চলিয়া যায়। তখন আমাদিগের দেশে খনা, লীলাবতী প্রভৃতি বিদুষী রমণী ছিলেন, সাধারণ নারীশিক্ষার এত হুড়াহুড়ি দুড়াহুড়ি ছিল না। এখন ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশের অনুকরণে অস্মদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার বান ডাকিয়াছে; এই বানের স্রোতে আমাদিগের মহিলাগণ গা ভাসান দিয়াছেন। এখন অনেক স্ত্রীলোক বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম, এ, বি, এ, হইতেছেন; উকিল ব্যারিষ্টার হইতেছেন। প্রোফেসর, টিচার হইতেছেন, সভাসমিতি করিতেছেন; উন্নতির মার্গে ছুটিতেছেন! প্রকৃত শিক্ষা কতদূর হইতেছে বলিতে পারি না।

তখন অবসর পাইলেই স্ত্রীলোকেরা কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিতেন, এখন বঙ্কিম প্রভৃতির নভেল নাটকে অন্তঃপুর ছাইয়া ফেলিয়াছে। তখন স্ত্রীলোকেরা স্বামীর

বশুতা স্বীকার, ধর্ম্মবোধ করিতেন, এখন উহা পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতা বিরোধী। এখন পাশ্চাত্য সাম্যনীতি দেশব্যাপ্ত হইয়াছে; শিক্ষিত স্ত্রীমহলে ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত; সকলেই স্বাধীনতার তীর্থযাত্রী। তখন দেশে সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, চিন্তা, শৈব্যা, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণের আদর ছিল। এখন প্যাঙ্ক্হার্ষ্ট্ (Pankhurst) চালিত নারীগণের কথা সর্ব্বদাই হইয়া থাকে; এখন সাম্যের দিন; সকলেই স্বাধীনতা অন্বেষণ করেন। এখন ইব্সেন(Ibsen) নীট্সে (Nitseh) এবং বার্ণাডশ্ (Bernards) প্রভৃতি ইউরোপীয় লেখকগণের কথা আমাদিগের নারীসমাজে হইয়া থাকে। এখন ইউরোপ আমেরিকা, প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ আমাদিগের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত আমাদিগের খরচের মাত্রা বাড়িয়া উঠিয়াছে। এখন অনেক স্ত্রীলোক মোজা, জুতা, গাউন ইত্যাদি পরিতে, রিষ্ট ওয়াচ্ চশমা, কুরিয়ার ব্যাগ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে শিখিতেছেন। আমাদিগের পুরাতন ভারত নূতন ইউরোপ আমেরিকার ছাঁচে গঠিত হইতেছে; এখন এই যুগপ্রলয়ে প্রাচীন ভারত কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে বলা যায় না!

তখন সামান্য কাগজে চিঠি লেখা চল্‌ত; এখন সোণার জলে কবিতা লেখা, নানারূপ ছবিদ্বারা চিত্রিত বহুমূল্য কাগজ না হইলে, রমণীদিগের সন্তোষ ও তৃপ্তি সাধন হয় না! তখন বিবাহের সময়ে কবিতার প্রথা ছিল না, এখন উভয় পক্ষ হইতে কবিতার স্রোত বহিতে থাকে। তখন স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরবাসিনী ছিলেন, এখন নানাদেশবিদেশে ভ্রমণ করিতে শিখিয়াছেন। তখন নারীগণ ভাত দাল মৎস্য খাইতেন, এখন অনেকের রসনা চপ, কটলেটের আস্বাদন বুঝিতেছে! মিতাচার ও মিতব্যয়িতা গণ্ডির বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে! ভারতে যুগান্তর উপস্থিত!

তখন গৃহস্থের বাটীতে কোন উৎসব বা অপর কার্য্যোপলক্ষে দশজনকে আহার করাইতে হইলে, গৃহস্থ আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া স্ব স্ব যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এখন আর সেদিন নাই, সকলেই কন্‌ট্রাক্‌টরের হস্তে সমর্পিত হয়। গৃহস্থ খালাস! নিশ্চিন্ত! কন্‌ট্রাক্‌টার যেমন ভাবে হউক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অর্থ লইয়া চলিয়া যান—কি যুগান্তর! কি পরিবর্ত্তন!

এখন পশ্চিম সভ্যতার আলোকে লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে—লোকে অনাবশুক বিলাসিতার দিকে তাকাইতেছে, আর মরীচিকাভ্রমে তাহার সুখের দিকে ধাবিত হইতেছে! আমরা আপনা আপনি আপনাদিগের নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি করিতেছি আর তাহা পূরণ করিবার জন্য উৎসুক ও উদ্বিগ্ন হইতেছি। কাযে কাযেই আমাদিগের অধিক পয়সা আবশ্যক হইতেছে; আর সেই পয়সা উপার্জ্জন করিবার জন্য আমাদিগের ভাবনা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, যত্ন সকলই চতুর্গুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এখন চারিদিকে জীবন-সংগ্রাম, কঠিন সংগ্রাম, ভীষণ জীবন-সংগ্রাম! কেবল পয়সা—পয়সা—পয়সা! মিতব্যয়িতার দিকে লোকের নজর নাই, কেবল বিদেশীয় সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে!

একদিন সন্ধ্যার সময় নরেনদের বাটীর সম্মুখে ভাগীরথী তীরে একটী বৃদ্ধ একতারায় গান করিতেছিলেন। গান অতি মধুর লাগিতেছিল। কতিপয় ব্যক্তি গান শুনিতেছিলেন। নরেনও গানে আকৃষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলন।

১ম গীত।

বঙ্গে লক্ষ্মী বুঝি আর রয়না!
দিন দিন আশাহীন কষ্ট আর সয়না!
উকিল ব্যারিষ্টার, করে হাহাকার,
কনট্র্যাক্‌টার ভেবে সার, কায কর্ম্ম পায়না!
কৃষকের নষ্ট চাস, ভেবে ভেবে বারমাস,
অবশেষে শেষ শ্বাস আর বুঝি রয়না!
মুটে মজুর যত, ভেবে ভেবে অবিরত,
কায কর্ম্ম মনোমত, কেউ আর পায় না!
কেরাণী কাঁদুনি করে, অন্নাভাবে ভেবে মরে,
সদা অসুখী অন্তরে শান্তি আর পায় না!
ব্যবসা বাণিজ্য হত, কি আর কহিব কত,
প্রাণ সব ওষ্ঠাগত সুখ কেউ পায় না!
দুর্ভিক্ষ দানব হায়, মহামারি সঙ্গে যায়,
গ্রাসিতেছে সমুদায় কেহ কারে চায় না!
কি হ'ল কি হ'ল বঙ্গে, পাপ খেলে নানা রঙ্গে,
কেহ আর কার সঙ্গে মর্ম্মে মিল পায় না!

২য় গীত।

দেশের দশা ভেবে ভেবে প্রাণটা গেল,
মরে মরে দেশটা এবার উজাড় হ'ল!
কেউ মরে অনাহারে কেউ মরে জ্বর বিকারে,
মারি ভয়ে কত মরে মরে মরে কুঁড় উঠিল!
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা, কেহ নহে লক্ষ্য হারা,
বিশ্বরাজ্যে দেয় পাহারা সাক্ষী সবে রহিল!

দেশ দুখে তরঙ্গিণী, হয়ে অতি বিষাদিনী,
কাঁদি দিবস যামিনী সিন্ধুনীরে প্রাণ ত্যজিল !
তুমি ওহে হিমালয়, হয়ে পাষাণ হৃদয়,
পাষাণ নয়নে তব দুখ বারি ঝরিল !
তুমি কি বিহঙ্গবর, দেশের দশায় হয়ে কাতর,
কাঁদিতেছে নিরন্তর শোকস্বরে দেশ ভাসিল !

৩য় গীত।

সভ্যতার কি বান ডেকেছে,
বিলাসিতায় সব মজেছে !
ছোট বড় যত, হয়ে জ্ঞান হত,
ধ্বংসের মুখে সব ছুটেছে !
আয়ের চেয়ে ব্যয়, কি হল হায় হায়,
দেনায় মাথা ছাপিয়ে গেছে !
কল্পিত সুখের আশে ভ্রমি মরীচিকা দেশে,
অবশেষে মিথ্যা সুখে সব ঠকেছে !
পেটের অন্ন মেলা ভার, সভ্যতার কি বাহার,
হা অন্ন যো অন্ন সব ঘরেতে রোল উঠেছে !

গান শেষ হইলে, নরেন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনার নিবাস কোথায় ?

বৃদ্ধ—শ্রীরামপুর।

নরেন—এখানে কোথায় আসিয়াছেন ?

বৃদ্ধ—আমার ভায়ের বাসায়।

নরেন—সে কোথায় ?

বৃদ্ধ—এই বাগবাজারে, অতি সন্নিকটে।

নরেন—আপনি কি করেন ?

বৃদ্ধ—এখন আর কি করিব বাবা?

এই দেখিতে পাইতেছ ত দাঁত পড়িয়াছে, চুল পাকিয়াছে, বুড়া হইয়াছি; গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ পেন্‌সন দিয়াছেন, তাই খাই পরি, ভগবানের নাম করি. আর ইচ্ছামত বেড়াইয়া বেড়াই।

নরেন—পূর্ব্বে কি কাজ করিতেন?

বৃদ্ধ—পূর্ব্বে ডাকঘরে চাকরি করিতাম, অনেক স্থান ঘুরিয়াছি বাবা! সরকার বাহাদুর সাত সমুদ্রের জল খাওয়াইয়া তবে পেন্‌সন্‌ দিয়াছেন, বাবা!

নরেন—আপনি অনেক দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন, আপনার কথা শুনিলে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়।

বৃদ্ধ—তুমি কি কর বাবা?

নরেন—আমি এম্‌ এ পাশ করিয়াছি।

বৃদ্ধ—বেশ বেশ, এখন্‌ কি কর বাবা?

নরেন—এখন ঘরে বসিয়া আছি, চাকুরীর চেষ্টা করিতেছি।

বৃদ্ধ—আজকাল চাক্‌রীর যে বাজার! সহজে পাওয়া বড়ই কঠিন!

নরেন—আজ্ঞে হাঁ, তা ত দেখ্‌ছি।

বৃদ্ধ—ওকালতি করিলে না কেন বাবা?

নরেন—উকিল ত আজ কাল অসংখ্য! ওকালতি ব্যবসায় আর সুবিধা নাই।

বৃদ্ধ—নিশ্চয়। তখন উকিলেরা সংখ্যায় কম ছিলেন, তাঁহারা রোজগার করিতেন বেশ। এখন আদালত উকিলে ভরা! অন্ন মেলা ভার! শুধু ওকালতি কেন, সর্ব্ব কার্য্যে হা অন্ন! যো অন্ন!

নরেন—আজ্ঞে হাঁ।

বৃদ্ধ—লোকের জীবন যাত্রার সমস্ত সামগ্রী ভয়ানক দুর্ম্মূল্য! সংসার চলা ভার!

নরেন—আজ্ঞে হ্যাঁ

বৃদ্ধ—আমরা যে সমস্ত সামগ্রী অল্প পয়সায় সম্ভোগ করিয়াছি, তাহা তোমরা এখন সহজে পাওনা। সমস্ত পাইতে রাশি রাশি পয়সা আবশ্যক; পাইলে ও খাঁটি জিনিস মেলা ভার!

নরেন—আজ্ঞে হাঁ।

রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া যে যাহার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদ্যালয়ে বিষ-বীজ বপন!

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শান্তিরাম বাবুর দুই পুত্র এবং দুই কন্যা, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা মোহনলালের পুত্রের বিষয় কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। মোহনলালের কন্যা সন্তান নাই; একমাত্র পুত্র, নাম সুশীলকুমার। এই ছোট তরফের একমাত্র ভাবী উত্তরাধিকারী, সর্ব্বে সর্ব্বা। ইনি নরেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র নাথের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ; ইনি ভূমিষ্ঠ হইলে ছোটবাবু প্রচুর অর্থব্যয় দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন; বাটীতে অনেক ধুমধাম হইয়াছিল, ঝি চাকর বক্‌সিস পাইয়াছিল এবং পাড়াপ্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজন সন্দেশ খাইয়াছিলেন। ইনি অতি আদরের বস্তু, নন্দালয়ের নীলকান্তমণি যশোদার নন্দদুলাল! বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইহাঁর আদর ও আবদার সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইনি ক্রমে ক্রমে ভয়ানক অভিমানী, দাম্ভিক ও একগুঁয়ে হইয়া উঠিয়াছিলেন।

নরেন ও সুশীল কুমার দুইজনে একস্কুলে পড়িতেন। সুশীলকুমার বয়সের আধিক্য বশতঃ উপরের শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। তিনি স্কুল যাইবার নাম করিয়া অন্যত্র যাইয়া সময় কাটাইতেন; তাস পাশায় আমোদ

উপভোগ করিতেন; বার্ডসআই, সিগারেটের শ্রাদ্ধ করিতেন; আর কি করিতেন বলিতে পারি না; বৈকালে চারিটার পর বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন। বাপ মায়ে জানিতেন তাঁহাদিগের পুত্ররত্ন সারাদিন কায়মনোবাক্যে বাগ্‌দেবী বীণাপাণি সরস্বতী দেবীর সেবায় ক্লান্ত হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। বাটীতে ষোড়শোপচারে জলযোগ প্রস্তুত থাকিত, আহারান্তে আবার বাহির হইয়া যাইতেন। নরেন বাটীতে আসিয়া যাহা কিছু পাইতেন, খাইয়া, বহি লইয়া পড়িতে বসিতেন। নরেন বিনয়ী ও মিষ্টভাষী, গুরুজনকে দেখিলে নত হইয়া নমস্কার ও প্রণাম করিতেন; সুশীল কুমার উদ্ধতস্বভাব, স্ফীতবক্ষ, ও সদা উন্নতমস্তক; কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না, সকলকে তুচ্ছতাচ্ছল্য করিতেন; নরেন সংযত ও পরোপকারী; সুশীল, ঠিক নামের বিপরীত, উচ্ছৃঙ্খল ও অনিষ্টকারী।

কিছুদিন পরে, যেমন হইয়া থাকে, মা ভারতী সুশীলকুমারের যথেচ্ছাচার সেবায় সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেন; ভীষণ কোপ কটাক্ষ করিলেন; তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া প্রোমোসন পাইলেন না; নরেনের সঙ্গে পড়িতে বাধ্য হইলেন! আর কোথায়? তিনি নরেনের বিরুদ্ধে মনে বিষবীজ বপন করিলেন! তিনি হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া নরেনের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন! নরনের কিসে অনিষ্ট হয় সতত তাহার চেষ্টায় রহিলেন! তিনি দুষ্ট বালকদিগের দ্বারা তাঁহার পুস্তকাদি ছিঁড়াইতেন ও চুরি করাইতেন; কখন কখন তাঁহার প্রতি কটুকাটব্য বলাইতেন। নরেন সমস্ত বুঝিতে পারিয়া সহ্য করিতেন; আপনার কাজ করিয়া চলিয়া যাইতেন। নরেন ছেলে, আর অপরে ও ছেলে! তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া তাঁহার বাল্যজীবনে সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। দিন ২ তাঁহার গুণরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়াছিল।

সুশীলকুমার আর সুশীল নাই, তিনি দুঃশীল হইয়াছেন; তিনি নরেনের প্রতি মনে মনে বিদ্বেষবহ্নি পোষণ করিয়া আপনি আপনার আগুনে পুড়িয়া মরিতেন, আর মায়ের নিকট আসিয়া প্রত্যহ নরেনের কুৎসা করিতেন। মা একে বাঙ্গালীর মেয়ে, স্বভাবতঃ অশিক্ষিতা হিংসাদ্বেষপূর্ণা, পরনিন্দাপ্রিয়া, তাহার উপর, নরেন তাঁহার ভাশুর পুত্র, জ্ঞাতি সন্তান, পুত্রের শত্রু! আর রক্ষা আছে! তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার চক্ষুঃশূল হইলেন; তিনি নরেনকে দেখিতে পাইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেন। তিনি পুত্রের প্রতি বাৎসল্যভাবে অন্ধ হইয়া, জ্ঞাতি বিদ্বেষে উত্তেজিত হইয়া,যাহার তাহার নিকট নরেনের প্রতি গালিবর্ষণ করিতেন।

পর বৎসরে আবার পরীক্ষার সময় নরেন সুন্দররূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপর শ্রেণীতে উঠিলেন, সুশীলকুমার যে শ্রেণীতে ছিলেন, সেই শ্রেণীতে রহিলেন! লজ্জার কথা দূরে থাক, তিনি অহঙ্কার ও অভিমানে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া শিক্ষকদিগের প্রতি নানারূপ অযথা দোষারোপ পূর্ব্বক স্কুল হইতে চলিয়া আসিলেন।

মোহনলালবাবু পুত্রের এসব কাণ্ড কিছুই জানিতেন না; ছোটগিন্নী তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত গোপন করিয়া রাখিতেন। এবার সুশীলকুমার অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হইবে বলিয়া, তিনি কর্ত্তার নিকট কিছু কিছু প্রকাশ করিলেন। কর্ত্তা রাগে ও ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং পুত্রকে ভৎসনা করিতে করিতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন! কিছুদিন পরে সুশীলকুমার অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন, নরেনের সঙ্গে আর পড়িলেন না।

জগতে পোনর আনা লোক পরের ভাল দেখিতে ভালবাসে না; নরেন, নিরপরাধ নরেন, কি দোষ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, তিনি ক্রমে ২ ছোটবাবুর বিষনয়নে পড়িলেন! তাঁহার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন! আক্ষেপের বিষয় কেহ আপনার ভাগ্য বুঝিয়া দেখেন না, পরের উপর হিংসা করিয়া মরেন!

নরেন, লেখা পড়া কখনও ছাড়েন নাই; যত কষ্ট হউক না কেন, তিনি লেখা পড়া ভাল বাসিতেন, বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন, দশের হিতে প্রাণ সমর্পণ করিতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভগ্নীর বিবাহ।

একদিবস প্রাতে একটী ভদ্রলোক নরেনদের বাটীতে আসিলেন। আগন্তুকের নাম হরিপ্রিয় বসু। হরিপ্রিয় বসু নরেনের মাতুল। নরেন, হরিপ্রিয় বাবু ও নরেনের মাতা, একসঙ্গে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় কমলা তথায় আসিল। হরিপ্রিয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন কমলার বিয়ের কি করিলে?

নরেনের মাতা—কি করিব,পাঁচ জায়গায় দেখা শুনা হইতেছে, কোন স্থানে ঠিক করিতে পারিতেছিনা।

হরিপ্রিয়—কেন?

ভগ্নী—অনেক চায়, অত আমরা কোথা থেকে দেব?

হরি—কি চায়?

ভগ্নী—কেহ ৩০০০৲ কেহ ৪০০০৲ হাজার চায়।

হরি—কি করিবে? মেয়ে ত মস্ত হ'ল!

ভগ্নী—দেখি, ভগবান যা করেন তাই হবে।

হরি—ওর বয়স ১২ বৎসর হইল, না?

ভগ্নী—১২ হয়ে গিয়ে ১৩ চল্‌চে।

হরি—তবেই ত আর কত দিন রাখ্‌বে?

ভগ্নী—একেত দেনায় ডুবে আছি, এসব দেনা থেকে কি করে উদ্ধার পাব তা জানিনা, আবার নূতন দেনা কি করে করবো ?

হরি—না করলে ও ত চলবে না; মেয়ে ত আর রাখ্‌তে পারচো না—কায়েতের ঘরের মেয়ে জাত যাবে যে !

ভগ্নী—কি করি, আমার ত মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে পেটে ভাত যায় না ! কর্ত্তা বুড়ো হয়েছেন, তাঁর আর পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নাই, এখন ভরসা একমাত্র নরেন।

নরেন—আমি আর কি করবো ? আমি ত এখন ও পয়সা দস্তুর মত আনতে পারচি না। সেইজন্য আমার মতে কমলা দেখিতে মন্দ নয়, একটু লেখাপড়াও শিখেছে, ও'কে একজন বিলেত ফেরার সঙ্গে বিয়ে দি।

মা—আরে ওকি একটা কথা, ওসব সাহেবি কথা ও পাগলের কথা।

নরেন—কেন ?

মা—কর্ত্তা চিরকাল হিঁদু হয়ে চলে এলেন, এখন বুড়ো বয়সে ওঁর টাকা নাই বলে হিঁদুয়ানীটা সব নষ্ট করবেন ? তা কখনই হতে পারে না।

নরেন—তবে একজন ব্রাহ্মর সঙ্গে দি ? তাতে আপত্তি কি ?

মা—তা হলে কি হবে ?

নরেন—অনেক কমখমে হবে। ব্রাহ্মেরা অনেকে বেশ বিদ্বান, ভাল ভাল চাকরিবাকরিও করে, তারা চায় মেয়েটী একটু ফরসা হয়, আর লেখা পড়া জানে। তা কমলার ত দুই আছে—আমার ইচ্ছা কমলাকে একজন ব্রাহ্মের সহিত বিবাহ দি। আমাদের যা দরকার, খরচপত্র ও খুব কমে হবে, এমন কি হয়ত কিছু দিতে ও হবে না। আমার অনেক ব্রাহ্ম বন্ধু আছে; আমি তাদের একজনকে ঠিক করতে পারি।

মা—তোদের এখনকার ছেলেদের একটা বেম্য বেম্য হুজুগ উঠেছে। বেম্যোরা কি আমাদের জাত, যে তাদের ঘরে আমাদের মেয়ের বে হবে ?

নরেন—জাতে আসে যায় কি ? জাত নিয়ে কি ধুয়ে খাবে ?

যদি পাত্রটীর স্বভাব ভাল হয়, লেখা পড়া জানে, টাকা কড়ি রোজগার করে, তাকে আমার বনের বিবাহ দিতে দোষ কি? তুমি জাত জাত ক'র্‌চো, বেশ কায়েত বামুন ব্রাহ্মের সহিত দাও, তাতে আপত্তি কি? আর ধর্‌তে গেলে ব্রাহ্মরা হিন্দু, তারা মুসলমান নয়। আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের গোড়া যে বেদ উপনিষদ, তাদের ধর্ম্ম ও তাই—তারা আমাদের হতে ছাড়া নয়। তারা খৃষ্টান ও নয়, মুসলমান ও নয়।

মা—পয়সা খরচ হবে বলে, মেয়েটাকে অজাতে অকুলে দেবো?

নরেন—তবে দোজবরের সঙ্গে বিবাহ দাও, তাতে ত আর আপত্তি নাই।

মা—আমরা বুড়ো বুড়ী বেঁচে থাক্‌তে মেয়েটাকে একটা দোজবরের হাতে দেবো কি করে? লোকে বল্‌বে কি?

নরেন—তবে রাশি রাশি টাকা খরচ কর, আর মেয়েকে তোমাদের মনের মত বরের সঙ্গে বে দাও! টাকা কোথায় পাবে?

মা—টাকা ধার কর্‌তে হবে।

নরেন—একে আমরা দেনায় ডুবে আছি, তার উপর আবার ধার! বাঁচ্‌বো কেন? শুধ্‌বে কে?

মা—শুধ্‌বে নরেন।

নরেন—নরেন যে রাতারাতি ধনী হবে, স্থিরতা কি?

মা—তা বলে অজাত অকুলে কখনও মেয়ে দিতে পারব না।

হরিপ্রিয় বাবু চলিয়া গেলেন। নরেন ১।২ মাস ক্রমাগত টাকা ধার করিবার চেষ্টায় ঘুরিল; কেহ শুধু হাতে টাকা কর্জ্জ দিল না; যেখানেই যায় সেখানেই শুনে তোমাদের অনেক দেনা পত্র হইয়াছে, আমরা আর টাকা ধার দিব না। নরেন যদি পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কে বলিল আমাদের অনেক টাকা ধার হইয়াছে? আমরা আর টাকা শোধ করিতে পারিব না?" তখন তাহারা বলে, "তোমার আপনার লোকই বলিয়াছে, এমন কি, টাকা একেবারে দিতেই নিষেধ করিয়া দিয়াছে।"

নরেন এই সমস্ত কথা বাড়ীতে আসিয়া বাপ মায়ের কাছে বলিল। তাঁহারা বলিলেন আর কে বলিবে? যে চিরকাল আমাদের ভাল দেখ্‌তে পারে না, আমাদের যাতে মন্দ হয় তার চেষ্টা করে, তারই কায।

পূর্ব্ব হইতে ভদ্রাসন বাটী বন্ধক ছিল, নরেন সেই বন্ধক গ্রহীতার নিকট আর কিছু টাকার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি সহজে সম্মত হন নাই—তবে নরেনের অনেক যত্নে ও চেষ্টায় তিনি আর ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা কর্জ্জ দিলেন। সেই টাকায় কমলার বিবাহ হয়ে গেল, কমলা শ্বশুর বাড়ীতে চলিয়া গেল।

বিবাহের সময় শান্তিরাম বাবুর বাটীতে যত লোকজন, কুটুম্ব সাক্ষাত, আত্মীয় স্বজন আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নরেনের আদর আপ্যায়নে ও সদ্ব্যবহারে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সকলেই এক বাক্যে নরেনের গুণাবলির আলোচনা করিয়া শান্তিরাম বাবুকে ধন্য ধন্য করিলেন এবং বলিলেন, শান্তিরাম বাবু অতি ভাগ্যবান যে এরূপ পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন। "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।" নরেন সুবুদ্ধি ও কার্য্য কুশল। সংসারে যে সমস্ত কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন, তাহার অধিকাংশই প্রায় একপ্রকার সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিতেন।

নরেনের পিতা শান্তিরাম বাবু একজন উচ্চদরের ভদ্রলোক। তাঁহার শিষ্টাচার, অমায়িকতা ও দানশীলতায় অনেকে মুগ্ধ ছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তিনি একজন মুৎসুদ্দি ছিলেন, বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন ও ব্যয় করিয়াছেন। এক্ষণে চাকরি নাই, অবস্থা মন্দ। অবস্থা মন্দ বলিয়া ভাললোকে কেহই তাঁহাকে অগ্রাহ্য করে না, তবে যাহারা হাড়বজ্জাত হিংসুকে ও শত্রু তাহারা তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়ায়, নিন্দায় পয়সা খরচ নাই, তবে পরের কুৎসা করিয়া অধম লোকে অযথা আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে মাত্র! যাহারা পরের নিন্দায় কান দেয়, তাহারাও স্বল্পবুদ্ধি ও লঘুচেতা, তাহাদিগের মূল্য কম।

আক্ষেপের বিষয় আমাদের দেশে এই অধঃপতিত বঙ্গদেশে, গুণের আদর কম। অনেকেই "স্বভাবো মূর্দ্ধি বর্ত্ততে" ভুলিয়া গিয়া রজত খণ্ড মূর্দ্ধি বর্ত্ততে "বলিয়া থাকেন। যাহার টাকা আছে, তাহাকে বড় লোক বলিয়া থাকেন, তাহার পূজা করেন, সে দস্যু তস্কর হইলেও, দুর্বিনীত পাপাচারী হইলেও তবু সে বড় লোক। আহা বড় লোক শব্দের কি কুব্যবহার! কি বিপরীত অর্থ! ব্যক্তিগত গুণের প্রতি লোকের লক্ষ্য নাই, কেবল টাকার মান! বড়ই শোচনীয় ব্যাপার! যাহার হৃদয় প্রশস্ত, মন উন্নত, গরীব হইলে ও সাধ্যমত পরোপকারী, সে বড় লোক নহে! শান্তি রাম বাবুর দুএকজন শত্রু হইতে তাঁহার নিন্দা এইক্ষণে চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। হুজুগে হুজুগে তাঁহার মিথ্যা অপযশ ঘটিয়াছে! তিনি ধার্ম্মিক, কেবল ধর্ম্মই তাঁহার ভরসা, তাঁহার আশ্রয়, তাঁহার শরণ।

এই বিশ্ব সংসার হুজুগময়! শিয়াল, কুকুর, কাক প্রভৃতি সকলেই হুজুগে। একটা শিয়াল হুয়া হুয়া করিলে আর দশটা শিয়াল তাহার সঙ্গে ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া করিয়া চেঁচাইয়া উঠে; একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া কাহাকে তাড়া করিলে, আর দশটা তার সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে ছুটিতে থাকে ; একটা কাক কা কা করিলে, আর বিশটা তাহার সঙ্গে কা কা করিয়া আকাশ ফাটাইয়া ফেলে। আমাদিগের এই বঙ্গদেশের সাধারণ লোকগুলা ঐ নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের অপেক্ষা কিছু উচ্চতর শ্রেণীর বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা ও হুজুগ পাইলে নাচিয়া উঠে। শান্তিরাম বাবুও এই হুজুগে পড়িয়া মারা গিয়াছেন ; তাঁহার চারিদিকে দুর্ণাম হইয়াছে! এই হুজুগের গোড়া তাঁহার ঘরের শত্রু বিভীষণ ভ্রাতা মোহন লাল।

নরেন আপনার বুদ্ধি, পরিশ্রম, যত্ন ও চেষ্টায় ভগ্নী কমলার বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার ভাবনায়, খরচের জের এখনও মিটে নাই। মা বর্ত্তমান, মায়ের অনুরোধে নরেন এক বৎসর দুই বৎসর

তিন বৎসর ধরিয়া ভগ্নীর শ্বশুর বাড়ীতে ভদ্রতাবাস করিলেন। নরেন ছেলে আর অপরেও ছেলে!

একে পিতার কাজ কর্ম্ম না থাকায় পুর্ব্বের অনেক ঋণ হইয়াছে, তাহার উপর ভগ্নীর এই বিবাহ দেওয়া, এই সমস্ত ব্যাপারে পিতা পুত্র উভয়ে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। সংসার চলা কঠিন! নরেনের চাকুরী না হলে আর উপায় নাই! তিনি যেখানে যাওয়া উচিত নয়, সেখানেও যাইতেছেন, যাহা করা তাঁহার ভাল লাগে না, তাহাও করিতেছেন, কি করিবেন? পেটের দায় বড় দায়! তিনি চাকুরি চাকুরি করিয়া কত লোকের নিকট যাইতেছেন, কত লোকের কত কথা শুনিতেছেন, সংসারের বহুদর্শিতা ও জ্ঞান লাভ করিতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চাকরীর উমেদারী।

জগতে সকলেই মুরুব্বী হইতে ভালবাসে কিন্তু দুঃখের বিষয় বাস্তব এবং প্রকৃত মুরুব্বী অতি বিরল। অনেকেই স্বার্থের জন্য মুরুব্বী সাজেন! মুরুব্বী হইয়া নাবালকের সম্পত্তি হরণ করিব, আত্মীয় স্বজনকে ফাঁকি দিব, গরীব প্রতিবেশীর অর্থনাশ করিব, এই চেষ্টায় অনেকে বিব্রত; অনেকে আপনার নাম জাহির করিব, আমি এক জন দেখাইব, এই ভাবের মুরুব্বী হইয়া দাঁড়ান; কেহ কেহ ধনী ও ক্ষমতাশালীর পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক গরীবের ক্ষতি করিয়া তাহার বিবাদ মিটাইয়া দিব ও তাহার মুরুব্বী হইব এই ইচ্ছা করেন। এইরূপ মুরুব্বীকে বাহিরের লোকে ভাবিয়া থাকে অমুক অমুকের মুরুব্বী না হইলে গরীবের বিবাদ মিটিত

না কিন্তু মুরুব্বী ভিতরে ভিতরে ধনীরই সুবিধা করিয়া দিলেন, তাহা কয়জন লোকে বুঝে? এই সমস্ত লোকদেখান মুরুব্বী—স্বার্থপর! ইহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান নাই বলিলেও হয়, ইহারা ধনীর তোষামোদকারী চাটুকার মাত্র। কতকগুলি চাকুরী করিয়া দিবার মুরুব্বী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাঁরা ভাবেন আমাদিগের বাড়ীতে প্রত্যহ দশ বিশ জন উমেদার আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এ বড় মন্দ শোভা নহে! বাহিরের লোকে জানিবে আমার অত্যন্ত ক্ষমতা, আমি দশজনকে অন্ন দিই. প্রতিপালন করিয়া থাকি। ইহারা অবশ্য কাহারো কাহারো উপকার করিয়া থাকেন; কাহাকে সম্পর্কের নৈকট্য-খাতিরে, কাহাকে কোন পদস্থ বড় লোকের সুপারিসে; কাহাকে বা শুভ্র রজত খণ্ডের লোভে; কিন্তু অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই গুণ-বিচারে বা কর্ত্তব্যের অনুরোধে চাকরি মিলিয়া থাকে!

প্রাতঃকাল হইতে না হইতে নরেন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। দন্তধাবন, মুখ প্রক্ষালনাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। আপনার গৃহে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন এবং মায়ের নিকট আসিয়া কিঞ্চিৎ জল-যোগ করিলেন। একখানি চিঠি পকেটে লইয়া মায়ের পদধূলি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। হাতে পয়সা নাই, পদব্রজে একক্রোশ দুইক্রোশ চলিয়া আসিলেন। শীতকাল, দেখিতে দেখিতে বেলা ১০টা বাজিল; নরেন আসিয়া একটী ভদ্রলোকের বাটীর বহির্দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। একজন চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভদ্রলোকের নাম বাঞ্ছারাম দত্ত। বাঞ্ছারাম বাবু কলিকাতার একটী বড় আপিসের বড় বাবু। তাঁহার ক্ষমতা যথেষ্ট, বাহিরে গুজব, তিনি অনেকের চাকরী করিয়া দিয়া থাকেন। তিনি ৮০০৲ আটশত টাকা বেতন পান, তাঁহার নামডাকও খুব।

ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র একটী আবলুস কাঠের রং সদৃশ কাল

কুচকুচে নাদুস নুদুস স্থূলকায় জীব তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইনিই আমাদিগের বাঞ্ছারাম বাবু। ইনিই বাড়ীর বড় বাবু ও কর্তাবাবু। বাঞ্ছারাম বাবু অতি কোমলাঙ্গ, গ্রাসের ন্যায় ঠুনকো বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ রবিবার, আপিস বন্ধ—তাই উঠানে রৌদ্রে চৌকিতে বসিয়া আছেন, চাকর তৈল মর্দ্দন করিয়া তাঁহার শরীরের তোয়াজ করিতেছে। চাকর এক একখানা হাত ধরিতেছে, আর বাটী হইতে তৈল লইয়া সজোরে হাত ডলিতেছে, টিপিতেছে, বাবু একপাশে কিঞ্চিৎ কাত হইয়া একখানি হাত উপরে তুলিয়া আছেন, আর মধ্যে মধ্যে আরামসূচক আ—আ—আ শব্দ করিতেছেন। চাকর আবার মধ্যে মধ্যে ঘোটক ডলিবার ন্যায় বাবুর কুলাসদৃশ পৃষ্ঠদেশে চপেটাঘাত শব্দ করিতেছে। বাহির হইতে শুনিলে লোকে অবশ্য আস্তাবলের শব্দ মনে করিত। নরেন অনেকক্ষণ আসিয়া বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন; সুবিধা অভাবে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সাহস করেন নাই, পাছে বেতেলে হইয়া কাজ ফস্‌কাইয়া যায়! উমেদার কিনা!

অনেকক্ষণের পর বাবু ঘাড় তুলিয়া নরেনের দিকে চাহিলেন। নরেন নমস্কার করিয়া চিটিখানি হাতে দিল। বাবু চিঠিখানি পড়িয়া, রাখিয়া দিলেন; বাবুর গা ডলা চলিতে লাগিল, নরেনও নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিঞ্চিৎ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সদয় বাবু এখন কোথায়?"

নরেন—আজ্ঞে, তিনি বাড়ীতে আছেন।

বাবু—এমন সময়?

নরেন—আজ্ঞে, তিনি ছুটিতে আছেন।

বাবু—এখন তিনি কোথায় বদ্‌লি হয়েছেন?

নরেন—আজ্ঞে, রাঁচি।

বাবু—এখন সদয় বাবু বোধ হয় হাজার টাকা পাচ্চেন?

নরেন—আজ্ঞে, হাঁ।

বাবু—সদয় বাবু তোমার কে হন ?

নরেন—আমার বিশেষ কেউ নন—আমাদিগের প্রতিবেশী—বাবার সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা—তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই এই চিঠি দিয়াছেন।

বাবু—বেশ, বেশ, তোমার নাম কি বাবা ?

নরেন—আজ্ঞে, আমার নাম নরেন্দ্র নাথ ঘোষ।

বাবু—পড়াশুনা কতদূর ?

নরেন—আজ্ঞে, এম, এ, পাশ করিয়াছি।

বাবু—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ এম এ পাশ করিয়াছ ? বাবা ! অনেক লেখা পড়া শিখিয়াছ যে, আমরা অত লেখাপড়া যদি শিখিতাম, তাহলে ফাটিয়ে দিতাম। আমাদিগের সামান্য লেখাপড়া, যা হোক এক রকম করে কস্মে খাচ্ চি।

নরেন মুরুব্বী বাবুর কথা শুনিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বাবু—তুমি অত পাশ করিয়াছ তুমি কেরাণীগিরি করিয়া কি করিবে ?

নরেন—কি করিব বলুন, আর উপায় নাই।

বাবু—কেন ওকালতী করনা গিয়ে ?—অনেক টাকা আস্‌বে, স্বাধীন ব্যবসা, তুমিও স্বাধীন ভাবে কাটাইতে পারিবে। গাড়ী ঘোড়া চড়্‌বে, দশজনের মান্য গণ্য হইবে, দশজনে শালিসী করিতে ডাক্‌বে, এই দেখনা আমরা কেরাণী, আমাদিগের মর্‌বার অবকাশ নাই, কোনও দিন রাত্রি আট্‌টা, কোন দিন দশটা পর্য্যন্ত খাটিতে হয় ; মধ্যে মধ্যে রবিবারেও ছাড়ান নাই ; আপিসে যাইয়া কাষ করিতে হয়। আমাদিগের কথা ছাড়িয়া দাও, তোমরা কি তা পারিবে ?

নরেন—পারিব না কেন মশাই ? যখন চাকরি করিতে আসিয়াছি তখন পারিব বলিয়াই আসিয়াছি।

বাবু—কেরাণীদের কষ্ট দেখিতে পাওত। রাত্রিদিন খাটিয়াও পেটের ভাত হওয়া দায়!

নরেন চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাবু অবশেষে বলিলেন, তা বেশ, তোমার যদি কেরাণীগিরি করিবার একান্ত ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সহিত মধ্যে মধ্যে দেখা কোরো, এখনত উপস্থিত কিছু খালি নাই, খালি হইলে দেখিব। সদর বাবুকে আমার নমস্কার দিও।

বেলা অনেক হইয়াছে, আবার ঘরে ফিরিয়া আসিতে হইবে, নরেন মুরুব্বী মহাশয়কে নমস্কার করিয়া সেদিন বিদায় লইলেন।

নরেন মধ্যে মধ্যে বাঞ্ছারাম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন কিন্তু চাকরির কোন সুবিধা হয় না; তাঁহার বাটীতে কষ্ট করিয়া যান আর ফিরিয়া আসেন। কলিকাতার অনেক আপিসে যান, দরখাস্ত দেন, কিছুই ফল হয় না! এইরূপে অনেক মুরুব্বী ধরিলেন কাহারও দ্বারা কিছু উপকার হইল না। একদিন তাঁহার পুরাতন মুরুব্বী বাঞ্ছারাম বাবুর বাটীতে আবার যাইলেন। বাঞ্ছারাম বাবু আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া সটকায় তামাক খাইতেছিলেন। নরেন সম্মুখে গিয়া নমস্কার পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন, বাঞ্ছারাম বাবু নিমীলিত নেত্রে আরামপূর্ব্বক তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। নরেন সম্মুখে একখানা বেঞ্চি পড়িয়াছিল, তাহার উপর বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে বাঞ্ছারাম বাবু কেদারা ও সট্কা ছাড়িয়া উঠিলে তিনি পুনরায় নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

বাঞ্ছারাম বাবু—কেহে? তোমার নাম কি বাপু?

নরেন—(অপ্রতিভভাবে) আজ্ঞে নরেন্দ্রনাথ ঘোষ। আমি সদর বাবুর চিঠি আনিয়াছিলাম।

বাবু—ও হো—হো বটে। তা এখন ত কিছু খালি নাই।

নরেন—আজ্ঞে আমি শুনিলাম, একটী ৬০৲ টাকার কাজ খালি আছে।

বাবু—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) কৈ না—কৈ না।

নরেন—আজ্ঞে, আমি কাল আপনার আপিস হইতে খবর লইয়াছি —অ্যাকাউণ্ট বিভাগে (Account Department) এ কাযটী খালি হইয়াছে। গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ কায করিতেন, তিনি মারা গিয়াছেন। আমি একখান দরখাস্তও দিয়া আসিয়াছি।

বাবু—হাঁ হাঁ, সে ত সাহেবের লোক আছে, সাহেব তাকেই দিবেন স্থির করিয়াছেন।

নরেন আর কথা না কহিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলেন এবং আর কেরাণীগিরির জন্ম এরূপ উমেদারি করিবেন না এক প্রকার স্থির করিলেন। পর দিবস আপিসে গিয়া শুনিলেন সেই কাযটী বাবুর সম্বন্ধীর হইয়াছে। নরেন একজন কেরাণী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, সম্বন্ধী বাবুর বিদ্যা কতদূর ?

কেরাণী বাবু—বিদ্যা কিছুই নয়।

নরেন—তবে আমার দরখাস্ত ফেলিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইল যে ?

কেরাণী বাবু—তাহার কারণ আছে বাপু।

নরেন—কি কারণ মশাই ?

কেরাণী বাবু—(হস্ত দ্বারা দেখাইয়া) এই—এই—মস্ত কারণ! সম্বন্ধী বিদ্যাশূন্য হইলেও মধু শূন্য নয় ত! ঐ নামেই যে কত মধু! তার পর নাড়ীর টান! তুমি ত আর বাবুর আপনার সম্বন্ধী নও বাবা!

হতাশ্বাস হইয়া নরেনের প্রস্থান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মুদির মাহাত্ম্য।

বাগবাজারে নরেনদের বাটীর নিকট একখানি মুদির দোকান ছিল। ঐ দোকানের মালিক মধুসূদন দাস। মধুর বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছে, সে এখনও ঐ দোকান চালাইতেছে। মধু সুন্দর লোক, সে দোকানের হিসাবপত্র বুঝে ভাল, কাহার ও এক পয়সা ঠকাইয়া লয় না, সামান্য লাভ রাখিয়া ন্যায্য বাজার দরে জিনিস বিক্রয় করে। তাহার দোকানের খরিদ্দার ও অনেক। সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাহার দোকানে খরিদদারের আমদানি ও ভিড় হইয়া থাকে। তাহার বার্দ্ধক্য বশতঃ তাহার ছেলেরা এইক্ষণে অনেক সময়ে দোকান দেখিয়া থাকে।

মধু দেখিতে গোলগাল, একটু খর্ব্বাকৃতি, স্থূলকায়। মাথায় চুলের সম্পর্ক কম, যা দু এক গাছি ধারে ধারে আছে, তাহা পাকিয়া শাদা হইয়াছে; মাথার মধ্যস্থলে একখানি বড় টাক চিক্ চিক্ করিতেছে; মধুর দন্ত অনেকগুলি পড়িয়াছে, চক্ষুর দৃষ্টি কম হইয়াছে, গালের মাংস লোল হইয়া পড়িয়াছে; দাড়ি গুম্ফে ঘন ঘন ক্ষুর বুলান হেতু চুল বড় বাড়িতে পারে না। মধু বড় হিন্দু, ধার্ম্মিক, গলায় তুলসির মালা, কাঁধে একখানা গামছা প্রায় থাকে। সকাল হইলেই দোকানের ঝাঁপ খুলিয়া স্বহস্তে ঘর ঝাঁট দেয়, ঘরের মেজেতে এবং জিনিস পত্রে গঙ্গাজলের ছিটা দেয়; যে চৌকি খানিতে বসে সেখানি ভিজা গামছা দিয়া মুছিয়া ফেলে; দাঁড়ী বাঁটখারায় জল দিয়া ধুইয়া ফেলে; একটা ধুনুচিতে ধুনা ও আগুন দিয়া নাড়িতে থাকে। যে চৌকিতে বসে সে চৌকিখানি অনেক দিনের পুরাতন, তাহার উপরিভাগ মুছিয়া মুছিয়া ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। ঐ চৌকির মধ্যস্থলে একটী বাক্স আছে; ঐ বাক্সের ডালি দুখানি পিতলের কবজাদ্বারা

আঁটা ও উহাতে একটী শিখল লাগান আছে ; ঐ শিখল, বাক্সের গায়ে একটী স্থরসা আঁটা আছে, তাহাতে লাগাইয়া কুলুপ দেওয়া থাকে; বাক্সের ঐ ডালির মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র আছে, ঐ ছিদ্র দিয়া বিক্রির পয়সা সমস্ত ভিতরে ফেলিয়া দেওয়া হয় ; আবশ্যক হইলে ঐ কুলুপ খুলিয়া মুদি পয়সা বাহির করিয়া লয়। ঐ বাক্সকে অনেকে চৌকী বাক্স কহিয়া থাকে।

মধুর দোকানে অনেক জিনিস ঠাসা ; চাল বস্তা বস্তা, ময়দা বস্তা বস্তা, আটা বস্তা বস্তা ; টিনের ক্যানেস্তারায় ঘি, তিন চারি রকম তৈল ; মাটির গামলায় হরেক রকম দাল, লবণ প্রভৃতি অনেক দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। দেখিলে, বোধ হয় দোকানের অবস্থা ভাল! দোকানের আর একটী বিভাগ আছে ; উহাতে টিনের কোটা হাঁড়ি ও বোতলে করিয়া বেনে মশলা মজুত। প্রত্যহ অনেক বিক্রি হইয়া ঐ বাক্সে অনেক পয়সা জমে। মধুর সময় মন্দ নয় ; অনেক মুদির অপেক্ষা তাহার সময় ভাল। তিন ছেলে সকলেই রোজগারে। হুগলী জেলায় বাড়ী ; বাড়ীতে ছেলেরা চাষ বাস করে, তাহাতে সম্বৎসরের খোরাকি চালের ভাবনা থাকে না। সামান্য পূজা পালপার্ব্বণ ব্যতিরেকে মধুর বাটীতে প্রতিবৎসর অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে। মধু তাহাতে বেশ দু'পয়সা ব্যয় করে এবং গ্রামস্থ অনেক লোককে খাওয়াইয়া থাকে। বাটীর ভিতর ৫।৬ খানি বড় বড় শয়ন ঘর ; বাহিরে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ ; উহার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড উঠান, তাহাতে অনেকগুলি গরু বাঁধা। বাটীর দুধারে দুইটী বাগান, একটীতে আম,কাঁটাল গাছ আছে,অপরটীতে ঝিঙে, উচ্ছে, পটোল, বেগুন প্রভৃতি ফলিয়া থাকে।

শান্তিরামবাবু অনেকদিন হইতে এই মধুর দোকানের খরিদ্দার ছিলেন এবং এখনও আছেন। পূর্ব্বে যে পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী যাইত, এখন আর সেরূপ যায় না। এখন শান্তিরামবাবুর অবস্থা মন্দ হওয়ায়,

অনেক সময়ে ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না। অপর খরিদদার দেনা দিতে না পারিলে মধু যদিও দু'এক কথা বলে, কিন্তু শান্তিরামবাবুর দেনা সম্বন্ধে সে এক কথাও বলে না, সে বলে আমি অনেক দিন ধরিয়া বাবুর পয়সা খাইয়াছি, এইক্ষণে তাঁহার সময় মন্দ হইয়াছে বলিয়া যদি দু'দিন দিতে দেরি হয়, তাহাতে কি হইবে? আমার বরাতে থাকে, পাইব, নচেৎ যাইবে।

শান্তিরামবাবুর অবস্থা এত খারাপ হইয়াছে, যে আজ দু দিন ভিটেতে উনান জ্বলে নাই। সকলে জলপান ও খাবার খাইয়া দিন কাটাইয়াছে। আজ প্রাতে নরেনের মা আসিয়া বলিলেন, হঁ্যা নরেন, আর ত পারি না, ছেলে মেয়ে গুলোর মুখের দিকে চাহিলে বুক ফাটিয়া যায়! তাদের আজ দুদিন দুদিন দুটো লক্ষ্মীর দানা পেটে যায় নাই, কি করি? সংসার যে আর চলে না। নরেন একটীমাত্রও কথা কহিলেন না, কেবল মায়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, দু ফোঁটা মর্ম্মভেদী জল চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া পড়িল! নরেন ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

নরেনদের সুন্দরী ঝি মধুর দোকানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার এক পয়সার বাতাসার দরকার। মধু বাতাসা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ঝি আর দোকানে আসনা কেন? কদিন যে দেখ্‌তে পাইনি।

ঝি—চুপ করিয়া রহিল।

মধু—কেন আস নি?

ঝি—আসবো কি আর, কদিন ত আর উনুন জ্বলে নি।

মধু—কেন!

ঝি—কর্ত্তার রোজগারপাতি কিছু নাই; তিনি বুড়ো হয়েছেন, বাড়ীতে বসে আছেন, বড়বাবু এখনও কিছু চাক্‌রি কর্‌তে পারেন নি, সংসার কোথা থেকে চল্‌বে?

মধু—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ! বলিস্ কিরে ঝি? কর্ত্তার সংসারে কখনও যে এরকম হয় নি! দু দিন—দু দিন রান্না বন্ধ! সকলে কি খেলে?

ঝি—জলপান, খাবার খেলে, আর কি খাবে?

মধু—আজ কি হবে?

ঝি—তার এখনও ঠিক হয় নি। গিন্নী ঠাক্‌রুণ বড় বাবুকে বল্‌ছিলেন "আজ কি হবে? ছেলে মেয়েগুলো যে ভাত না খেয়ে মরবার দাখিল হ'ল, উপায় কি?"

মধু—বড়বাবু কি বল্‌লে?

ঝি—বড়বাবু ঘাড় হেঁট করিয়া ভাব্‌তে ভাবতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

মধু—তাই ত বড় আপ্‌সোসের বিষয়! এমন সংসার! এমন সোণার সংসারের দশা এই হ'ল! এই সংসারে কত লোকের অবারিত দ্বার ছিল, কত অতিথি অভ্যাগত, আত্মীয় স্বজন, সাদরে অন্ন পাইত, এখন তার দশা এই হ'ল! হা ভগবান!

জগতে মাহাত্ম্য একটী দুর্লভ বস্তু! ইহাতে জাতির বিচার নাই, রূপ বা সৌন্দর্য্যের বিচার নাই, ধন বা পদের আবশ্যকতা নাই। ইহা যাঁহার আছে তিনি একজন মহাপুরুষ। ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; যাহাতে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা যে কেবল জগতের চাক্‌চিক্যে আবদ্ধ, বাহ্যাড়ম্বরে পরিদৃশ্য, ধুমধামে পরিলক্ষিত, তাহা নহে; ইহা কেবল অভ্রভেদী সৌধোপরি দুগ্ধফেননিভ পালঙ্কে নহে, ফিটন মটরে নহে, ইহা অতি সামান্য ব্যক্তিতেও উপলব্ধি হয়। শান্তিরাম বাবুর অবস্থা শুনিয়া মধুর মন গলিল। মধু তাগাদায় অছিলায় নরেনদের বাটীতে আসিল। নরেন বাহিরে বসিয়া ভাবিতে ছিলেন, মধুকে খাতা হাতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কি মধু খবর কি? ভাল ত?

মধু—আজ্ঞে বিশেষ কিছু নয়; কর্ত্তাবাবু কোথায়?

নরেন—বাড়ীর ভিতর।

মধু অনেক দিনের পুরাতন লোক সে বরাবর শান্তিরাম বাবুর বাটীর ভিতর গিয়া থাকে। তাহার নিষেধ নাই।

গিন্নী ও মেয়ে ছেলে সকল তাহার সহিত কথা কহিয়া থাকেন। মধু বাটীর ভিতর গিয়া দেখিল কর্ত্তা হুঁকা হস্তে তামাক খাইতেছেন, গিন্নী তথায় মুখ ভার করিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে কি বলিতেছেন। মধু নমস্কার করিয়া তথায় দাঁড়াইল; কর্ত্তা খাতা দেখিয়া মনে ভীত হইলেন কিন্তু মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন কি মধু খবর কি? সব ভাল ত?

মধু—আজ্ঞে, হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে সব ভাল। আপনাদের কদিন কোন জিনিস পত্র আসে নাই কেন? বাটীর সকলে কে কেমন আছেন তাই জানতে আসিয়াছি।

কর্ত্তার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, মুখে একটা দুঃখের ও ভাবনার ছায়া পড়িল; তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; গিন্নীও অবাক হইয়া মধুর দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, আর মধুও থাকিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। গিন্নী বলিলেন বাবা মধু, দেখ তুমি আমাদিগের অনেক দিনের পুরাতন লোক, তুমি আমাদিগকে পূর্ব্বেও দেখিয়াছ এখনও দেখিতেছ, পূর্ব্বে কি রকম অবস্থা ছিল এখন কি রকম হয়েছে!

মধু—আজ্ঞে তাত ঠিক, আমরা আর জানি না? সব ত আমাদের চক্ষের উপরে মাঠাকরুণ্!

গিন্নী—তা বাবা বল্‌ব আর কি, ভগবান সবই কর্‌তে পারেন। আমাদের আর সে গাড়ী ঘোড়া নেই, সে দাস দাসীও নেই, সে লোক জন নেই, এখন আমরা খেতে পাই না, এমন হয়েছে!

মধু—(দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) সেকি মাঠাকরুণ, সেকি মাঠাকরুণ, অমন কথা বল্‌বেন না, বেঁচে থাকুন বড়বাবু আপনার সব দুঃখ ঘুচ্‌বে, আপনার পূর্ব্বের সব বজায় হবে, বড়বাবু ছেলে আর অপরে ও ছেলে!

গিন্নী—সে ত পরের কথা মধু! বল্‌তে কি, এমন হয়েছে, আর দিন চলে না, আমরা এখন না খেয়ে মারা যাই যে!

মধু—কেন মারা যাবেন মাঠাকরুণ, আমরা ত আপনার সন্তান, আমরা বেঁচে থাক্‌তে আপনার কষ্ট হবে চখে দেখ্‌বো?

গিন্নী—তা ত বাবা ঠিক, তোমরা চিরকাল আমাদিগকে খাতির যত্ন করে আস্‌ছো, আমরাও তোমাকে ছেলে পিলের মতন দেখি।

মধু—আপনি কিছু ভাব্‌বেন না। আপনার যখন যা দরকার হবে, আপনি লোক পাঠাইয়া দিবেন, আমি দিব।

গিন্নী—বেশ বাবা বেশ। এখন তোমরা পাঁচজন রক্ষা কর, আমরা ত যেতে বসেছি।

মধু সে কি মাঠাকরুণ অমন কথা বল্‌বেন না। আমাদের যদি এক সন্ধ্যা খাইতে হয়, সেও ভাল, তবুও আপনাদের কষ্ট দেখ্‌তে পারবো না। আপনি ঝিকে প্রত্যহ পাঠাইয়া দিবেন, আপনার যাহা যাহা আবশ্যক হইবে আমি উট্‌না হিসাবে যোগাইবো, বড়বাবুর চাকুরি হলে, আপনি সব দেনা চুকাইয়া দিবেন।

গিন্নী—কত দিন যোগাইবে বাবা? চাকুরি যদি ১বৎসর ২বৎসর না হয়, তখন কি হবে?

মধু—তখনও দিব, আপনি কিছু ভাবিবেন না—আপনি ঝিকে পাঠাইয়া দিবেন।

মধু চলিয়া গেল। ঝি প্রত্যহ তাহার দোকান হইতে চাল, ডাল প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী সমস্ত আনিত। এইরূপে প্রায় ৬ ছয় মাস

একবৎসর কাল মধুর দোকান হইতে উটুনো আসিত। পরে নরেনের চাকুরি হইলে মধুকে কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সৎপথে থাকিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে তাহার একটা না একটা উপায় অবশ্যই হইয়া থাকে।

সংসারের এরূপ কষ্ট দেখিয়া নরেন যাহার পর নাই ভাবিত হইলেন। যেখানে যান ভাবেন। ভাবনা তাঁহার সঙ্গের সাথি হইল।

জগতে দারিদ্র্যের তুল্য আর পাপ নাই! অনেকে অনেক রকম পাপের কথা বলিয়া থাকেন কিন্তু সর্ব্বোচ্চ পাপ দারিদ্র্য। দারিদ্র্য গুণরাশি-নাশী, দারিদ্র্য মান সম্ভ্রম বিনাশী, দারিদ্র্য হৃদয়ের শান্তি অপহারী। যথায় দারিদ্র্য তথায় নরকাগ্নি প্রজ্বলিত! যাহার ঘরে দারিদ্র্য একবার প্রবেশ করে, তাহার মনের প্রফুল্লতা, আনন্দ সকলি বিনষ্ট হয়! তাহার ঘর দুঃখ—মেঘের গাঢ়তায় সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন! যাহার ঘরে দারিদ্র্য নৃশংস ভাবে রাজত্ব করে সে মহাপাপী! এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সকলেরই অস্ত্র ধারণ করা উচিত!

ক্ষুধা তৃষ্ণা ইহ জগতের প্রধান বৈরী। তাহারা যদি না থাকিত, তাহা হইলে কে কাহার খবর রাখিত? কে কাহার তোয়াক্কা করিত? কে কাহার অধীন হইত? উদর জ্বালাই জগতের প্রধান জ্বালা! ইহার জন্যই জগৎ পাগল! নরেন এই উদর জ্বালা নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর—সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত!

সন্ধ্যা সমাগত। নরেন্দ্রনাথ, ভাগীরথী তীরে স্বীয় বাটীর বারণ্ডায় বসিয়া গান গাইতেছেন,—

গীত।

ভালবাস, ভালবাসি,
ভাই তোমারে,
তুমি আমার প্রাণের প্রাণ,
তোমা বিনা রইতে নারি
এই সংসারে ;

প্রাণটা যখন কেমন করে,
তোমা ডাকি প্রাণভরে,
নাথ হে আমার প্রাণের জ্বালা
মিটে যায়, ভাসি আমি,
শান্তি-সাগরে ;

নাথ হে, তুমি প্রেমের আধার,
প্রেম-পারাবার,
যেতে এই ভব পারে,
তোমার প্রেমের ভেলায়,
যে চড়ে যায়,
রক্ষা কর তুমি তারে।

করবে নাকি আমায় দয়া,
দিবে নাকি পদছায়া,
পড়ে আছি তোমার দ্বারে ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত স্বপ্ন !

রাত্রি দ্বিপ্রহর, চারিদিক নিস্তব্ধ! চম্ চম্ করিতেছে! সকলেই বিরাম দায়িনী নিদ্রার কোলে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। মনুষ্য, পশু পক্ষী সকলেই নীরব। চারিদিকে বিটপিদল স্থির; সজীব জগৎ নির্জীব বোধ হইতেছে। নগরের কোলাহল আর নাই; সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া যেন মহেশের মহাধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছে। সেই নিস্তব্ধতা মধ্যে মধ্যে দু একটা কুকুরের ডাকে ক্ষণিক ভঙ্গ হইতেছে। আঁধারাবগুণ্ঠিতা অবনীর আকাশ ভালে দু একটা নক্ষত্র জ্বলিতেছে। বোধ হইতেছে যেন রাজাধিরাজ মহারাজ কন্যার ললাটদেশ প্রেমময় স্বর্ণ টিকা জ্যোতিতে বিভাসিত হইতেছে। মৃদুল পবন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া বিশ্ব-শরীর শীতল করিতেছে। অবনীর শ্যামাঞ্চল স্থানে স্থানে খদ্যোত-মালায় সজ্জিত হইয়া যেন হীরক খচিত বস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভারতের প্রধান নগরী সুন্দর কলিকাতার রাস্তায় গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। বিটে পাহারাওয়ালা বসিয়া ঝিমাইতেছ। ক্লান্তিহীনা চিরপ্রবাহিণী সুরধুনী গঙ্গা যেমন চিরকাল বহিয়া থাকেন, তেমনি বহিতেছেন, কুল কুল করিয়া বহিতেছেন। তাঁহার বক্ষে জাহাজ ও নৌকায় কাপ্তেন, নাবিক, মাঝি, মাল্লা সকলে নিদ্রিত; তাঁহার নিদ্রা নাই; তিনিই কেবল একাকী জাগ্রত থাকিয়া সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার অখণ্ড নিয়ম পালন করিতেছেন; তাঁহার আদেশ শিরে ধারণ করিয়া চলিতেছেন! তাঁহার তীরে শান্তিরাম বাবুর উল্লিখিত অট্টালিকার একটা দ্বিতল কক্ষে নরেন্দ্রনাথ নিদ্রিত। নরেন্দ্রনাথ সমস্ত দিন ভাবিয়াছেন, কত আকাশ পাতাল ভাবিয়াছেন, তাহার কুল কিনারা নাই! তিনি অকস্মাৎ স্বপ্নে দেখিলেন, যেন একটী শুভ্রবসনা সুন্দরী রমণী জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ঘর অন্ধকার, আলো

নিবিয়া গিয়াছে, সেই অন্ধকারের মধ্যে রমণীর জ্যোতিঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ঘর আলোকিত করিয়াছে! রমণী অঙ্গুলি সঙ্কেতে নরেন্দ্রনাথকে ডাকিলেন, বলিলেন, "বৎস উঠ আর নিদ্রা যাইও না, আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে সফলতার রাজ্যে লইয়া যাইব। তথায় সকলে কার্য্যে রত, আলস্যের অধিকার নাই, সকলের মনে প্রসন্নতা, মুখে হাস্য, বিরাজ করিতেছে।" নরেন্দ্র নাথ চমকিয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

দেবী—আমি কে?

"আমি আঁধার ঘরে আলো আনি মরা মানুষ বাঁচাই প্রাণে,
যারা আমার সঙ্গের সাথী তারা আমার গুণ জানে;
যারা এই ধরাতলে, কার্য্য করে কুতূহলে,
আমি তাদের প্রাণ খুলে আশিস্ করি বর দানে"

নরেন্দ্র—(আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে) আপনি কে জননি?

দেবী—আমি "আশা।"

নরেন্দ্র—আশা? আমাকে ডাকিতেছেন কেন?

দেবী—তোমাকে সুখের রাজ্যে লইয়া যাইব বলিয়া।

নরেন্দ্র—আমি কি সে রাজ্যে যাইবার উপযুক্ত?

দেবী—নিশ্চয়ই।

নরেন্দ্র—কেন মা?

দেবী—(হাস্য মুখে) তুমি যুবা পুরুষ, সচ্চরিত্র, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, উদ্যমশীল, শ্রমপরায়ণ, অধ্যবসায়শালী, কার্য্যকুশল; তুমিই সে রাজ্যে যাইবার উপযুক্ত। তোমার ন্যায় গুণবান্ যুবা পুরুষই আমার অনুসরণ করিবার উপযুক্ত। তুমিই ঐহিক উন্নতি ও সুখের অধিকারী।

নরেন্দ্রনাথ ব্যগ্রভাবে দেবীর অনুসরণ করিলেন। দেবী তাঁহাকে লইয়া কত পর্ব্বত, নদী, সাগর, বন, উপবন পার হইয়া যাইতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া নরেন্দ্র নাথ বলিলেন "মা! আর চলিতে পারি না, পা অসাড় হইয়া আসিতেছে; আমার ভয় করিতেছে" দেবী বলিলেন, "না বৎস! ভয় পাইও না সাহস কর, তুমি অনায়াসেই এই বিঘ্ন বিপত্তি সকল অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে। সাহসই পুরুষের প্রধান লক্ষণ।" "উদ্যোগিনংপুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"। নরেন্দ্র নাথ কিয়ৎক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, আবার চলিলেন। চলিতে চলিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িলেন। দেবী বলিলেন, "নরেন্দ্র নাথ স্থির হও, ভাল করিয়া চক্ষু মেলিয়া দেখ, তোমার সম্মুখে ঐ বিস্তৃত কার্য্য-ক্ষেত্রে কত লোক খাটিতেছে এবং আমার দিকে চাহিয়া কত সুখ সচ্ছন্দ ভোগ করিতেছে। আমিই ইহাদিগের সুখদাত্রী, আমি না থাকিলে, ইহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।" দেবী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, "বৎস! এই দেখ, স্বর্ণের খনি; এই দেখ মোহরের ঘর, এই দেখ হীরামুক্তার ভাণ্ডার; চারিদিকে সুন্দর গাড়ী ঘোড়া ছুটিতেছে; আমার ভক্তগণ তাহাতে চড়িয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়াছে। আমিই লক্ষ্মীর পথ দেখাই, আমি না থাকিলে লক্ষ্মী আসিতে পারেন না—আমি তাঁহার পথে আলো ধরি। আমি কৃষকের কুটীরে, বণিকের ভবনে, রাজার প্রাসাদে, সর্ব্বত্রই আমি। আমি না থাকিলে জগৎ অন্ধকার! সংসার চলে না! মানুষ মরিয়া যায়! এই দেখ, ক্ষীর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে; এই দেখ দেখ, বসন্তের কোকিল হেথায় বসিয়া গান করিতেছে; চারিদিকে সুন্দর কুসুম রাজি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিতরণ করিতেছে। এই স্থান মর্ত্তে স্বর্গধাম, ইহা বীরেরই উপভোগ্য; "বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা" তুমি কর্ম্মবীর, ইহা তোমারই উপযুক্ত। তুমি আইস, আর বিলম্ব করিও না, এই রাজ্যের প্রজা হও, এখানে বসতি কর, সুখ পাইবে। আমি সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে থাকিব, ভয় পাইও না, যখন তোমার ক্লেশ হইবে, আমার মুখ পানে চাহিও, আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। ঐ দেখ,

আমার অনুচরগণ নিশান তুলিয়া কেমন নাচিতে নাচিতে আসিতেছে ; উহাদিগের স্ফূর্ত্তির ইয়ত্তা নাই ! পরিশ্রম, যত্ন, অধ্যবসায়ের সীমা নাই ; উহারা এক একটী কর্ম্মবীর। উহাদিগের হৃদয়ে সাহস, মুখে হাসি ধরে না ; ঐ দেখ, উহাদিগের নিশানের গায় সোণার জলে লেখা "জয় আশার জয় !" ঐ লেখা জল জল করিয়া জ্বলিতেছে। তুমি আইস, কার্য্য কর, আর বিলম্ব করিও না। নরেন্দ্রনাথ শয্যা হইতে যেমন উঠিয়া বসিলেন, দেখিলেন চারিদিক ফরসা হইয়াছে, পক্ষিগণ কলরব করিয়া ছুটিতেছে, প্রভাত সমীর ধীরে ধীরে বাতায়ন দিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার গায়ে সুখস্পর্শ পদ্মহস্ত বুলাইতে লাগিল ! সূর্য্যদেব গৃহমধ্যে উঁকি মারিতেছেন ; তিনি আর বিলম্ব না করিয়া মায়ের নিকট গিয়া এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সমস্ত উল্লেখ করিলেন। মা নরেনকে বলিলেন "বাবা, আমি তোমাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, এই স্বপ্ন যেন তোমার জীবনে সফল হয়—তুমি রাজা হও।

এই স্বপ্ন দেখিবার পর, নরেনের মন উত্তেজিত হইল। তিনি অধিকতর যত্ন ও উদ্যমের সহিত জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্র কষ্টের মধ্যেও, লেখা পড়া তিনি কখন পরিত্যাগ করেন নাই। সাহিত্য-চর্চ্চা তাঁহার জীবনের একটী ব্রত ছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্লবের কার্য্য।

বাগবাজারে নরেনদের বাটীর নিকট ক্লব ছিল; নরেন তাহার একজন সভ্য। অদ্য ঐ ক্লবের অধিবেশন। অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারী যুবক তথায় সমবেত; দু একজন অপর লোক ও ছিলেন। তন্মধ্যে একজন বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম রসময় ভট্টাচার্য্য তিনি ইদানীন্তন প্রথানুসারে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী জানিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়া আপনি সুখানুভব করিতেন ও দশজনকে সুখী ও আমোদিত করিতে ত্রুটি করিতেন না। ক্লবে অদ্যকার আলোচ্য বিষয়—"১ম আমাদিগের জীবন সংগ্রাম" "২য় সামান্য কার্য্যও ভাল" "৩য় বিবাহের পনের টাকা" ৪র্থ "আমাদিগের ব্যয় সংক্ষেপ করা উচিত কি না?" "৫ম ক্লবের উদ্দেশ্য কি?" "৬ষ্ঠ কবিতা পাঠ" "৭ম সভাপতির অভিভাষণ"

১ম সভ্য—(নরেন্দ্র নাথ স্বয়ং)—হে বন্ধুগণ, আমাদিগের দেশের আজকাল অবস্থা অতি শোচনীয়! আমরা যে দিকে চাই, দেখিতে পাই, কেবল জীবন সংগ্রাম! এই জীবন সংগ্রামে কেহ কেহ স্বীয় বুদ্ধি পরিশ্রমে কথঞ্চিৎ জয়লাভ করিতেছেন; কেহ কেহ যুঝিতে না পারিয়া অকালে মানব-লীলা সম্বরণ করিতেছেন! আজ কাল "Survival of the Fittest"এর দিন; যে উপযুক্ত হইবে, সেই রক্ষা পাইবে। আহারীয় দ্রব্য সমস্ত মহার্ঘ, আমরা খাইব কি? কি করিয়া জীবন ধারণ করিব? এখন আর সায়েস্তাখাঁর আমলের টাকায়, আট মণ করিয়া চাউল নাই! স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজন পরিবার বর্গকে খাওয়াব কি? তাহাদিগকে কি করিয়া প্রতিপালন করিব? আমরা লেখা পড়া শিখিতেছি, কত

অর্থব্যয়, পরিশ্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতেছি, এখন করি কি ? খাই কি ?

নরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা—"জীবন সগ্রাম"।

নরেন্দ্রনাথ—হে ভ্রাতৃগণ, হে সভ্য মহোদয়গণ, আপনারা অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের কথা শুনিয়াছেন ; রাজায় রাজায় যুদ্ধ শুনিয়াছেন, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ শুনিয়াছেন, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যুদ্ধ শুনিয়াছেন, পুরাকালের যুদ্ধ পুরাণ ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের যুদ্ধ শুনিতেছেন, একদিনের যুদ্ধ শুনিয়াছেন, দশদিনের যুদ্ধ শুনিয়াছেন, দশ বৎসরের যুদ্ধ শুনিয়াছেন, বিশ বৎসরের যুদ্ধ শুনিয়াছেন কিন্তু আমি যে যুদ্ধের কথা বলিতেছি, সে একদিনের নয়, দশদিনের নয়, একবৎসরের নয়, বিশবৎসরের নয়, সে জীবনব্যাপী যুদ্ধ। সে যুদ্ধে আপনি লিপ্ত, আমি লিপ্ত, সমুদয় জগৎ লিপ্ত ; সে যুদ্ধ মানুষের ধর্ম্ম, জীবের কার্য্য, স্বভাবের নিয়ম ; সে যুদ্ধ না করিয়া থাকিবার যো নাই! সে যুদ্ধ—জীবন সংগ্রাম। ক্ষুৎপিপাসায় আক্রান্ত মানুষ, অভিলাষের দাস মানুষ, আশার বশবর্ত্তী মানুষ, এ যুদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারেনা।

মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া সে যুদ্ধ আরম্ভ করে, আর যতদিন তাহার এই পৃথিবীর মেয়াদ না ফুরায়, ততদিন এই যুদ্ধ করিতে থাকে। এই যুদ্ধে সফলমনোরথ হইয়া কেহ জীবন সার্থক মনে করেন, কেহ বা নিষ্ফল হইয়া জীবনকে বৃথা ভার বহন মনে করিয়া দুঃখে জীবনাতিপাত করেন! তাঁহার হা হুতাশেই দিন কাটিয়া যায়! জীবনে আর সুখ সূর্য্য উদয় হয় না! তিনি অন্ধকারে আসেন, অন্ধকারেই চলিয়া যান! যিনি সফলকাম হয়েন, তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকে না। এই যুদ্ধের উপকরণ, সাজ সজ্জা, সরঞ্জাম সমস্তই নিজের কাছে। এই যুদ্ধে স্বাস্থ্য, সাহস, বুদ্ধি, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, যত্ন, চেষ্টা সকলই আবশ্যক। মনুষ্য যে দিন হইতে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই দিন হইতে, তাঁহার বিশ্বের আলোক সন্দর্শন চেষ্টা,

আহারের জন্য ব্যস্ততা, নিজের হস্ত পদাদি সঞ্চালন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংগ্রাম তাঁহার জীবন ব্যাপী, যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন করিতে হইবেই হইবে। ইহা হইতে কাহার ও নিষ্কৃতি নাই। সভ্য মহোদয়গণ, আপনারা মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ; রামায়ণের রাম রাবণের যুদ্ধ পড়িয়াছেন ও শুনিয়াছেন, ইউরোপ খণ্ডের জগদ্বিখ্যাত মহাসমর ওয়াটারলুর যুদ্ধ অবগত আছেন; পিউনিক যুদ্ধ, ট্রয় যুদ্ধ, ফ্র্যাঙ্কো প্রুসিয় যুদ্ধ প্রভৃতি কত যুদ্ধের কথা শুনিয়াছেন কিন্তু এই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে যুদ্ধ তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই যুদ্ধ জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতিদিন চলিতেছে; ইহার ফল কে ঠিক করিয়া বলিতে পারে? এই যুদ্ধে যিনি হৃদয়ে ভগবান, মস্তকোপরি ভগবান স্মরণ করিয়া, কায়মনোবাক্যে বীর পুরুষের ন্যায় অগ্রসর হইবেন, তিনি জয় লাভ করিবেন। এই যুদ্ধে জগতের বৃথা নিন্দা স্তুতি বাদে চঞ্চল হৃদয় না হইয়া যিনি কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিবেন, তিনিই জয়লাভ করিবেন।

রাজ্য লইয়া যুদ্ধ হয়, ধনসম্পত্তি লইয়া যুদ্ধ হয়, ধর্ম্ম লইয়া যুদ্ধ হয়, কিন্তু এই যুদ্ধ স্ব স্ব উৎকর্ষ লাভ ও উন্নতিসাধন করে। এ যুদ্ধ আমরা জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিয়া থাকি। আমাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন, মান-সম্ভ্রম, পদ-মর্য্যাদা, প্রতিপত্তি সকলই এই যুদ্ধের অন্তর্গত।

আইস ভ্রাতৃগণ, আমরা সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া এই জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। জগদীশ্বর আমাদিগের সহায় হউন।

নরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শেষ হইলে, সভ্য মহোদয়গণের করতালি ও আনন্দধ্বনির মধ্যে তিনি আসন পরিগ্রহ করিলন।

দ্বিতীয় সদস্য—আমার মতে অতি সামান্য কায ও বৃথা অভিমানের বশীভূত হইয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা উচিত নয়। কেহ একে-

বারেই শিরোদেশে উঠিতে পারে না, তলদেশ হইতে উঠিতে হয়। সামান্য বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের উৎপত্তি; সামান্য হইতে লোকে বড় হইয়া থাকে। যদি সামান্য কায আমাদিগের বুদ্ধি, পরিশ্রম ও সততার সহিত চালাইতে পারি, তাহাতেই আমাদিগের পরিশ্রমের গৌরব রক্ষা ও পারিশ্রমিক লাভ হইবে। সামান্য বলিয়া কোন কাযের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা উচিত নয়; সামান্যই আমাদিগকে মানুষ করে।

It is not the calling that degrades the man, but man that degrades the calling. যতদিন না আমাদিগের দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি সেই পুরুষ সিংহ বিদ্যাসাগরের ন্যায় নির্ভীকচিত্তেও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিবেন, * "যে খাইতে না পাইলে মুদিখানার দোকান করিয়া খাইব" রামগোপালের ন্যায় বলিতে পারিবেন, "আর কিছু না পারি কলিকাতার রাস্তায় পাথর ভাঙ্গিয়া খাইব।" ততদিন আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধির আশা সুদূরপরাহত। সকলেই যে উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হইবেন সে ভাবা ভুল। উকিল ব্যারিষ্টার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার দরকারের অধিক হইয়াছে। সকলে যে জজ হইবেন, ম্যাজিষ্ট্রেট হইবেন, সে ভাবনা ও তাদৃশ ভুল। সকলে যে কেরাণী হইবেন, সে ভাবনাও তদ্রূপ। সরকার বাহাদুর আর কত কায যোগাইবেন? সকলের উচিত নিজের নিজের মস্তিষ্ক চালনা করিয়া জীবিকা উপার্জ্জ-

* বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিলে, সম্পাদক রসময় দত্ত বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর ত চাকৃরি ছেড়ে দিলে; এখন খাবে কি করে?" সেই কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর উত্তর দিয়াছিলেন,—"ব'লো, মুদির দোকান ক'রে খাবে।

একবার স্বয়ং লাট সাহেব রামগোপাল ঘোষকে গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,—"গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিব না"—লাট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে তুমি কি করিবে?" তিনি বলিলেন,—"আর কিছু না পারি, কলিকাতার রাস্তায় পাথর ভাঙ্গিয়া খাইব।"

-নের নূতন নূতন পথ আবিষ্কার কর। ব্যবসা বাণিজ্য কর, কৃষিশিল্পের উন্নতি কর, তবে আপনার ও দেশের উন্নতি হবে। আমাদিগের দেশের এখন হইয়াছে কি? আমাদিগের দেশ এখন বিলাত হইতে চলিল। আমাদিগের দেশে এইক্ষণে আর ৫।৭ টাকায় দোলদুর্গোৎসব হইবে না, পরের স্কন্ধে আর আহারাদি চলিবে না, এইক্ষণে সকলকে স্বয়ং সিদ্ধ হইতে হইবে, নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াইতে হইবে। "আটে কাঠে দড়, ত কাঠের ঘোড়ায় চড়"। উপযুক্ত হও, তবে ভারীর ভার গ্রহণে সমর্থ হইবে।

৩য় সদস্য—আমাদিগের দেশে বিবাহের পণ গ্রহণ একটী মস্ত সামাজিক ব্যাধি! যাঁহার ৫।৭টী কন্যা সন্তান তাঁহার একপ্রকার মৃত্যু! তাঁহার দিবায় সুখে আহার ও রাত্রিকালে নিদ্রা নাই! তিনি সর্ব্বদা চিন্তার আগুনে দগ্ধ হইতে থাকেন! তাঁহার যৌবনে বার্দ্ধক্যের আবির্ভাব হয়! অবশেষে অকাল মৃত্যুতে তাঁহার সমস্ত সংসারটা ছারখার হইয়া যায়! আইস আমরা সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া এই মহৎ অনিষ্টের মূলে কুঠারাঘাত করি এবং দেশ হইতে এই কুপ্রথাটি দূর করিয়া দিই।

৪র্থ সদস্য—বক্তা যাহা বলিলেন, তাহার একটীও মিথ্যা নয়, সমস্ত অক্ষরে ২ সত্য; ইহার প্রতিকার আমরা যুবকবৃন্দ মনে করিলে কিছু না কিছু করিতে পারি। আমরা লেখাপড়া শিখিয়াছি; দেশের আশা ভরসা হইয়াছি; দেশ আমাদিগের উপর অনেক বিষয়ে নির্ভর করিয়া থাকে। আইস ভ্রাতৃগণ আমরা সকলে সংমিলিত হইয়া যাহাতে এই কুপ্রথাটীর মূলোৎপাটন হয় তাহার চেষ্টা করি কিন্তু সেই চেষ্টা কায়মনোবাক্যে হওয়া উচিত; নতুবা কোন ফলের আশা নাই। আইস আমরা সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটী ফণ্ড প্রস্তুত করি। যিনি একেবারে নিঃস্ব, ও উপায়হীন, তাঁহাকে আমরা এই ফণ্ডের আয় দ্বারা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিব। তাহা হইলে আমাদিগের প্রকৃত কায

হইবে। এই ফণ্ডের নাম হইবে "কন্যা-দায়-উদ্ধার-ফণ্ড"। আমি বক্তৃতা দ্বারা সভা গৃহ ফাটাইয়া ফেলিলাম, টেবিল প্রবল চপেটাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, আমার মুখের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম কিন্তু পথে যাইতে যাইতে সে জ্বলন্ত উদ্দীপনা একেবারে নিবিয়া যাইল, সে অনুরাগ, আগ্রহ, উপদেশ সমস্ত অন্তর্হিত হইল। কিছুদিন পরে আমার বা আমার পুত্রের বিবাহের সময় আসনপাতা বিছাইয়া বসিলাম; বরের গা সাজানো ভারি ভারি সোণার গহনা, সোণার জালা, সোণার ঘড়া প্রভৃতি বরসজ্জা চাহিয়া বসিলাম; নগদ ১০০০০৲ হাজার টাকা দাবি করিলাম। কনের বাপের আক্কেল গুড়ুম হইল! তাহা হইলে হইবে না। আসুন, আমরা সরলান্তঃকরণে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করি, যে আমরা গরীব কন্যার গরীব পিতাকে দায় হইতে উদ্ধার করিব।

৫ম সদস্য—আজকাল যেরূপ মহার্ঘ্যের দিন, তাহাতে আমাদিগের ব্যয় সঙ্কোচ না করিলে আর রক্ষা নাই। যাহাদিগের পরিবার সংখ্যা কিছু অধিক, তাহাদিগের এবিষয়ে মনোযোগ বিশেষ আবশ্যক, নতুবা আর নিস্তার নাই! ব্যয়াধিক্য বশতঃ আমরা ক্রমশঃ ঋণজালে জড়াইয়া পড়ি! হাবুডুবু খাইয়া অবশেষে ডুবিয়া মরি! We must cut our coat according to our cloth.

৬ষ্ঠ সদস্য—আমাদিগের দেশের চাল চলন আর পূর্ব্বের মতন কিছুই নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা স্রোতে দেশ ভাসিয়া গেল! পূর্ব্বের মত অল্প পয়সায় পেটভরা আহার মিলে না ও সেরূপ আহারেও আমরা পরিতুষ্ট নহি। পূর্ব্বের মত অল্প পয়সায় বস্ত্রাদি ক্রয় করা যায় না; খাওয়া পরা সকল বিষয়েই আমরা চাল বাড়াইয়া ফেলিয়াছি! আমাদিগের নজর করসা হইয়াছে; আমরা পরের দেখিয়া সেই রকম করিতে চাহি। সকলেই এই ক্ষণে অধিক মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিয়া বাহবা লইতে চাহেন; লোকের কাছে এত অধিক মূল্যের দ্রব্য অমুক বিলাতী ফারম্ হইতে ক্রয়

করিয়াছি, এত অধিক মূল্যের জুতা, জামা, টুপী, ছাতা প্রভৃতি আনিয়াছি, দেখাইতে চাহেন; সুতরাং আমাদিগের দেশের বড়ই দুর্দ্দিন! আমার বাড়ীতে ৩০৲ ত্রিশ টাকা বিজিটের সাহেব ডাক্তার আসে, ৫০৲ টাকা বেতনে প্রাইবেট টিউটর নিযুক্ত হয়, আমার বাড়ীতে ৪টা ঝি ৫টা চাকর ৩টা রাঁধুনী ইত্যাদি জাঁকজমক আমরা দেখাইতে ভালবাসি; আমাদিগের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়! দেখিবেন, কিছুদিন পরে, আমাদিগের দুর্দ্দশার অবধি রহিবে না! আমাদিগের প্রকৃত অভাব না হইলেও আমরা নিজে নিজে অভাবের সৃষ্টি করি! প্রতিবেশী ধনীলোক হইলে আমরা স্বভাবতঃ অন্ধ বিশ্বাসে তাহাদিগের বড়মানুসিতে প্রকৃত সুখ আছে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের চাল চলনের অনুকরণ করিয়া থাকি! হা অবিবেকী অনুকরণ প্রিয় বাঙ্গালি! তোমরা প্রজ্বলিত দীপপ্রিয় পতঙ্গের ন্যায় আপনার বিপদ আপনারা ডাকিয়া লইতেছ। উপদেশরূপ সহস্র সহস্র বাধা বিঘ্ন সত্বেও দীপ-শিখায় ঝাঁপ দিতেছ! তোমাদের মত আহাম্মুক আর কে আছে? তোমরা দেশের সোণা রূপা দিয়া বিদেশের ঝুঁটা জিনিস কিনিতেছ। তোমার একখানি মটর না হইলেও চলিতে পারে। তোমার মটর নাই বলিয়া দুঃখ করিও না। তুমি যে পয়সায় মটর করিবে, সেই পয়সায় নিজে ভাল করিয়া খাও, দশজনকে খাওয়াও, তাহাতে তোমার মনের যথার্থ তৃপ্তি হইবে এবং তুমি মনে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিবে। কিন্তু দাম্ভিকের ন্যায় মটর চড়িয়া আমার দিকে পথের কে চাহিল না চাহিল এ ভাবনা বড়ই অসার! কোন কোন দাম্ভিক যুবক বলিতে পারেন "আঙ্গুর ফল হস্তগত করিতে না পারিলে, আমরা তাহাকে টক বলিয়া থাকি "Grapes are sour" সে কথা ঠিক নহে। মনের বিমল আনন্দই প্রকৃত সুখ। তুমি মটর চড় ফিটন চড় তাহাতে কিছু আসে যায় না। মনের শান্তি ও শারীরিক স্বাস্থ্য সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। আমি একখানি মটর করিতে পারিলাম না বলিয়া যে আমার মনের সুখ নাই, সে কথা

মিথ্যা। আমি শাকান্ন ভোজী হইয়া পায়ে হাঁটিয়া প্রকৃত সুখ পাইতে পারি। সুখ মনে ও জ্ঞানে।

অনৈক সদস্য—ক্লবের উদ্দেশ্য কি? ইহা দ্বারা কি কি কার্য্য সম্পন্ন হওয়া উচিত, ইহা আমাদিগের সকলের দেখা কর্ত্তব্য। ক্লব একটী শুভ সংমিলন, ইহার উদ্দেশ্য মহৎ। ইহাতে যে কয়টী সভ্যের সমাগম হয়, তাঁহাদিগের সকলের চরিত্রবান ও সদালাপী হওয়া উচিত। সকলে একস্থানে মিলিত হইয়া পরস্পরের সদ্‌ভাব সংস্থাপন, জ্ঞান চর্চ্চা, দেশের ও দশের হিতসাধন, ক্লবের প্রধান উদ্দেশ্য। মধ্যে মধ্যে সুন্দর সঙ্গীত দ্বারা চিত্ত বিনোদন করিলে ক্ষতি নাই। ক্লবের সংশ্লিষ্ট কোনরূপ ফণ্ড থাকিলে বড় ভাল হয়। সেই ফণ্ড হইতে দরিদ্রের দুঃখ মোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, পীড়িতের ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য্য সাধন করিতে পারিলে, ক্লবের গৌরব রক্ষা হয়।

রসময় পণ্ডিতের বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ—

হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছ বঙ্গের কি দুঃসময় উপস্থিত। বঙ্গ আর সে বঙ্গ নাই। বঙ্গ এইক্ষণে বিলাত হইতেছে! বঙ্গে এইক্ষণে চারিদিকে আন্দোলনের ঢেউ ছুটিয়াছে, বঙ্গ আন্দোলনময়! শত শত আন্দোলন করিয়া অভিলষিত ফল আশা করিতে হয়। বঙ্গ, বিদেশী সভ্যতার সাজে সাজিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে! তুমি রাত্রি দিবা প্রাণপণে খাট; তবে যদি দুবেলা দুমুটো অন্ন মিলে! তাহাও আবার সকলের ভাগ্যে পুরামাত্রায় নহে! বঙ্গের জমি উর্ব্বরা, কোদালের মুখে স্বর্ণ ফলিত। দু কোদাল মাটি কোপাইয়া বীজ বপন, বৃক্ষরোপণ করিতে পারিলেই শস্য ফল মূল উৎপন্ন হইত। আনায়াসে লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। এইক্ষণে ভূমির আর সে উর্ব্বরতা শক্তি নাই, জনমজুর সস্তা নাই, ধান হইলেও লোকের আর সেরূপ সঙ্কুলান হয় না, লোকে খাইতে পায় না! টাকা সস্তা হইয়াছে, অনেকেই রোজগার করিতেছে, তবু ও

দুঃখ ঘুচিতেছে না। এখন আর সে বঙ্গ নাই, লোকের আর সে সরলভাব নাই—লোকে এইক্ষণে যৎপরোনাস্তি স্বার্থপর হইয়াছে। আমরা আপনারা আপনাদিগের অভাব সৃজন করিতেছি, যাহা না হইলেও চলে, তাহা দশজনের দেখিয়া, চাহিতেছি, ও পাইতে ইচ্ছা করিতেছি। আমাদিগের বঙ্গ হুজুগের দাস, আমরা হুজুগে বাঙ্গালী, একজনের একটা দেখিলেই তাহা অনুকরণ করিতে ছুটি! আমরা কি বাতুল! কি অন্ধবিশ্বাসী! আমরা গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকি! আমাদিগের বুদ্ধিকে ধিক্! বিদ্যাকে ধিক্! স্বাধীন চিন্তাকে ধিক্! আমরা হুজুগের পুতুল! হুজুগে হুজুগে নাচিয়া বেড়াই!

রসময়ের কবিতা পাঠ।

পশ্চিম সভ্যতা স্রোতে বঙ্গ ভেসে যায়,
কি করে রহিবে বঙ্গ, কি হবে উপায়!?
নাহিক সে বাঙ্গালার চাল পুরাতন,
সমগ্র হয়েছে বঙ্গ নবীন সৃজন!
আহারে বিহারে হায় পরিচ্ছদে আর,
সকল বিষয়ে বঙ্গ নূতন এবার!
বিলাত হইবে বঙ্গ কিছুদিন পরে,
শ্বেতাঙ্গের অভিনয় হবে ঘরে ঘরে!
বিলাসিতা রঙ্গ করে বঙ্গভূমে আসি,
দুর্ব্বল হইল বঙ্গ মুখে নাই হাসি!
অভাবের অভিযোগ সর্ব্বমুখে কয়,
আপন আপন দুখ আপনাতে হয়!
আপনারা করিতেছি অভাব সৃজন,
নিজ দোষে হইতেছি দুঃখেতে মগন!

দ্রব্যের দুর্মূল্য হেতু সুখী কেহ নয়,
দুর্ভিক্ষদানব সদা দেখাইছে ভয়!
চারিদিকে হাহাকার অন্ন নাহি মিলে,
ডুবিল সকল বঙ্গ দুখের সলিলে!
পেট উঁচু গলা সরু চক্ষু জ্যোতিহীন,
হাত নলী স্বরভঙ্গ হয় দিন দিন!
অকালেতে যমালয়ে করিছে গমন,
হায় বিধি একি হ'ল অদৃষ্ট লিখন!
অন্নাভাবে শীর্ণ দেহ মলিন বদন,
হায়রে এরাই কি সে বঙ্গের নন্দন!
উঠ উঠ উঠ ভাই হও অগ্রসর,
ছার খার হ'ল বঙ্গ এস না সত্বর!
রিড্ পড়, কোঁৎ পড় যা পড় রে ভাই,
উদরের শান্তি কিন্তু কিছুতেই নাই!
সেক্সপীর পড় তুমি পড় রে মিল্টন,
ইথে নাহি হবে তব উদরপূরণ!
পড় বাইরন, শেলী, পড় কাউপার,
ভরিবেনা তাতে কভু উদর তোমার,
চসার পড়হে তুমি পড় টেনিসন,
তাতে ও হবে না তব ক্ষুধা নিবারণ;
হোমর বর্জ্জিল দান্তে যাহা ইচ্ছা হয়,
মনের আবেশে পড় পড় সমুদয়;
ডিকেন্স্ থ্যাকারে তুমি পড় বারম্বার,
নিবৃত্তি হবে না তাতে প্রকোপ ক্ষুধার;

স্কটের সৌন্দর্য্যে কেন হওনা মোহিত,
তাতেও হবে কি তব ক্ষুধা তিরোহিত ?
হক্‌সিলি গ্যাম্বিণ্টনে কি করিবে আর,
হারবার্ট স্পেন্‌সার বৃথা ব্যবহার !
মিল্‌ কার্লাইল পড় পড় সমুদয়,
ম্যালথস্‌ দারইনে কিবা ফলোদয়! ?
চ্যানিং থিওডর পার্কে হবে না হবে না,
চারিদিকে হায় হায় জঠোর যন্ত্রণা !
ক্ষুধা ! ক্ষুধা ! চারিদিক জ্বলে গেল হায়,
কেবল পড়িলে বল কি হবে উপায় ?
জীবন সংগ্রাম বড় কঠিন ব্যাপার,
বাঁচিলে ত পড়াশুনা হইবে তোমার ?
উঠ ভাই সাজ রণে হও অগ্রসর,
হওনা হওনা আর শ্রমেতে কাতর ;
জীবন মরণ কিম্বা অভীষ্ট সাধন,
এই ত হে জানি ভবে পুরুষ লক্ষণ !
জীবন-সংগ্রাম বড় কঠিন ব্যাপার,
বৃথা কাল নষ্ট কেন কর বারম্বার ?

নরেন—আমার শেষ বক্তব্য এই, আমরা যেন, এই ক্লবটিকে বৃথা রঙ্গরসের কেন্দ্র না করিয়া ইহাদ্বারা কতকগুলি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হই। আসুন আমরা একটী গরিব—ভাণ্ডার স্থাপন করি এবং তদ্দ্বারা গরিবদিগকে সাহায্য করি। এই ক্লবে যদ্রূপ সাহিত্য চর্চ্চা হইবে, অপরাপর বিমল আনন্দোৎপাদক ক্রীড়া কৌতুক হইবে, তদ্রূপ যেন গরিবের সেবা হয় ইহাই আমার প্রার্থনা।

সভাপতি—অদ্য সভাস্থলে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইল, সকল গুলিই আমাদিগের উপকারী ও হিতকর; আশা করি সভ্য মহোদয়গণ প্রত্যেকটীর প্রতি যেন বিশেষ মনোযোগ দেন? কেহ যেন পথে যাইতে যাইতে বা বাটীতে গিয়া এই সমস্ত বিষয় একেবারে ভুলিয়া না যান, এই আমার একান্ত বিনীত প্রার্থনা। আমাদিগের দেশে আজকাল যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই উদর সমস্যায় বিব্রত! জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা আমাদিগের দেশের এই দুর্দ্দিন শীঘ্রই যেন তিরোহিত হয়। জগৎ পরীক্ষাস্থল। আমাদিগের ভাগ্য পরীক্ষা বিশেষ আবশ্যক।

"There is a tide in the affairs of man, which when taken at the flood, leads on to fortune."

এই ক্লবটী নরেনের বিশেষ যত্নে প্রতিষ্ঠিত। নরেন ইহার শোণিত, অস্থি, মজ্জা সমস্তই! নরেনের আর্থিক অবস্থা মন্দ হইলেও তিনি সাহিত্য চর্চ্চা ও পরের যথাসাধ্য হিতসাধন করিতে ভুলিতেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বামীস্ত্রীর কথোপকথন।

নরেন্দ্রনাথ ক্লব হইতে আসিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। মা জল খাইতে ডাকিতে আসিয়া দেখিলেন নরেন্দ্রনাথ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। মা বলিলেন,—হঁ্যা রে নরেন তুই যখন তখন বসিয়া কি ভাবিস?

নরেন—অন্য মনস্ক, চিন্তায় মগ্ন।

মা—নরেন, নরেন ও নরেন?

নরেন—নিস্তব্ধ।

মা—(সম্মুখে আসিয়া) শুন্‌তে পাচ্চিস্, ও নরেন, নরেন?

নরেন চমকিয়া সুপ্তোত্থিত পুরুষের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, কে ও মা? মা? কেন মা?

মা—তোকে এতবার ডাক্‌ছি, তুই শুন্‌তে পাস নি? তুই কি ভাবিস? এই খাবার রইল, খা।

মা টেবিলের উপর খাবার রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

শয়নাগার।

রাত্রি ১০টা বাজিয়াছে, নরেনের মা তারাসুন্দরী শয়নাগারে যাইলেন। কর্ত্তা, আহারান্তে বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এত রাত কেন গো?" তারাসুন্দরী, গিন্নী, বলিলেন, ছেলেটাকে বোঝাতে ২ রাত হয়ে গেল। কর্ত্তা শান্তিরাম বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, কোন ছেলে?

গিন্নী—নরেন, আর কে।

কর্ত্তা—কি হয়েছে?

গিন্নী—দেখ না বাপু, এক জ্বালাতন! ছেলেটা রোজ বসে বসে কি ভাবে তার আগা নেই, গোড়া নেই, মাথামুণ্ডু কি ভাবে!

কর্ত্তা—কি ভাবে?

গিন্নী—ভাবে বোধ হয়, আমাদের দেনা পত্তর হচ্চে, কি করে ঘর বাড়ী রক্ষা হবে, কি করে সংসার চল্‌বে, কি করে মান সম্ভ্রম রক্ষা হবে।

কর্ত্তা—তা ত বটেই, ভাব্‌তে পারে; ও ত আর ছেলে মানুষটী নয় বয়স হয়েছে, সব দেখ্‌তে পাচ্চে, বুঝতে পাচ্চে, তার লেখাপড়া শিখেছে, ওর ত ভাব্‌বার কারণই আছে।

গিন্নী—তা ত সব বুঝ্‌লাম, আমি মা, আমার প্রাণে সহ্য হয় কৈ? আমি যে আর ওর শুকনো মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে পারিনে। বাছার আমার দিন দিন ভেবে ভেবে মুখ কালী হয়ে গেল! বুকের হাড়

ক খানা জির জির কর্‌ছে, একখানা দুখানা করে গোনা যায়, ছেলে মানুষ, ওর প্রাণে কি এ সহ্য হয়? আমরা থাক্‌তে ওর এত কষ্ট! বাছা আমার খাওয়া দাওয়া এক রকম ছেড়ে দিয়েছে, কেবল বসে বসে ভাবে! মা জগদম্বা রক্ষা কর, নরেনের আমার মনপ্রাণ ভাল কর।

কর্ত্তা—তা, আর কর্‌বো কি বল। আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি, আমার রোজগার পাতি পূর্ব্বের মতন কিছুই নাই, তার উপর এত বড় একটা সংসার! ছেলে ত আর আহাম্মুখ নয়, আপনার দায়িত্ব বোঝে, কাযেই ভাবে। ভগবান, রক্ষা কর।

গিন্নী—(উৎকণ্ঠার সহিত) নগেন মিত্রের বাড়ী-বন্ধকী টাকা পরিশোধের কি কল্লে?

কর্ত্তা—কি কর্‌বো, সে ত শোনে না!

গিন্নী—সুদ কিছু ছাড়্‌বে না?

কর্ত্তা—সুদ ছাড়্‌বে? সুদের সুদ ধরে নিচ্চে! অমন চসমখোর আর আছে?

গিন্নী—তাই নাকি? লোকটা কি নির্লজ্জ, বেইমান, তোমা হতে মানুষ হ'লো, তোমার দরুণ করে খাচ্চে, এখন দশজনে চিন্‌লে, আর তোমার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার!

কর্ত্তা—(একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ওকে দোষ দিব কি আর? কালের স্বধর্ম্ম! আমার কপালের দোষ!

গিন্নী—এক কাজ কল্লে হয় না?

কর্ত্তা—কি?

গিন্নী—জামাইকে একবার বল্লে হয় না? জামায়ের ত তেজারতি চল্‌চে, টাকা সুদে খাট্‌চে, আমরা ও সুদ দেব।

কর্ত্তা—উ হুঁ, না—না—ও কায ও করে?

গিন্নী—কেন?

কর্ত্তা—কেন আবার? জাননা? ন্যাকা না কি? সে বার তুমি শাশুড়ী নিজে জামায়ের কাছে হাত পেতে ১০০৲ এক শত টাকা ধার নিয়েছিলে, মনে নেই, সেই টাকা দিতে দেরি হইয়াছিল বলিয়া জামাই, জামায়ের বাপ, জামায়ের মা, জামায়ের বোন, জামায়ের সাত গোষ্ঠী কি না বলেছিল, কি না করেছিল, মনে নাই, তোমার বাড়ীতে জামাই ষষ্ঠীবাটার সময় এল না, তোমার মেয়েকে আনিতে তিনবার লোক পাঠাইলে, তাহাকে পাঠাইল না, আমাদের ঝিয়ের সাম্নে মেয়ের শ্বশুর শাশুড়ী কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিল, কত আমাদিগের নিন্দা করিল, সেই দুঃখে মেয়ে আমার বলিয়া পাঠাইল, টাকা, বাবা, শীঘ্র পরিশোধ না করিলে, আমি হয় আপিং খাইব, নয় গলায় দড়ি দিব, নয় জলে ডুবিয়া মরিব, যেমন করে হক আর এ প্রাণ রাখ্‌বো না, ঝি, তুই বাবাকে যত শীঘ্র শীঘ্র পারেন টাকা পরিশোধ করিতে বলিস! তা না হলে আর তাঁর মেয়েকে দেখিতে পাইবেন না। ঝি আসিয়া সমস্ত ব্যাপার বলিল, আমি ভট্টাচার্য্যদের বাড়ী থেকে /০ চার পয়সা সুদে টাকা ধার করিয়া সেই টাকা পরিশোধ করি, তবে তাহারা মেয়েকে আমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়, জামাই আসিয়া দেখা করে। মনে নাই আবার জামায়ের কাছে টাকা ধার কর্‌তে বল্‌ছো? ধিক! গলায় দড়ি!

গিন্নি—তবে আর এক কায করলে হয় না?

কর্ত্তা—কি?

গিন্নী—তোমার ভাগনে সুশীল ত এখন বেশ কায কর্ম্ম কর্‌ছে, হাতে ত দুপয়সা আছে, তাকে একবার বল্‌লে হয় না?

কর্ত্তা—(গম্ভীর ভাবে) আরে ছ্যা! ছ্যা!

গিন্নী—কেন? সে ত তোমার এখানে থেকে মানুষ হয়েছে, সে তোমার সন্তানের ন্যায় তাকে বল্‌তে লজ্জা কি?

কর্ত্তা—লজ্জা খুব আছে, দুঃখ খুব আছে, যাকে হাতে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ কল্লেম সে যদি কথা না রাখে তার চেয়ে দুঃখ কষ্ট আর নাই!

গিন্নী—একবার বলেই দেখ না, কি বলে।

কর্ত্তা—স পাপিষ্ঠ স্তুতোধিকঃ, যেমন জামাই তেমনি ভাগ্নে! কাকে কি বল্‌বো আর, কেউ কারো মুখ চায় না। সকলেই স্বার্থে অন্ধ! সে বারে সুশীলকে ২।৩ বার আমার বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাইলাম, একবার এলো না, আমি তার বাড়ীতে নিজে গেলাম, আমার সহিত দেখা করলে না, আর চাও কি? তাকে তুমি টাকার জন্য বলিতে বলিতেছ? জান না, "জন জামাই ভাগনা, কেউ নয় আপনা"

গিন্নী—তবে তোমার পাড়াপ্রতিবেশী হরিধন বাবুকে একবার বল না? সে কি আর তোমার কথা ফেল্‌তে পার্‌বে? তাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়ে, তুমি চাকুরি করে দিয়েছ, তার জন্যে সাহেবের কাছে কত বকুনি খাইয়াছ, সে কি তোমার কথা ফেলিতে পারিবে? সে ত তোমার দ্যাখ্‌তায় মানুষ, তাকে একবার বলে দেখ না।

কর্ত্তা—নিস্তব্ধ!

গিন্নী—চুপ করে রইলে যে?

কর্ত্তা—সাধে চুপ করে থাকি? বড় দুঃখে চুপ করতে হয়।

গিন্নী—কেন?

কর্ত্তা—তোমাকে আর কত বল্‌বো? তুমি মেয়ে মানুষ, জগতের সব বুঝ্‌তে তোমার ঢের বাকি আছে। তোমার রাগ হ'ল কতকগুলা যা তা বকিয়া গেলে, ঝাপসাল আপসাল করিলে, আমার উপর চোক রাঙাইলে, দুঃখ হলো কতকগুলো হাউচাউ করে কাঁদিলে, বস হয়ে গেল, আর কি? তা করলে ত চল্‌বে না। জগৎ বুঝিতে তোমার ঢের বাকি। তুমি মেয়ে মানুষ, আবার আমাদের দেশের মেয়ে মানুষ, এই অধম হীন বাঙ্গালা দেশের মেয়ে মানুষ!

গিন্নী—কেন? আমরা কি মানুষ নয়?

কর্ত্তা—তোমরা মানুষ বটে, চারপেয়ে মানুষ।

গিন্নী—কেন? কেন গো আমাদের উপর এত তিরস্কার! এত নিন্দা-বর্ষণ!

কর্ত্তা—যাও, পাশ্চাত্য মহিলাদিগকে দেখিয়া আইস, তাহারা সংসারের খুটি নাটি কেমন বুঝে; তাহারা জুতা গড়া, চণ্ডীপাঠ সব জানে, তাহাদিগকে ঠকায় কে? কাহার সাধ্য? তোমরা কেবল ভাত রাঁধিতে জান, আর ছেলেকে মাই দিতে জান, আর লজ্জায় জড় সড় হইয়া মরিয়া যাও। তোমরা কি আর মানুষ? যাও যাও, তোমাদের আর কথায় কাজ নাই, তোমাদের মত বোকা বোধ হয় আর ত্রিসংসারে নাই! তোমরা কেবল এরে খাওয়াব, তারে খাওয়াব, দশজন লোককে প্রতিপালন করবো, আপনি মর আর বাঁচ, তার দিকে দেখ না। অতিথি সংকার তোমাদের মস্ত একটা হুযুগ; অতিথি বাটী থেকে ফিরে গেলে তোমাদের সর্ব্বনাশ! তোমরা ভাবিয়া মর, কাঁদিয়া মর, ছটপট কর; দেবতার অভি-সম্পাত কেবল মনে কর!

গিন্নী—দশজনকে খাওয়ান কি মন্দ? দশজনের পাতে ভাত দেওয়ার চেয়ে কি আর আছে?

কর্ত্তা—মন্দ নয়, ভাল বটে; তবে দুঃখের বিষয় অনেক সময়ে উল্টো ফল হয়; তুমি যার ভাল কর সে তোমার মন্দ করে। আমি ভাত দেওয়া কাযটা মন্দ বল্‌ছি না।

গিন্নী—দেখ এক কাজ কর্‌লে হয় না?

কর্ত্তা—কি?

গিন্নী—ঠাকুরপোকে একবার বল্লে হয় না?

কর্ত্তা—আরে রাম রাম! ও কথা মুখে এনো না।

গিন্নী—কেন, তিনি তোমার মায়ের পেটের ভাই তাঁকে বল্‌তে, দোষটা কি?

কর্ত্তা—তাই ব'লেছিলুম না তোমাদের মত বোকা আর নাই! তুমি কত যত্ন করে, কত আদর করে, ঠাকুরপোকে, ঠাকুরপোর বৌকে, ছেলেকে খাওয়াইয়াছিলে এখন তার পুরস্কার হাতে হাতে পাচ্চো! তোমাদের দয়ার শরীর কি না!

গিন্নী—(একটু লজ্জিত হইয়া) তা উনি যদি মন্দ হন, সে কি আমার খাওয়াবার দোষ? আমি আমার কর্ত্তব্য কায করেছি, ওঁর ধর্ম্ম উনি নষ্ট করেছেন! সে আর আমার দোষ নয়।

কর্ত্তা—শুধু তাই? বাবা! ওর দৌরাত্ম্যে আমাদিগের বাটী ছেড়ে পালাবার যোগাড় হয়েছিল! ও আমার নিন্দে করেছে, আমার ছেলের নিন্দে করেছে. আমার কত রকমে অনিষ্ট চেষ্টা করেছে! ওর আবার মুখ দেখ্‌বো? আর নয়! এ জীবনে নয়!

গিন্নী—তা হোক একবার বলেই দেখনা, তোমার ভাই হয়, মায়ের পেটের ভাই, যে সে নয়, এক রক্তে দুখানা।

কর্ত্তা—(ক্রুদ্ধ হইয়া) আমি দুধ দিয়া কাল সাপ পুষিয়াছিলাম! আমি বড় ভায়ের কাজ করেছিলাম কিন্তু ও নেমকহারাম, বেইমান, আমার বুকে ছুরি মারিয়াছে! আমার সর্ব্বনাশ করেছে! ও আমার পরম শত্রু!

গিন্নী—(একটু মৃদুভাবে) সে অনেক দিনের কথা, ও সব কথা মনে রাখ্‌তে নাই, কখন কি রাগের মাথায় বলে ফেলেছে, এখন কি আর মনে আছে, সব ভুলে গেছে। তুমি একবার বলেই দেখ না, ওঁর সময় ভাল, উনি মনে কল্লে অনায়াসে ৮।১০ হাজার টাকা দিতে পারেন।

কর্ত্তা—(সক্রোধে) আরে অনেকদিনের কথা নয়, সে দিন আমার ছেলের নামে বসেদের বাড়ীতে যাচ্ছে তাই বলে এসেছে!

গিন্নী—আমার ছেলের নামে আবার কি বল্লে? সে ছেলে মানুষ সে কি জানে?

কর্ত্তা—এই ত বল্লে হয় কি? যে পাজি সে সব যায়গায় পাজি, তার কি আর ছেলে বুড়ো জ্ঞান আছে, না, স্থান অস্থান বোধ আছে? জান না ঢেঁকি স্বর্গে গেলে ও ধান ভানে?

গিন্নী—ছেলের নামে কি বলেছে?

কর্ত্তা—পাজি রাসকেলটা বসেদের বড়বাবুর কাছে বলে এসেছে, দাদা আবার বলেন আমার ছেলেটী ভাল, নরেন কাহার সঙ্গে মেশে না, কোন বদ খেয়াল নাই, অমন ছেলে আজকালের বাজারে মেলে না। দাদা ত আর ছেলের গুণ জানেন না; ছেলে যে ডুবে ২ জল খায়, তা দেখ্‌তে পান না। ছেলেটী মদ খায়, বেশ্যার বাড়ীতে যায় সব কাষ করে।

গিন্নী—(একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে উঠিলেন; ছেলের নিন্দা আর মায়ের প্রাণে সহ্য হইল না) আমি জানি অমন হিংস্রক আর দুইটী নাই! উনি যেন জন্ম জন্ম পরের নিন্দা করিয়া খান, ওঁর যেন জিব খসিয়া পড়ে; ওঁর নরকে ও স্থান হইবে না, অমন নির্দ্দোষ ছেলেকে দোষী করেন, জীবন্ত মাছে পোকা ধরান! ওঁর মত পাপী আর আছে! উনি যেন ভাতে হাত দিতে—এ হাত দেন। ওঁর যেন শাস্তি হাতে হাতে হয়!

কর্ত্তা—তুমি জান না, ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই! ভায়ের কথা বল্‌তেই নেই! অমন ভায়ের চেয়ে, পর ভাল, পরের চেয়ে বন ভাল। ওর নিন্দে আমি ঘোড়ার ডিম মনে করি; যেমন ঘোড়ার ডিমের কোন সত্ত্ব নাই, সবস্তুই অলীক, কেউ কখন দেখে নাই, ওই ছুঁচোর নিন্দে সেইরূপ ঘোড়ার ডিম, ভাল লোক জ্ঞানবান্ লোক, কেহই বিশ্বাস করিবে না; জান না "অসম্বং জ্ঞাতি দুর্বাক্যং মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ!"

থানার ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল, কর্ত্তা গিন্নী নিদ্রা যাইলেন!

দশম পরিচ্ছেদ।

নরেনকে একঘরে করিবার চেষ্টা।

মোহনলাল শান্তিরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি তাঁহার পরম শত্রু; তিনি হিংসায় জর্জ্জরিত। কিসে দাদার ও তাঁহার পুত্রদিগের অনিষ্ট হইবে সদাই তাহার চিন্তায় ফেরেন।

মোহনলাল—কি শিরোমণি মশাই যে? আস্তে আজ্ঞা হ'ক, আসতে আজ্ঞা হ'ক। অনেকদিনের পর এদিকে আগমন যে!

শিরোমণি—আপনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কাযে কাযেই, আস্তে হ'ল।

মোহনলাল—এত দেরি হ'ল কেন?

শি—একটা শ্রাদ্ধে গিয়েছিলাম।

মো—কোথায়?

শি—বর্দ্ধমানে।

মো—কেমন হ'ল?

শি—নেহাত মন্দ নয়।

মো—আপনার কিছু হয়েছে ত?

শি—(টিকি নাড়িতে নাড়িতে) হা—হা—হা, আপনার কল্যাণে কিছু হয়েছে বৈকি, তা না হ'লে শর্ম্মা কি অমনি ফেরেন? এখন আপনার কি দরকার বলুন দেখি?

মো—হাঁ, একটা বড় দরকার আছে।

শি—কি, বলুন দেখি?

মো—বসুন, বল্‌ছি; ওরে জগা, তামাক দিয়ে যা। জগা চাকর কলাপাতার নল পাকাইয়া একটা ডাবা হুঁকায় তামাক দিয়া গেল।

শিরোমণি তামাক টানিতে লাগিলেন, মোহনলাল কাছে ঘেঁসিয়া, বলিলেন দেখুন একটা কাজ করতে হইবে।

শি—কি ?

মো—দেখুন, নরেটা ত বেজায় বাড়িয়েছে, আমায় যাচ্ছে তাই বলে, মুখে কিছু আটকায় না ! ওরে একটু জব্দ করতে হবে।

শি—নরেটা কে ?

মো—বড় বাবুর পুত্তুর, গুণধর পুত্তুর ; জানেন না ?

শি—ওহো, হো আমাদের নরেন, সেত ভাল ছেলে মশাই !

মো—ভাল ছেলে ! তার কোন খান্টা ভাল মশাই ?

শি—কেন নয় মশাই ? সেত পাশ করা ছেলে, লেখা পড়া জানে ।

মো—লেখা পড়া জান্‌লেই বুঝি হিন্দুআনি ছাড়তে হয় ? যা তা খেতে হয় ? গুরুজনকে যা তা বল্‌তে হয় ?

শি—কি খেয়েছে ?

মো—এই গরু, মুর্গি, হাঁস, ছাগল, শোর, বরা কিছু বাকি নাই। সব তার পেটে আছে।

শি—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) কি বলেন। ?

মো—বলি ভাল।

শি—না—না—না, সে তেমন ছেলে নয় ; কৈ আমরা ত কিছু জানি না।

মো—আপনি জান্‌বেন কি ? ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পায় না।

শি—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) এতদূর হয়েছে কি ?

মো—আজ্ঞা হাঁ মশাই।

মোহন লাল একটু বেগতিক দেখিয়া, বলিলেন, শিরোমণি মশাই, বলি ও শিরোমণি মশাই, আপনার সে বিদেয়টা বাকি আছে যে।

শিরোমণি আহ্লাদে আটখানা হইয়া, বলিলেন, কৈ হয়ে যাক্ না, হয়ে যাক্ না ; গিন্নী বল্‌ছিলেন, চালের অভাব, আজ ঘরে চাল নাই।

ছোটবাবু অম্‌নি হাতে একটী রজত খণ্ড গুজিয়া দিলেন।

শি—(টিকি নাড়িতে নাড়িতে) কালস্য কুটিলা গতি ! তা হবে, তা হবে, হা—হা—হা ।

মো—আপনি ত আমাকে ভালবাসেন বরাবর। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ যথেষ্ট।

শি—আমি ত আপনারই ; কি কর্ত্তে হবে বলুন। হা—হা—হা।

মো—ওকে এক ঘরে কর্ত্তে হবে। ও হোটেলে সাহেবের সঙ্গে মুসলমানের সঙ্গে খানা খায়, ওর জাত আর কোথায় ?

শিরোমণিঠাকুর মহামুস্কিলে পড়িলেন। তিনি বড় বাবুকে সহজে জাত্যান্তর করিতে পারেন না, ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মো—চুপ করিয়া রহিলেন যে ?

শি—(গম্ভীর ভাবে) বড় বাবুকে, এক ঘরে করা বড় সহজ কথা নয়, আমার দুঃসাধ্য যে !

মো—কিসের দুঃসাধ্য ?

শি—লোকে আমার কথা শুনবে কেন ?

মো—কেন শুন্‌বে না ?

শি—এ যে কল্‌কেতা সহর, হেথায় জাত ফাত কেউ মানে না, সকলেই ইংরাজী ধরণের।

মো—ইংরাজী ধরণের বলে কি হিঁদুর ছেলে মুসলমানের হাতে খাবে ? হোটেলে খাবে। শেষে গরু খাবে ?

শি—তা ত খাচ্চেই, কে কি কর্ত্তে পাচ্চে ? এ ত আর পাড়া গাঁ নয়, যে একজনের পয়সা হ'লে একজন গরিবকে দেবে রাখ্‌বে। এত আর

ভুঁড়ো জমিদারের দেশ নয়, এ কল্‌কেত্তা, হেথায় স্ব স্ব প্রধান, হেথায় কেউ কার তোয়াক্কা রাখে না। হা—হা—হা, ছোটবাবু বল্‌ছেন কি? হাঁ—হা—হা।

মো—(শিরোমণির হস্ত ধরিয়া) কর্ত্তেই হবে।

শি—বা—বা! ও বাঘের মুখে হাত দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়!

মো—ও এখন মরা বাঘ! আর সে বাঘ নেই!

শি—(টিক নাড়িতে নাড়িতে) তবু মরা হাতী লাক টাকা দাম মশাই! হা—হা—হা।

মো—আপনার কিছু ভয় নাই; পয়সার অভাব, কি কর্ত্তে পারে?

শি—আমি কি করে করবো? আমার অসাধ্য যে?

মো—আমি আপনার সঙ্গে লোক দিব, পয়সা খরচ কর্‌বো, আপনি শাস্ত্রের বচন আওড়াইয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া দেখাইবেন, যে ভিঁচুর ছেলের ওরূপ আচার ব্যবহার বড় খারাপ, সে এক ঘরে হইবার উপযুক্ত; তাহাকে সমাজে লইয়া চলা যাইতে পারে না।

শি—একঘরে করা কি আমার কায? বা—বা! হা—হা—হা।

মো—আপনার কিছু ভাবনা নাই, আমি আপনাকে বিশেষরূপে সন্তুষ্ট কর্‌বো।

শি—আমাকে কি সন্তুষ্ট ক'র্‌বেন?

মো—আপনাকে ৫০, পঞ্চাশটা টাকা নগদ দিব, আর একজোড়া শাল দিব।

শিরোমণিকে ইতস্ততঃ দেখিয়া মোহন লাল তাঁহার একজন সহচর রামদাসকে বলিলেন, ওহে রামদাস, সেই গানটা একবার গাও।

হাত নাড়িয়া নৃত্য করিতে করিতে রামদাসের গীত।

গীত।

জগতে পয়সা মূলাধার,

(এ) জগতে পয়সা মূলাধার, পয়সা সংসারেরই সার!

পয়সাতে ছোট বড়, পয়সাতে জাতের বিচার!

পয়সাং বোধে, খোসামুদে যুটে হাজার হাজার!

পয়সার তরে, কেঁদে মরে, অন্ন মেলা হয় ভার!

পয়সার আশে, ভালবাসে, স্ত্রী পুত্র পরিবার!

(পয়সাতে) ডাঙ্গায় চলে কলের গাড়ী, জলে তরী দেয় সাঁতার!

চপলা চমকে উঠে, তারে তারে খবর ছুটে,

দুনিয়া সব একাকার!

পয়সার চোটে, পাষাণ ফুটে, ফয়রা ছুটে অনিবার!

পয়সার জোরে, দুঃখ হরে, শুষ্ক তরু মঞ্জরে আবার!

পয়সা সে পরশমণি, পয়সায় লোক হয় ধনী,

পয়সার পদে পায় উদ্ধার।

সকল শক্তি, এই শক্তিতে, আদ্যাশক্তি সবাকার!

রামদাসের গান শেষ হইল, মোহনলাল বলিলেন, শুধু খানা খায় তা নয় মশাই; আর ও অনেক গুণ আছে।

শি—আর কি ছোট বাবু?

ছোটবাবু—উনি আবার বেহ্মদত্যি, তা শুনেন নি বুঝি?

শি—সে কি রকম?

ছোট—ব্রাহ্মসমাজে যায়, দয়াময় দয়াময় করে চেঁচায়, চোক বুঝিয়ে ঢুলতে থাকে, বুজরুকি কত!

শি—না-না-ছোটবাবু, নরেন ব্রাহ্মসমাজে যায় না।

এই বলিতে বলিতে বাটীর এক প্রান্ত হইতে সঙ্গীত ধ্বনি শুনা যাইল।

আর কোথায়? ছোটবাবু অমনি একা দশজন হইয়া প্রবল উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলেন এবং শিরোমণির হাত খানা ধরিয়া আসুন আসুন আপনার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দি।

শির—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) কি, কি, ছোটবাবু? কি হয়েছে, বলুন না?

ছোট—ঐ শুনুন, ঐ শুনুন, আপনার নরেনের ব্রাহ্ম সঙ্গীত শুনুন।

শি—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) কৈ, কৈ, আমি ত শুনতে পাচ্চি না?

ছোটবাবু শিরোমণিকে একটী জানালার নিকট লইয়া গেলেন। শিরোমণি জানলার গায়ে কাণ পাতিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিম্ন লিখিত গানটী শুনিতে পাইলেন।

গীত।

নাথ, নাথ হে,
জীবনে মরণে সখা তুমি যে আমার,
তোমা বিনা কেবা আছে জগতে আমার;
শয়নে স্বপনে, কিম্বা কর্ম্মক্ষেত্রে, রণে,
যথা তথা সর্ব্বক্ষণে ভাবি চরণ তোমার।
তুমি যদি নাহি চাবে, অধমেরে কেবা লবে,
অশেষ দুর্গতি হবে পাপে নাহিক নিস্তার।
দয়া করে যদি এস, বারেক হৃদয়ে ব'স,
তব-সঙ্গ-সুধা-রস পাব অমৃত ভাণ্ডার।
দাস সঙ্গে কও কথা, ঘুচুক মনের ব্যথা,
হ'ক আনন্দ সর্ব্বথা দূরে যাক পাপ-ভার;
এ মম পাপের দেহে, আশা শূন্য মরু গেহে,
তব প্রেমের প্রবাহে হবে নব জীবন সঞ্চার।

গান সমাপ্ত হইলে শিরোমণি বলিলেন। "তাই ত ছোটবাবু, এত বেশ বেস্ম সঙ্গীত শুনতে পাচ্চি। একি নরেনের গলা ?

ছোটবাবু—নরেন নয় ত আর কে মশাই ?

শিরোমণি—হবে হবে! তাইত ছোঁড়াটার এমন মতি গতি হ'ল কেন ?

উপরি উক্ত রামদাস একটী ছোট বাবুর সময়ের ফল। ছোটবাবুর সময় ভাল, সুতরাং রামদাসের ন্যায় অনেক প্রত্যাশী তাঁহার বাটিতে পদার্পণ করেন। ইঁহারা জল উঁচু জল নীচুর দল। রামদাস অত্যন্ত পেশাদারী। ইনি সময়ে সময়ে দু একটী সঙ্গীত ও প্রিয় বাক্য দ্বারা ছোটবাবুর মনস্তুষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লাভ করিয়া থাকেন। ছোটবাবু ও যে বড় দাতা ছিলেন তা নয়, তবে টাকা আছে এই বিশ্বাসে অনেকে তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। রামদাস বলিলেন, আঁা হাঁা হাঁা শিরোমণি মশাই, দেখ্‌চেন কি ? ছোঁড়াটা কি আর ছোঁড়াটা আছে, একেবারে যে গোল্লায় গিয়াছে! হিঁদুর ছেলে সব অনাচার! বিধর্ম্মীদিগের সহিত মেশা, সহ্য হবে কেন ? গরু মুর্গি সব খেয়ে সাবাড় করে দিলে! আপনারা ত কিছু বল্‌বেন না। আপনারা সমাজের কর্ত্তা! কতকগুলা ইংরাজী লেখা-পড়া-শেখা ছেলের দ্বারা হিন্দুয়ানি যেতে বসেছে—আর থাকে না!

শি—তাই ত—তাই ত হে। এর প্রতিকার করা উচিত যে।

রামদাস—তা করুন, আর বিলম্ব কেন ?

শিরোমণি বড় গোলমালে পড়িলেন, তিনি নগদ ৫০৲ টাকার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না! পঞ্চাশটী চক্‌চকে রৌপ্য মুদ্রা ট্যাকে গুঁজিলেন। তিনি রামদাসের সঙ্গে, পাড়ায়—লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া নরেনের বিরুদ্ধে অনেক নিন্দামন্দ করিলেন, নরেন হোটেলে যায়, অস্পৃশ্য যবনের সহিত অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া

হিন্দুআনীর শিরে পদাঘাত করে, দেবদ্বিজে ভক্তি করে না ইত্যাদি অনেক কুৎসা রটাইলেন। নরেনকে একঘোরে কর্‌বার জন্য সমাজচ্যুত করব্যর জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন।

একদিন মোহনলাল বাবু তাঁহার পুত্রের বেতন বৃদ্ধি উপলক্ষে পাড়ায় সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন কিন্তু নরেনের বাটির কাহাকেও বলিলেন না। যাঁহারা নরেনকে ভালবাসিতেন তাঁহারা নরেনকে দেখিতে না পাইয়া তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলেন যে, নরেনকে সমাজচ্যুত ও অপমানিত করিবার জন্যই এই ভোজনের অনুষ্ঠান হইয়াছে। তাঁহারা ছোটবাবুর বাড়ীতে আহার না করিয়া চলিয়া আসিলেন। যাহারা গোঁড়া হিন্দু এবং অনেক সময়ে ভাল আহার সম্ভোগে বঞ্চিত, তাঁহারা ষোড়শোপচারে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় আহার করিয়া ছোটবাবুর ও তাঁহার পুত্রের অযথা প্রশংসা এবং নরেনকে নিন্দা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

কিছুদিন পরে নরেনের বন্ধুগণ নরেনের প্রতি এরূপ অযথা অত্যাচার দেখিয়া প্রথমে চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্লবঘরে একটা বড় রকমের ভোজ দিলেন। কলিকাতার অনেকস্থান হইতে অনেকগুলি নিমন্ত্রিত কৃতবিদ্য ভদ্রলোক তাহাতে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে নরেনের সঙ্গে আনন্দ সহকারে আহার করিয়া এই প্রীতি-ভোজটা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন্। তাঁহারা স্ব স্ব বাটীতে সামাজিক কার্য্যোপলক্ষে নরেনকে নিমন্ত্রণ করিতে ভুলিতেন না বা ক্রটি করিতেন না। যাঁহারা ছোট বাবুর দলভুক্ত তাঁহারা কেবল নরেনকে অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা করিতেন।

এইরূপে কিছুদিন নরেনের সামাজিক অবস্থা আধখ্যাচড়া ভাবে চলিল। যাঁহারা বিদ্বান, উন্নত, সভ্য, স্বাধীনচেতা, সাহসী, তাঁহারা কেহ নরেনকে পরিত্যাগ করিলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নরেনকে জব্দ করিবার নূতন ফিকির।

মোহনলাল নরেনকে একঘোরে করিতে গিয়া সিদ্ধকাম না হওয়ায় শিকারভ্রষ্ট সিংহের ন্যায় গর্জিতে লাগিলেন; আবার কিসে তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবেন, আবার কিসে দাদাকে কষ্ট দিবেন, তাহার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। খলের উপায়ের অসম্ভাব নাই, তাহার ফলন্ত মস্তিষ্ক হইতে মন্দের অফুরন্ত ফোয়ারা ছুটিতে থাকে, সে যতক্ষণ না তাহার শত্রুকে অধঃপাতিত করিতে পারে, তাহার বিনাশ সাধন করিতে পারে, ততক্ষণ তাহার মন হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি নরকাগ্নিতে জ্বলিতে থাকে। মোহনলাল তাঁহার দুইজন অনুচরের সহিত পরামর্শ করিলেন, কিসে নরেনকে আবার বিশেষরূপে অপদস্থ করিতে পারেন।

১ম অনুচর—আজ্ঞে, ছোঁড়াটাকে জব্দ করিতে না পারিলে ত আর তিষ্ঠাইবার যো নাই।

মোহন—নিশ্চয়ই।

২য় অ—দাদা বল্‌বো কি, ছোঁড়াটা পাড়ার ছেলেগুলার মাথা খেলে! এক হুজুগ করে কি সভা করেছে, ছোঁড়াগুলা সেখানে যায়, বাপ মায়ের কথা শুনে না, বেজায় বেয়াড়া হয়ে উঠ্‌ছে!

মোহন—তাই ত তাই ত; কি করা যায় বল দেখি হে?

২য় অ—মশাই বল্‌বো কি, আমাদের ভুতো, দাদার বড় ছেলে, ঐ নোরোর দলে মিশে, একেবারে গোল্লায় গেল! দাদা এত বকাবকি করে, কিছুতেই তাকে আট্‌কে রাখতে পারে না! সে ক্রমে ক্রমে দাদার চক্ষুঃশূল হচ্ছে!

মোহন—নিশ্চয়ই, ও একটা পাড়ার উৎপাত হয়ে উঠেছে, ওকে জব্দ কর্‌তে না পার্‌লে আর পাড়ার ভদ্রস্থ নাই!

২য় অ—নিশ্চয়ই, তা ত ঠিক কথা।

মোহন—দেখ, আমি একটা ফিকির করেছি; তোমার দাদাকে সাক্ষী দেওয়াতে পার্‌বে, তা হলে একবার বেয়ে চেয়ে দেখি— ছোঁড়াটাকে জব্দ করি।

২য় অ—কেন পার্‌বো না বলুন না?

মোহন—তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি?

২য় অ—দাদা নোরের নামে জ্বলে পুড়ে আছে, তাকে একবার বাগে পেলে হয়। আপনার সহায়তার কথা শুন্‌লে দাদা একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌বে।

মোহন—পার্‌বে ত? সাক্ষী দেওয়াতে পার্‌বে ত? ঠিক, দেখো?

২য় অ—নিশ্চয়ই পার্‌বো।

মোহন—দেখ, এক কাজ করা যাক; কতকগুলা লোক্‌কে দিয়ে ওর নামে ৩।৪ নম্বর নালিস রুজু করে দেওয়া যাক; বাছাধন কোঁ কোঁ ডাক্ ছাড়বে! কুঁদের মুখে বাঁাক থাক্‌বে না, ঠিক সিদে হয়ে আস্‌বে।

২য় অ—বেশ—বেশ দাদা! ঠিক মতলব এঁটেছ।

মোহন—ব্যাটার আবার পয়সা নাই, টপাটপ ডিক্রি হয়ে যাবে, ছট্‌পট্ করে মোর্‌বে! শেষে জেলে পর্য্যন্ত যাবে!

এই বলিয়া মোহনলাল ১০।১৫ জন সাক্ষীর যোগাড় করিলেন। চারি পাঁচ জন বাদীর যোগাড় করিলেন, সকলকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া আসরে নামাইলেন। মতি গোয়ালিনী নরেনের বাটীতে কখন দুধ দেয় নাই, সে দুধের বাকি টাকা বাবৎ ১নং নালিস করিল। হরে চাল-ওয়ালা কখন তাহার বাটীতে চাল দেয় নাই, সে ১নং চালের টাকার নালিশ করিল, কালীমুদি, ঝগরু মিঠাইওয়ালা, নবা খড়ওয়ালা প্রভৃতি

সকলে এক এক নম্বর নালিশ করিয়া দিল। পাঠকের স্মরণ হইতে পারে, মধু মুদির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সে বহুকালের পুরাতন মুদি। পাড়ায় দোকান আছে। শান্তিরাম বাবুর বাটীতে অনেক সময়ে উটনা দিয়া থাকে। ছোট বাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছোট বাবু—কি হে মধু যে!

মধু—আজ্ঞে, নমস্কার ছোট বাবু, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

ছোট বাবু—হাঁ, ডাকিয়াছি। ব'স, একটু দরকার আছে। মধু বসিলে পর, ছোট বাবু মধুর সহিত আলাপ করিয়া বলিলেন, দেখ মধু, একটা কাজ করতে হবে।

মধু—(হাত যোড় করিয়া) আজ্ঞে, আমি ত আপনার চাকর আছি, অধীনকে যা হুকুম করিবেন, অধীন তাহাই শুনিবে।

ছো, বা—দাদার কি কিছু টাকা দেনা আছে তোমার দোকানে?

মধু—আজ্ঞে, হ্যাঁ, আছে।

ছো, বাবু—তা এক কাজ করনা, নালিশ করে দাও না, আদায় হয়ে আসবে এখন।

মধু—(হাত যোড় করিয়া, জিব কাটিয়া) ও কথা বলবেন না, বলবেন না, মশাই!

ছো, বা—কেন হে, অত ভয় কিসের?

মধু—তাঁর চিরকালটা খেয়ে মানুষ, অধর্ম্ম হবে যে!

ছো, বা—তবে তাঁর ছেলের নামে কর, ছেলের খাওনি ত?

মধু—কার, নরেন বাবুর নামে?

ছো, বা—হাঁ, হাঁ।

মধু—(হাত যোড় করিয়া) মশাই, বাপ আর ব্যাটা কি আলাদা?

ছো, বা—না, হে না, তুমি বুঝতে পারচো না, ও হ'লো বুড় লোক,

ওর নামে নাইবা নালিস কল্লে, বড় ছেলেটার নামে করে দাও, তোমার সব আদায় হয়ে আস্‌বে এখন।

মধু—(হাত যোড় করিয়া) না, ছোট বাবু, আমি তা পার্‌বো না। বড় বাবু যদি আমার টাকা না দিতে পারেন, আমি মনে করিব, আমি নিজে খাইয়া ফেলিয়াছি। মোহনলাল অনেক পীড়াপীড়িতে মধুকে সম্মত করিতে না পারিয়া তাহাকে অনর্থক গালিগালাজ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। মধু কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীতে চলিয়া আসিল। তাহার মর্ম্ম-ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ও খেদোক্তি শুনিয়া একজন পরিচিত পথিক জিজ্ঞাসা করিল, "মধু, তোমার কি হয়েছে? তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

মধু—ছোট বাবু আমাকে অযথা কটুবাক্য বলিয়া গাল দিয়াছেন।

পথিক—কেন? তোমার কি দোষ?

মধু—আমার দোষ, আমি বড় বাবুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি হই নাই।

পথিক—বড় বাবু কে?

মধু—নরেন বাবু।

পথিক—কেন, কি হয়েছে? কিসের সাক্ষ্য?

মধুর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া পথিক বলিলেন—নরেন বাবু ছেলে আরে ও ছেলে। অমন ছেলে কটা পাওয়া যায়? আমি তাঁকে বিশেষ জানি। তা মধু আমি এই কথা বলিতেছি, তুমি দেখে নিও, নির্দ্দোষ ছেলের প্রতি, অমন মহাশয় ব্যক্তি শান্তিরাম বাবুর প্রতি, তুমি নির্দ্দোষ ভাল মানুষ, তোমার প্রতি যিনি অন্যায় অসদাচরণ করিবেন, তাঁহার শাস্তি তোলা থাকিবে—তুমি কিছু ভাবিও না।

মধুর চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পথিক বলি-লেন, "মধু, তুমি কাঁদিও না, স্থির হও। তোমার অপমান ভগবান সুদ শুদ্ধ আদায় করিবেন। তুমি মনে করিও না যে নিরপরাধের কান্না

অমনি যায়। ঈশ্বর তাহার বিচার করিবেনই করিবেন। আজ কর্ত্তা শান্তিরাম বাবুর অবস্থা মন্দ দেখিয়া ছোট বাবু এইরূপ শত্রুর ন্যায় মন্দ ব্যবহার করিতেছেন, তুমি জানিবে জগতে ঘুঁটে পুড়ে গোবর হাসে! ঐ বড়বাবু যদি বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শান্তিরাম বাবুর অবস্থা ফিরিয়া যাইবে, ঐ ছোট বাবুকে আবার ভাইপোর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। না পর গাড়ী, গাড়ী পর না। আজ তুমি আমার মন্দ করিলে, কাল তোমার মন্দ ভগবান করিবেন।” মধু কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীতে আসিল, পথিক আপনার কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। মোহনলাল পক্ষীয় উকিলগণের অন্যায় জেদে, আক্রোশে এবং সাক্ষিগণের অসঙ্গত সাক্ষ্য প্রদানে হাকিম, ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে মোহনলালেরই ষড়যন্ত্রে এই মিথ্যা মোকদ্দমা সকল আদালতে আনীত হইয়াছে! মোহনলালই এই সকল মিথ্যা মোকদ্দমার মূলভূত কারণ! তিনি ক্রমে ক্রমে সকল মোকদ্দমা গুলি নরেনের অনুকূলে রায় দিয়া ডিস্‌মিস করিলেন। নরেনের পক্ষীয় লোকগুলি, ধর্ম্মের জয় ধর্ম্মের জয় বলিয়া আদালত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মোহনলালের অনুচরগণ মধ্যে কেহ বলিল আমাদিগের উকিলগুলো কোন কর্ম্মের নয়; কেহ আস্তে আস্তে বলিল হাকিম ঘুস খাইয়াছে, কেহ রোষকষায়িত লোচনে বা চোক রাঙ্গাইয়া বলিতে লাগিল, এক শীতে জাড় পালায় না বাবা, দ্যাখা যাবে শান্তিরাম ঘোষ কতটাকা নিয়ে ঘর করে।

কিছুদিন পরে নরেনের নামে আদালতে ৩৫২ ধারার ফৌজদারি মোকদ্দমা উপস্থিত! আবার কেলেঙ্কারির একশেষ! আবার নরেনের বিপদ, কষ্ট, দুশ্চিন্তা! এবার কিছু পাকাপাকি বন্দোবস্ত; এবার আট ঘাট বাঁধিয়া মোকদ্দমার তদ্বির হইতেছে! তদ্বিরই মোকদ্দমার প্রাণ; যে মোকদ্দমার তদ্বির নাই, সে মরা মোকদ্দমা—তদ্বিরে সত্য মিথ্যা হয়, মিথ্যা সত্য হয়। এবার মোহনলাল বাবু খুব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

সাক্ষীগুলিকে খুব দুরন্ত করিয়াছেন, এবার নিষ্কৃতি নাই; নরেনের ১০৲ টাকা জরিমানা হইল। এবার ধর্ম্ম পাপের নিকট হার মানিল! ধর্ম্মের আর জয় হইল না! ধর্ম্ম পাপকে প্রশ্রয় দিয়া তাহার বুদ্ধি আটকাইলেন না, তাহার ধ্বংসের পথ খোলাসা করিয়া দিলেন। মোহনলাল বাবু খুব ধুমধাম করিয়া কালীবাটীতে পূজা দিলেন। ধর্ম্ম পাপকে উৎসাহ দিয়া বাড়াইতে লাগিলেন, শেষে ঘাড় ভাঙ্গিবেন!

খুড়ার এইরূপ অত্যাচারে বারম্বার শক্রতা সাধনে, নরেন যাহার পর নাই, ব্যথিত, ভাবিত, অস্থির হইলেন। তিনি মানুষ ত বটে, রক্ত মাংসের শরীর ত বটে, কত আর সহ্য করিবেন? তিনি ভাল হইলেও শক্রতে তাঁহার মন্দ করিতেছে, উপর্য্যুপরি অনিষ্ট সাধন দ্বারা শিক্ষা দিতেছে! তিনি যুবা পুরুষ তাঁহার রক্ত এখন ধমনীতে বেগে ছুটিতেছে, তিনি সহিষ্ণুতা আর কত অভ্যাস করিবেন! তাঁহার মন চঞ্চল হইয়াছে, দুঃখিত হইয়াছে, তিনি ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গাতীরে গিয়া বসিলেন। তথায় মনের আবেগে এই গানটী গাহিলেন।

গীত।

তুমি যদি রাখ হরি কে মারে আমায় হে,
আমি যে তব দাসের দাস সদা আছি তব পায় হে।

শক্র কি করিতে পারে, যদি দয়া কর আমারে,
সম্পদে বিপদে প্রভু পাই যেন তোমায় হে।

তব ভক্ত অনুগামী প্রহ্লাদে রেখেছ তুমি,
ডেকে তোমা অন্তর্যামী তব দেখা পায় হে।

পায়ের পরশে হরি, পাষাণী মানবী করি,
দিয়াছ তাহারে তরি ত্রেতায় ধরায় হে।

দুর্দ্দান্ত সে দশাননে, তব শক্তি সঞ্চালনে,
বধিয়াছ তারে রণে শূন্য করি লঙ্কায় হে।
কংস ধ্বংস করি হরি, দৈবকী উদ্ধার করি,
তব লীলা ধরা পরি দেখায়েছো সবায় হে।
হরি তোমারি কথায়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘি যায়,
পুষ্প ফুটে মরু গায় সৌরভ বিলায় হে;
দীনে দিবেনা কি চরণ ওহে অনাথ শরণ,
তুমি ভব-ভয়ভঞ্জন ডাকি আমি তোমায় হে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মোহনলালের ষড়যন্ত্র।

প্রাতঃকালে শান্তিরাম বাবুর সহোদর মোহনলাল ঘোষ বাহিরের বৈটকখানার রোয়াকে একখানা চৌকিতে বসিয়া দাঁতন করিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে একজন দুইজন করিয়া খোসামুদে মোসায়েব দল আসিয়া যুটিল। তাহারা কেহ কেহ মোহন বাবুর হাইয়ে হাই তুলিয়া তুড়ী দিতেছে; কেহ কেহ মোহন বাবু জল উঁচু বলিলে, জল উঁচু বলিতেছে, নীচু বলিলে, নীচু বলিতেছে; মোহন বাবুর কথায় উঠিতেছে বসিতেছে। সকলেই মোহন বাবুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এ ছাই, খোসামুদিতেও টক্করাটক্কুর (competition) আছে! যে বেশী বাহাদুরী দেখাইতে পারিবে, সে বাবুর বেশী প্রিয় হইবে, ফল লাভ করিবে।

১ম মোসায়েব—একটা বড় মজা হয়েছে!

২য় মো—(হাসিতে হাসিতে) কি, কি, কি, হে?

মোহন বাবু দাঁতন করিতে করিতে ১ম মোসায়েবের দিকে চাহিলেন।

১ম মো—হা হা হা, কাল ওপাড়ার বসন্ত বসুর বাড়ীতে বড় বাবু (শান্তিরাম বাবু) ছোট বাবুর অনেক কেচ্ছা কর্‌ছিলেন।

ছোট বাবু—(ব্যস্ত ভাবে) কি ? কি ? কি কে ?

১ম মো—বড় বাবু বলছিলেন অমন নেমক হারাম বেইমান কি আর আছে ? আমি দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম !

ছোটবাবু—কি করেছিলেন ? আমাকে খাওয়াছিলেন ? আমার বাপের কি কিছু ছিল না, আমি কি বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছিলাম ?

২য় মো—(ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে) হা হা হা ; তা ত বটেই ; আমরা কি কিছু জানি না ? সিদ্ধেশ্বর ঘোষের কি কিছু ছিল না ? নাটা-বেড়ের তালুক ছিল ; নিজে যথেষ্ট টাকা রোজগার করেছিলেন, সে সমস্ত কোথায় গেল।

৩য় মো—ওহে, ওসব আমাদের চোখের উপরে, চোখের উপরে, বেশি বল্‌তে হবে না। কলিকাতার ভিতরে সিদ্ধেশ্বর ঘোষকে কে না চিন্‌তো ? কে না জানতো ? দশ বার খানা ভাড়াটিয়া বাড়ী, গাড়ী ঘোড়া, সে সমস্ত আমাদের মনে আছে—বাটীতে কত লোক খেতো !

৪র্থ মো—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। বড়বাবু ভায়ের জন্য কি করেছেন ? একটী পয়সাও দেন নাই। তিনি আবার মুখ নাড়িয়া বলেন, যে আমি মোনাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করিয়াছি !

৫ম মো—ইস ! তা আর ক'রতে হয় না—আমরা সব জানি।

১ম মো—আবার বড় ছেলেটাও কম নয়। বিষ নেই কুলপানা চক্র ! এক পয়সা রোজগার কর্‌তে পারে না, নবাব খান্‌জা খাঁ, মুখে লম্বা লম্বা কথা ! ঘাড় উঁচু করেই আছেন !

২য় মো—ওর চেয়ে আমাদের ছোট বাবুর ছেলে সুশীল লক্ষ গুণে ভাল; সে অত পণ্ডিত মূর্খ নয় বটে, কিন্তু ওর চেয়ে ঢের কাজ করে।

৩য় মো—আরে ছ্যা! ছ্যা! ওটা কেবল ষাঁড়ের গোবর! না হোমে না যজ্ঞে! কতকগুলো বিদ্যের পুটলী হয়ে ব'সে থাক্‌লে কি হবে? তাতে ত আর পেট বুঝবেনা; এইত এখন দুবেলা দুমুটো অন্ন যোটা ভার হয়ে উঠেছে!

৪র্থ মো—তার চেয়ে আমাদের ছোটবাবুর ছেলে সুশীল লাকগুণে ভাল, সে যেমন ক'রে হ'ক মাস গেলে ৫০।৬০৲ টাকা ঘরে আন্‌ছে। ওর নর্‌ নার দুপয়সা আনিবার ক্ষমতা নাই।

ছোটবাবুর ভারি আহ্লাদ! একবার দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া লইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, ওরে রা-মা-রা মা শিগ্‌গির দুটো হুঁকায় তামাক দিয়ে যা, একটা ব্রাহ্মণের একটা কায়স্থের। রামা তামাক দিয়া গেল। হর্দ্দম তামাক চল'তে লাগলো, মজলিস জমে গেল।

জগতে মোসায়েব এক অদ্ভুত জীব! ইহার অসাধ্য কিছুই নাই! ইহারা হয়কে নয় করিতে পারে এবং নয়কে হয় করিতে পারে। ইহারা শূন্যে ফুল ফুটায়, সমুদ্র তরঙ্গকে কথা শুনায়, দ্রুতগামী সময়কে মুষ্টিবদ্ধ করে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘায়, অন্ধকে চক্ষু, এবং বধিরকে শ্রবণশক্তি দেয়। ইহাদিগের চাতুর্য্যকে নমস্কার! ক্ষমতার পদে কোটি কোটি প্রণিপাত, জগতে যে কোথায় চাটুকার নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে আমাদিগের এই বাঙ্গলা দেশের চাটুকার অতি হেয়! সর্ব্বাপেক্ষা নীচ, হীন ও ভয়ঙ্কর! ইহারা না পারে এমন কাজই নাই! ইহারা স্বার্থের অনুরোধে কার্ত্তিকের মুণ্ড গণেশের ঘাড়ে এবং গণেশের মুণ্ড কার্ত্তিকের ঘাড়ে চাপাইতে পারে! ধন্য ইহাদিগের ভেল্কি! ইহারা স্বার্থের জন্য সর্ব্বদাই

সাধারণ গণ্ডির বাহিরে যায়; আপনাদিগের বিবেক, বুদ্ধি, স্বাধীনতা ও নীতিকে স্বার্থের মন্দিরে বলি দেয়! ধর্ম্ম কাছে স্থান পায় না। ইহাদিগের দ্বারা সমাজের অনেক অনিষ্ট সাধন হইয়া থাকে! ইহারা এক স্বতন্ত্র জীব! ইহারা আপনাকে অগ্রে হেয় করিয়া, তবে পরকে হেয় করে। আজকাল ইংরাজী শিক্ষার অনুগ্রহে আমাদিগের দেশে আর এক-প্রকার চাটুকারের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা ইংরাজীধরণের শিক্ষিত চাটুকার। ইঁহারা সাধারণতঃ দাম্ভিক ও অভিমানী, লোকের কাছে স্বাধীনচেতা বলিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু কার্য্যস্থলে অন্যরূপ! ইঁহারাও স্বার্থের অনুরোধে বড় লোকের নিকট আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে ত্রুটি করেন না। মুখে রাজা উজির মারেন, সিংহ বিক্রম দেখান, কিন্তু শৃগালের অধম! ইঁহারা সাধারণ সমক্ষে ঘাড় ফুলাইয়া নৈতিক সাহস (Moral courage), স্বাধীন চিন্তা (Independent thinking) প্রভৃতি অনেক উচ্চ কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বলশালী ব্যক্তির নিকট অযথা তোষামোদ করিতে ত্রুটি করেন না। ইঁহারা এক একটী মিথ্যার জাহাজ! ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা কহিতে কুণ্ঠিত নন। ইঁহারা গরিবের উপর জুলুমদার, গরিব দেখিলে পীড়ন করিতে ছাড়েন না! ইঁহারাও যথেষ্ট পরিমাণে নধ্যমনারায়ণ সরবরাহ করিতে পটু।

আসর খুব জমিয়াছে; একজন মোসাহেব মোহনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার দাদার বাড়ী বন্দকের টাকা পরিশোধের কি হইল?

ছোটবাবু—হবে আর কি? যা হবার তাই হচ্চে, ভিজে কম্বল ভারী হচ্চে!

মোসাহেব—সে যে অনেক দিন হইল! সুদে আসলে বোধহয় বাড়ীখানা থাকবে না।

ছোটবাবু—(হাসিতে হাসিতে) নিশ্চয়ই! এই রাস্তায় রাস্তায় বেড়াতে হয় আর কি!

মোসাহেব—বড় দুঃখের বিষয়!

ছোটবাবু—দুঃখটা কি?

মোসাহেব—না, তাই বল্‌ছিলাম, ছেলে পিলে নিয়ে বড় বাবু কোথায় যাবে?

ছোটবাবু—যেথায় ইচ্ছা সেখানে যাক—যেমনি কর্ম্ম তেমনি ফল! কর্ম্মফল! কর্ম্মফল! এইবার টেরটা পাবেন! (একটু চুপ করিয়া) নগেন মিত্তির কাশী থেকে ফিরে এসেছে জান?

মো—অনেক দিন আসিয়াছে; এখন কলিকাতায় আছে। আপনি নগেন বাবুর নিকট হইতে বড়বাবুর বাড়ীখানা খরিদ করিয়া লউন না কেন? আপনার হকসীমানার জায়গা আপনারই নেওয়া উচিত। অপর বাহিরের লোক আসিয়া দখল করিবে সে কথা ত ভাল নয়।

ছোট বাবু—সে কথা কি আর বল্‌তে হবে। আমি কি আর চুপ ক'রে বসে আছি। আমি সে বিষয় ভাবচি।

মো—দেখুন আপনার পৈত্রিক সম্পত্তি, আপনার রক্ষা করা উচিত।

ছো,বাবু—তা আর বলতে।

মো—আপনি নিলেই আপনার ভাইপোর জারিজুরি ভেঙে যাবে, জোঁকের মুখে নুন পড়িবে।

ছো,বা—তা বুঝি কিন্তু লোকে যে নিন্দে কর্‌বে।

মো—মশাই, লোকের নিন্দেতে কি আসে যায়? আপনার স্বার্থ দেখ্‌তে হবে ত?

ছো,বা—তা ত বটে, আমি তাই ভাবচি কি করি?

মো—আপনি নিন নিন, আর ভাবিবার দরকার নাই।

এই মোসাহেবটীর নাম প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য। ইনি ছোটবাবুর বড়

প্রিয়পাত্র। ছোটবাবু চোক টিপিলেন, প্রিয়নাথ চুপ করিল। সকলে চলিয়া যাইলে পর, ছোটবাবু হাঁক দিয়া বলিলেন, ও—রে—রা—মা—তামাক দিয়ে যা। রামা তামাক দিয়ে গেল, দুজনে তামাক খাইতে লাগিলেন।

ছো,বা—দেখ কাহাকে বলিও না।

মো:—আজ্ঞে, না—না। আপনাকে আর বল্‌তে হবে না। আপনার কথা আমার বুকসিন্দুকে চাবি দেওয়া থাক্‌বে। আমি ভাত হজম্ কর্‌তে পারি, আপনার কথা হজম কর্‌তে পারবো না?

ছো,বা—দ্যাখ, আজ সন্ধ্যার সময় নগেন বাবুর বাড়ীতে অবশ্য অবশ্য যাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিবে, "ছোট বাবুকে বড় বাবুর বাড়ীখানা দিবার কি হইল? তিনি সমস্ত আপনাকে সুদে আসলে চুকাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। বাড়ীখানা তিনি পেলেই সুবিধা হয়, কারণ তাঁহার পৈতৃক বাড়ী—পৈতৃক ভদ্রাসন।"

সন্ধ্যা সমাগত। নগেন বাবুর বাটীর একটী কক্ষে দুইটী লোক বসিয়াছিলেন। একজন নগেনবাবু স্বয়ং, অপরটী প্রিয় ভট্টাচার্য্য। একটী আলো মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছিল, দুইজনে গম্ভীর ভাবে ফিস ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছিলেন।

প্রিয়নাথ—আপনি ছোটবাবুকে বাড়ীখানা লেখাপড়া করে হস্তান্তর (assignment of mortgage) করে দিন না?

নগেনবাবু—সেটা কি ভাল হয়? লোকে আমাকে বল্‌বে কি? বড় বাবুর অনেক সুদ খাইয়াছি।

প্রিয়—তা হ'গ্‌গে, পয়সার সময় খাতির কি? খাতির ত পয়সা।

নগেন—তা ত বটে কিন্তু সেটা কি ভাল্ দেখায়? তুমি বলনা কেন?

প্রিয়—আপনি কেবল আপনার দলিলের যা স্বত্ব লভ্য, তাই হস্তান্তর করিবেন, তায় ভাবনা কি?

নগেন—তা হলে ও সেটা কেমন কেমন দেখায় না ?

প্রিয়—আমরা আপনার আসল ও সুদের উপরও কিছু দিতে প্রস্তুত।

নগেন—(একটু ইতস্ততঃ করিয়া) দ্যাখা যাক্।

প্রিয়—(স্বগত) আমার ত কিছু হওয়া চাই, আমি শালা কেবল ব্যাগার খেটে ম'রবো তা হবেনা বাবা (প্রকাশ্যে) মশাই দেখুন, আপনি আর কিছু আপত্তি করিবেন না, ছোটবাবুকে বাড়ীখানা ছেড়ে দিন গে।

নগেন—সে টা কি ভাল দেখায় ? লোকে ব'লবে কি ? আর বড়বাবু, বড়বাবুর ছেলেরা, পরিবার সকলে আমাকে গালি দিবে, মনে দুঃখ করিবে, বলিবে আমাদের পরম শত্রুকে আমাদের বসতবাটী খানা দিয়া আমাদের ভিটেছাড়া, গৃহ শূন্য করলে !

প্রিয়—(ঘাড় নাড়িয়া) অমন অনেকে বলে থাকে মশাই। যার টাকা নাই তার আবার ঘর বাড়ী কি, তার আবার সুখস্বচ্ছন্দ কি ? তার আবার মান ইজ্জত কি ? সে ত মরা। কথায় বলে ধনের মাথায় ধর ছাতি, নির্ধনের মাথায় মার লাথী।

নগেন কিছুক্ষণ খেলাইয়া প্রিয়নাথকে ডাঙ্গায় তুলিবার চেষ্টায় ছিলেন। প্রিয় নাথ ও এই সূত্রে কিছু লাভের আশা রাখিয়া ছিলেন। উভয়ে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকোলি।

নগেন—কি দিতে পারিবে বল দেখি ? এ দিকে ত দশ হাজার ছাপিয়েছে ; প্রায় এগার হাজার। তা এক কাজ কর না কেন ?

প্রিয়—কি ?

নগেন—আমি নালিস করে দেই, তোমরা নিলামে ডাকিয়া লইও। সে ভাল নয় ? আমার কোন দোষ হবেনা, তোমরাও জিনিসটা পাবে।

প্রিয়—না না, তা ক'রবেন না। তা হলে হয় ত অন্য লোকে বেশী

টাকা দিয়া ডাকিয়া লবে—আমরা পাব না। এ বাড়ীর উপর অনেকের টাঁক আছে।

নগেন—(একটু মজা দেখিবার জন্য) তবে আমায় যদি ১১০০০৲ এগার হাজার টাকা পূরা দাও, তা হলে আমি হস্তান্তর করে দিতে পারি।

প্রিয়—আমি ছোটবাবুকে ১১০০০৲ এগার হাজার দিতে রাজি করিব, আমার কি হবে ?

নগেন—(হাসিতে হাসিতে) তুমি ছোটবাবুর আত্মীয় লোক তোমার আবার কি হবে ?

প্রিয়—না বাবা তা হবে না; পয়সার সময় আত্মীয় কাত্মীয় বুঝি না, আমি খাটিব, কেন পাব না ?

নগেন—তুমি কি চাও ?

প্রিয়—যা আপনার ভাল বিবেচনা হয়।

নগেন—আচ্ছা যাতে তোমার কিছু হয় দেখিব।

প্রিয়নাথ আশ্বস্ত হইয়া বাটীতে আসিলেন। পরদিবস প্রাতে সমস্ত বন্দোবস্তের কথা মোহন বাবুকে কহিলেন। মোহনবাবুর আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি দাদাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য যে ফাঁদ পাতিয়াছেন, দাদা তাহাতে পড়িবেন ভাবিয়া বড় খুসী হইলেন। প্রিয়নাথকে বলিলেন,—"প্রিয়নাথ, কি ভাবচো ? ঠিক হবে ত ?

প্রিয়—আজ্ঞে আপনি যখন আসরে নেমেচেন তখন আর রক্ষা আছে! আপনার কাছে চালাকি করে উড়ে যাবার যো আছে ? ও ঠিক হবে।

মোহন—দেখো বাবা, ফস্‌কায় না যেন।

প্রিয়—আজ্ঞে না; ও ঠিক হবে। আমি লেগে রহিলাম, নগেন বাবুকে ঠিক রাজি কর্‌বো, তবে গরিবের প্রতি একটু নজর রাখ্‌বেন।

মোহন—হ্যা হ্যা হ্যা তোমার কথা কি আমি ভুলবো হে? তুমি আমার, আমি তোমার; তুমি আমার জন্য এত কর্‌চো, আর আমি ভুলবো? তোমার বিষয় নিশ্চয়ই বিবেচনা করিব। প্রিয়নাথ সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তিরামবাবুর বন্ধু।

জগতে প্রকৃত বন্ধু অতি দুলর্ভ। বন্ধুর বদান্যতা অতি আনন্দের বটে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে ঘটে না। অনেকে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন কিন্তু বিপদ কালে সরিয়া পড়েন। ঈশ্বরের রাজ্যে ভাল মন্দ দুই আছে। সময়ে সময়ে লোকের ভাগ্য গুণে দু একজন বন্ধুর মত বন্ধু মিলে। শরৎবাবু শান্তিরামবাবুর বাল্য বন্ধু। তিনি বিদেশে চাকুরি করেন এবং ব্যবসা ও আছে। তাঁহার অন্তঃকরণ মহৎ, তিনি অনেক সময়ে পরের উপকার করিয়া থাকেন। তিনি বাটীতে আসিয়া শান্তিরামবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শান্তিরামবাবু বাল্য বন্ধুকে দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া বন্ধুর হাত ধরিয়া গৃহমধ্যে বসাইলেন।

শরৎ—কেমন ভাল আছ ত ভাই?

শান্তিরাম—(চক্ষে দু এক ফোঁটা জল আসিল) ভাল আর কি?

শরৎ—কেন?

শান্তি—আবার সেই পাজিটা আমার সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

শরৎ—কে? মোনা?

শান্তি—তা না হ'লে, আবার কে?

শরৎ—ও ত চির কেলে পাজি! এখনও নিরস্ত হয় নাই?

শান্তি—হবে! একেবারে কাঠে আগুনে! পাজি আবার ভাল হয়! পাজি প্রায়ই পাজি থাকে।

শরৎ—এখন কি করে?

শান্তি—এখন আমাকে জ্বালাতন ক'রে দেশে থেকে তাড়াবে।

শরৎ—কি করে?

শান্তি—আমার বাড়ীখান নগেন মিস্ত্রিরের কাছ থেকে হস্তান্তর করে নেবে ঠিক করেছে।

শরৎ—(আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে) আঁ্যা আঁ্যা, নগেন মিস্ত্রিরের টাকা আজও শোধ হয় নাই?

শান্তি—(সজল নয়নে) না!

শরৎ—কত টাকা হয়েছে।

শান্তি—এগার হাজার।

শরৎ—তা বেশ আমি দিব, ভাবনা কি? ভয়টা কি? কে তোমায় দেশ থেকে তাড়ায় দেখবো?

শান্তি—(একটু কুণ্ঠিত ভাবে) একথা আবার শুন্‌লে, তোমার অনিষ্ট ক'র্‌বে।

শরৎ—আমার অনিষ্ট করা শক্ত; আমার কাছে এলে উত্তম শিক্ষা পেয়ে যাবে, তোমায় ভালমানুষ পেয়েছে কি না!

শান্তি—হাঁ্যা, তোমার কাছে প'ড়লে কাঠে কাঠে ঠেক্‌বে; আমি ত আর নয়, যে নরম পেয়ে ঘাড় মট্‌কাবে!

শরৎ—আমি ব্যাটা ছেলে ওকে বুঝে নেবো।

শান্তি—তোমারে সাম্‌নে না পারে, ফল্গুনদীর মত ভিতরে ভিতরে বহিবে।

শরৎ—যে ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট চেষ্টা করে সে ত কাপুরুষ। আমি তাকে ঘৃণা করি।

শান্তি—নীচ—কাপুরুষ বই আর কি বল?

শরৎ—আর এক কথা আমার অনিষ্ট ক'র্‌বে কেন? আমি তার কি করেছি? আমার সঙ্গে তার কি সংস্রব?

শান্তি—তোমার সঙ্গে তার কোন সংস্রব নাই সত্য, তুমি তার কিছু অনিষ্ট কর নাই সত্য কিন্তু জান খলের দুরভিসন্ধির অসদ্ভাব নাই! তুমি আমার ভাল করিবে, এ তার প্রাণে সহ্য হবে?

শরৎ—কেন?

শান্তি—হিংসা! তুমি আমার দেনা শোধ করিয়া আমাকে রক্ষা করিবে?

শরৎ—এই অপরাধ?

শান্তি—এ বড় কম অপরাধ নয়! আমাকে রক্ষা! আমি যে তার পরম শত্রু!

শরৎ—তুমি আমার বন্ধু, আমি তোমাকে রক্ষা করিব, দেখি কে কি ক'র্‌তে পারে? আমি তার ভয়ে মরে গেলাম আর কি! আমি তার মতন ইতরকে কখনও গ্রাহ্য করি না। যে বেইমান বড়ভায়ের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে তাকে মানে না, তাহার নরকেও স্থান নাই।

নরেনের প্রবেশ ও শরৎবাবুর পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া গড় ও মস্তকে পদধুলি গ্রহণ।

শরৎ—এস, এস, বাবা এস; সব ভাল ত, শরীর ভাল আছে ত?

নরেন—আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে।

শরৎ—তুমি কি এবার এম, এ পরীক্ষা দেবে?

নরেন—আজ্ঞে, আমি এম, এ, পরীক্ষা দিয়াছি।

শরৎ—পাশ হইয়াছ?

নরেন—আজ্ঞে হাঁ, বি, এল্‌ও পাশ হইয়াছি।

শরৎ—(আহ্লাদ সহকারে) বেশ বেশ-বেশ বাবা। এইবার ত ওকালতি ক'রবে?

নরেনের মুখখানি শুকাইয়া গেল। সে আস্তে আস্তে দুঃখিতভাবে বলিল, আজ্ঞে বল্‌তে পারি না কি ক'রবো?

শরৎ—কেন, কেন, ওকালতি ক'রবে না?

নরেন—(দুঃখিতভাবে) আমাদের বোধ হয় এখানে থাকা হবে না।

শরৎ—কেন?

নরেন—নগেন বাবু বোধ হয় আমাদের নামে শীঘ্রই নালিশ ক'রবেন!

শরৎ—সে আমি তোমার বাপের নিকট সমস্ত শুনিয়াছি। তার আর ভয় কি? সে সমস্ত টাকা আমি দিব। তুমি ওকালতি ক'রবে বৈ কি। অমন ব্যবসায় ছেড়ে থাকে, বোকা আর কি!

নরেন—বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন, আমাকে শীঘ্রই টাকা রোজগার করতে হবে, তা না হলে সংসার চল্‌বে কি করে? ওকালতি করতে গেলে অনেক দিন পশার করতে লাগ্‌বে, ততদিন ত আমাদের দেরি সবে না!

শরৎ—না না অমন কর্ম্ম করো! তুমি ওকালতি ছাড়িও না, আমি তোমার যত খরচ লাগে দিব, তোমাদের সংসার দেখবো।

নরেন পিতৃবন্ধুর বাক্যে আশ্বস্ত হইল বটে কিন্তু মনে একটু অসুখী হইল। সে স্বাবলম্বন—নিজের বাহুবল—নিজের পায়ে দাঁড়ানটা ভালই বোঝে।

শরৎবাবু বাটীতে গিয়া বিশ্বস্ত লোক দ্বারা শান্তিরাম বাবুকে ১১০০০৲ এগার হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন, এ টাকা পরিশোধের জন্য ভাবিতে হইবে না। সে আমার বাল্যবন্ধু, তাহার বিপদে যদি আমি কোন সাহায্য করিতে না পারিলাম, তবে আমার জীবনই বৃথা! জগতে বন্ধুর উপকার বন্ধুতেই করিয়া থাকে। আশা করি শান্তি

রাম যেন এই টাকা গ্রহণ করিয়া আমাকে সুখী করে। শান্তিরাম টাকা গ্রহণ করিয়া গৃহের অতি নিভৃত স্থানে আইরণসেফের ভিতর রাখিয়া দিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ডাকাতি!

শান্তিরামবাবু বন্ধুবরের নিকট টাকাটা পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন; ভাবিলেন এবার বাড়ীখানা রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু সকলই ঈশ্বরের হাত। সেই লীলাময়ের লীলা কে বুঝিবে? তাঁহার কায তিনিই বুঝেন। অপরে কি বুঝিবে? তিনি কাহাকে হাসান, কাহাকে কাঁদান, তাঁহার খেলা বিচিত্র!

শান্তিরামবাবু টাকাটা পাইয়া আইরণসেফের ভিতর তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সময় মন্দ হইলে, উটে চড়িলেও, কুকুরে কামড়াইয়া থাকে; ছিদ্রহীন লোহার ঘরে ও সর্প প্রবেশ করে! রবি-করোজ্জল সুখকর আকাশ ও মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যায়! সলিল পূর্ণ সরোবর ও শুকাইয়া যায়! আশায় ছাই পড়ে!

রাত্রি দ্বিপ্রহর, গভীর অন্ধকার! চারিদিক শাঁ শাঁ করিতেছে! জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই, মধ্যে মধ্যে রাস্তার ধারে ২।১ টা গ্যাসের আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। এমন কোলাহলপূর্ণ সহর যেন নির্জ্জীব হইয়া গিয়াছে! সকলেই সুখময়ী নিদ্রার কোলে আরাম লাভ করিতেছে। দু একটা রাস্তার ধারে দু একটা পাহারাওয়ালা বসিয়া ঝিমাইতেছে। গঙ্গার উপর দিয়া একখানা বজরা আসিয়া বাগবাজারের ঘাটে লাগিল। কয়েকজন লোক তাহা হইতে ডাঙ্গায় লাফাইয়া পড়িল। তাহাদের

কাহার ও হাতে তলোয়ার কাহারও হাতে বরশা, কাহার ও হাতে বন্দুক, কাহারও হাতে লাঠী। ঐ কয়েকজন দস্যু শান্তিরামবাবুর বাটীর ধারে আসিয়া জমায়েত হইল। একজন পাঁচিল টপকাইয়া বাহির বাটীর দরজা খুলিয়া দিল। আর বিশ পঁচিশজন ভিন্ ভিন্ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। যে ঘরে টাকা ছিল, সেই ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া কয়েকজন দস্যু ভিতরে প্রবেশ করিল। দুর্ব্বৃত্তগণ কেহ বা মুখে মুখোস দিয়াছিল, কেহ বা মুখে রং লাগাইয়া বিকট দর্শন হইয়াছিল। দু একজন জ্বলন্ত মশাল শান্তিরাম বাবুর মুখে চাপিয়া ধরিল। শান্তিরামবাবু প্রাণের দায়ে আইরণসেফের চাবি ফেলিয়া দিলেন। পামরগণ টাকা, নোট ও অলঙ্কারাদি যাহা কিছু পাইল লইয়া পলাইয়া গেল। দস্যুরা যখন তলোয়ার খেলিতে খেলিতে ঘাটি আগলাইয়া বাহিরে পাহারা দিতেছিল, তখন পুলিশ পুঙ্গব প্রাণভয়ে নিকটে আসিতে পারে নাই, দূর হইতে তরবারির খেলা দেখিতেছিল। তাহাদিগের এক এক নৈশগগনভেদী কুকিতে তাহার আত্মারাম খাঁচা ছাড়িবার যোগাড় করিতেছিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়াছিল। যখন ডাকাতগণ চলিয়া গেল, তখন আসিয়া সমস্ত তদারক করিতে লাগিল এবং মৌখিক বীরত্বের পরিচয় দিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিল। তাহার বীরত্ব দেখে কে? সে রুল ঘুরাইয়া গুম্ফে চাড়া দিতে দিতে বলিল "এ শালা লোক সব লইয়া গেছে, হামি আস্‌লে শালা লোককে দেখতো"।

প্রাতঃকালে শান্তিরাম বাবুর বাড়ীতে ভয়ানক কান্নার রোল উঠিল। গিন্নী, গিন্নীর মেয়েরা কাঁদিতে লাগিল। শান্তিরামবাবু নিজে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন, চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রু ঝরিতেছে; নীরব, কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই। নরেন্দ্র নাথ একটা দেয়াল ঠেসান দিয়া পিতা মাতার দুঃখ দেখিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন! প্রতিবেশীদের অনেকে আসিয়া ঝিচাকরকে জিজ্ঞাসা করিতেছে; কেহ ভাবিতে ভাবিতে মাথার

হাত দিয়া চলিয়া যাইতেছে; কেহ দাঁড়াইয়া বলিতেছে, এ সন্ধানী লোকের কাজ, আপনার লোকের কায, অপর লোকে জানিবে কি করে, যে কাল টাকা আসিয়াছে? খুব সন্ধানী লোকের কায। কেহ বা টিপি টিপি বলিতেছে, ওঁর চিরকেলে শত্রু যে তাহারই কায, তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। ডাকাতেরা আইরণ সেফটী ভাঙ্গিয়া মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। তাহাতে টাকা কড়ি কিছুই নাই, কাগজপত্র ও সমস্ত লইয়া গিয়াছে! লোকের বুঝিবার আর বাকি রহিল না যে, ভায়ের দ্বারা এ কার্য্যটী ঘটিয়াছে। কাগজপত্রে ডাকাতদিগের কি প্রয়োজন? কথায় বলে যে ঘর-সন্ধানে রাবণ নষ্ট, তা ঠিক। ভায়ের মত মিত্র আর জগতে নাই, ভায়ের মত শত্রু ও জগতে নাই। "The nearest the blood the nearest the bloody"

গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি ডাকাতি হয়, পুলিশের মজা! পুলিশের আশা বাড়িয়া যায়, ফুর্ত্তি হয়, সওদার বাজার সম্মুখে দেখে। একে চায় আরে পায়। পুলিস একবার ছাড়িয়া দশবার যাতায়াত করে। তবু ও কাযের কিনারা হয় না, কেবল গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত করা মাত্র! শান্তিরাম বাবুর বাটীতে ডাকাতি হ'ল, তাঁহার টাকা কড়ি জিনিস পত্র সমস্ত গেল! তিনি যাহার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তবুও পুলিসের হাতে নিস্তার নাই!

সকলে যেমন দেখিতে আসিয়াছিল, মোহনবাবুর স্ত্রী সুশীলা ও আসিল। সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "ও মা, এ কি সর্ব্বনাশ! কার কায বাপু! কে এমন বুকে ছুরি মারলে! তাদের কিন্তু কখনও ভাল হবে না। যাহারা সেয়ানা লোক, ঘরের খবর জানিত, তাহারা সুশীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শান্তিরামবাবু এক একবার স্ত্রী পুত্রের দিকে চাহিতেছেন আর তাঁহার দুঃখ পয়োধি উথলিয়া উঠিতেছে। তিনি শরৎবাবুর নিকট হইতে

যে এগার হাজার টাকা পাইয়াছিলেন, তাহাতে ভদ্রাসন বাটীখানি উদ্ধার করিবেন বলিয়া বড় আশা করিয়াছিলেন ; কাচ্ছা বাচ্ছা গুলিকে গৃহচ্যুত বা গৃহত্যাগী হইতে দিবেন না, ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তা হ'ল কৈ ? সকলি ভগবানের হাত। ভাবিলেন এক, হ'ল আর !

নরেনের বন্ধু চারু বাবু এই ডাকাতির সংবাদ পাইয়া, তাঁহার বাটীতে আসিলেন। চারু ও নরেন একসঙ্গে পড়িয়াছিলেন এবং এক সঙ্গে দুজনে এম, এ পাশ করিয়াছিলেন। চারু ও নরেনের মত অনেক সময়ে মিলিত, সেইজন্য উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য অনেক দিন হইতে দৃঢ় ও স্থায়ী হইয়াছিল।

চারু—কখন ডাকাতি হয়ে ছিল ?

নরেন—রাত্রি একটা দেড়টার সময়।

চারু—তুমি তখন কোথায় ?

নরেন—আমি পাশের ঘরে ঘুমাইতেছিলাম ; বাবার ঘরের দরজায় ভয়ানক ধাক্কা শুনিতে পাইয়া হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দু একবার মনে করিলাম দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি ব্যাপার খানাটা কি ? কিন্তু পরক্ষণেই ২।৩ জনের গলা শুনিতে পাইলাম, তাহারা বিস্তর কটুবাক্যে বাবাকে গালি দিতেছে ! আমি আস্তে আস্তে জানালার একটী কবাট খুলিয়া দেখি কতকগুলা পিশাচ মূর্ত্তি ! কি ভয়ানক দৃশ্য ! গা চমকাইয়া উঠিল ! তাহারা গায়ে তেল মাখিয়াছে, মুখে মুখোস দিয়াছে, মালকোচা মারিয়া কাপড় পরিয়াছে। কাহারও হাতে মশাল, কাহারও হাতে লাঠী, কাহারও হাতে তলওয়ার, কাহারও হাতে পিস্তল, ধিং ধিং করিয়া নাচিতেছে ! সে উৎসাহ দেখে কে ? সে তাণ্ডব নৃত্য দেখে কে ? ভয়ে প্রাণ আকুল হইল ! কিন্তু পিতা মাতাকে রক্ষার চিন্তা আমাকে কর্ত্তব্যের দিকে হইয়া গেল। মনে নূতন বলের সঞ্চার হইল। আমি তখন আর ভয়কে ভয় মনে করিলাম না, আপনার

প্রাণ তুচ্ছ মনে করিলাম; আমার ধমনীতে রক্ত বেগে ধাবিত হইতে লাগিল—আমি আর থাকিতে পারিলাম না। ঘর অন্ধকার, চারিদিকে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কোন লাঠী বা অস্ত্র পাইলাম না, শেষে পাশের দরজা খুলিয়া উঠানে আসিলাম। তথায় একগাছা কুকুর-তাড়ান লাঠী ছিল, তাই লইয়া মালকোচা মারিয়া দৌড়িয়া গিয়া এক ব্যাটার মাথায় সজোরে মারিলাম, সে ব্যাটা দড়াম করিয়া পড়িয়া গেল। আর অমনি সব ব্যাটা পোক্ পোড় লো জাল গুটাও বলিয়া প্রস্থান করিল। দু এক ব্যাটা যাবার সময় আহত সঙ্গীকে কাঁধে করিয়া লইয়া পলাইল। আমি তখন, ডাকাত পড়িয়াছে, ডাকাত পড়িয়াছে, মার মার করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছি, আমার চীৎকারে পাড়ার লোক যুটিল; তাহারা আমার কাছে কেহ ঘেঁসিতে সাহস করিল না। অনেকক্ষণ পরে মতি-দাদা আসিয়া পিছন দিক হইতে আমাকে জাপ্টাইয়া ধরিল—আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। ঘণ্টাখানেক সেবা শুশ্রূষার পর চেতনা হইল।

চারু—কি কি নিয়ে গেল?

নরেন—এগার হাজার টাকা আর দলিলপত্র সমস্ত।

চারু—টাকাটা কোথায় ছিল?

নরেন—আইরণসেফের ভিতর।

চারু—সেটা বুঝি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে?

নরেন—হাঁা, ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে; ঐ পড়িয়া রহিয়াছে।

চারু—টাকাটা কোথা থেকে পেয়েছিলে? ও কবে পেয়েছিলে?

নরেন—বাবার বন্ধু শরৎবাবু দিয়াছিলেন; কাল প্রাতে দিয়াছিলেন, আর কাল রাত্রে ডাকাতি হ'ল!

চারু—উঃ এত শিগ্গির শিগ্গির খবর পেলে কি করে? এ যে টেলিগ্রাফের বাবা! নিশ্চয়ই এর ভিতর ঘরের লোক আছে।

• নরেন—তা বল্‌তে ! আমরা সবই বুঝতে পেরেছি ; তবে ক'রবো কি ? চোর ডাকাতের সঙ্গে ক'রব কি ?

চারু—যা হোক তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান আর সাহস দেখিয়া শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি—তুমি ভবিষ্যতে একজন বড়লোক হবে। আজ চল্‌লাম আর একদিন আসিব।

নরেন—না—না একটু ব'স না ভাই ; যাবেই এখন।

কর্ত্তা একধারে গালে হাত দিয়া বসিয়া কাঁদিতেছেন দেখিয়া তাঁহার একটী দৌহিত্রী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ঠাকুর দাদার বড় আদুরে ও প্রিয় ছিল। সে নিকটে আসিলে ঠাকুরদাদার শোক আরও উছলিয়া উঠিল—তাঁহার চক্ষু হইতে জল আরও ফোঁটা ফোঁটা মাটিতে পড়িতে লাগিল। বিপদের সময় প্রিয়দর্শনে এইরূপ হইয়া থাকে। মেয়েটী দেখিতে ফুট্‌ফুটে, মুখখানিতে হাসি লাগিয়া আছে, নাম নির্ম্মলা।

সে ঠাকুরদাদার মুখের কাছে মুখ নিয়া সোহাগ করিয়া বলিতে লাগিল—ঠা—দা—দা, ঠা—দা—দা, তুমি কাঁদচো কেন ? তোমাল কি ওয়েছে ? তুমি আমাল সঙ্গে কথা কবে না—তবে আমি যাই যাই ? ঠাকুর দাদা কাঁদিতে কাঁদিতে একবার কো'লে লয়ে চুম্বন করিলেন কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। সে আবার বলিল, "ঠা—দা—দা, আমি যাই, যাই, তুমি কথা কবে না ? তুমি কথা কবে না ? সে ঠাকুরদাদার মুখের কাছে আবার মুখ লয়ে বলিল, ঠা—দা—দা—ঠা—দা—দা তোমাল বল খিদে পেয়েছে না ?—খাবাল আন্‌বো ? আন্‌বো ?—দিদীমাল কাছ থেকে আন্‌বো ? কুচো গজা আনবো ? তুমি কাবে, কাঁদবে না ? এই বলিয়া সে দিদীমায়ের কাছে চলিয়া গেল। দিদি মা—ওদিদিমা —ঠাকুলদাদা বল কাঁদচে খাবাল দাও। দিদীমা তাহার কচিমুখখানি ধরিয়া একটী চুম্বন করিলেন, সে আপন মনে সেখানে খেলাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

চারু—এই সময়ে তোমার একটা ভাল চাকৃরি বাকৃরি থাকলে ভাল হত। বুড়ো বাপ মা, ছোট ভায়ের লেখা পড়া শিখান, আরাম ব্যারাম, লোক লৌকিকতা সংসারের সব আছে, কি নাই ?

নরেন—চাকৃরি আমি কর্‌বো না।

চারু—তবে কি কর্‌বে ?

নরেন—অন্য যাহা হ'ক একটা করবো। ২০।২৫ টাকার চাকৃরি করে কি হবে ?—পেটের ভাত যুটিবে না।

চারু—বিশ পঁচিশ টাকার চাক্‌রি বা তুমি করিবে কেন ? তুমি লেখা পড়া শিখিয়াছ, এম এ পাশ করিয়াছ, তুমি ২০।২৫ টাকার চাকুরি কেন করিবে ?

নরেন—আজ কালের বাজার কি দেখছো ভাই ? বিএ, এম, এ, পাশ করে কত লোকে রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করিয়া বেড়াচ্চে—আদালতের উকিল হইয়া গাছতলায় ছুটাছুটি করিতেছে, আফিসে অ্যাপ্রেন্টিস খাটিতে একখানা টুলও পায় না ! তা বলে কি আর লেখা পড়া শিখবে না ? খুব শিখিবে। লেখা পড়ার গৌরব কোথায় যাবে ? লেখা পড়া না শিখিলে পশু হয়ে থাকৃতে হয়—তবে লেখা পড়া শিখলেই যে টাকা আসে তার কোন মানে নাই।

চারু—তবে ব্যবসা করবে ? টাকা কেথায় পাবে ভাই ?

নরেন—দেখা যাক্ ভগবান কি করেন ? আমাদের দেশের লোকে কেবল এক চাকৃরি করিতে শিখিয়াছে। আর কিছু জানে না। সেই জন্য ত দেশের এত দুর্দ্দশা, এমন আয়াসি জাত আর নাই ! আমরা সে কেলে নবাব বাদশার চেয়েও অধম ! তাকিয়ায় ঠেস দিয়া পান চিবাইতে ভালবাসি, শুইয়া শুইয়া সটকায় তাম্রকূট আলাপ করিতে পারি। একটা গল্প বলি শুন—"এক বাড়ীতে কতগুলা গুলিখোর থাকতো। তাহারা অবশ্য নবাবের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিত আর

স্ত্রীর মনের সাধে ঘুমাইত। একদিন তাহারা যে ঘরে শুইত, সেই ঘরে আগুন লাগিল। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলচে, তখন একজন গুলিখোর বলছে—পিপু, (পিঠ পুড়ছে) আর একজন গুলিখোর অমনি বলিল ফিশু (ফিরে শুই)" আমাদের হয়েছে তাই—এমন আলসে পরমুখাপেক্ষী জাত আর নাই! আমাদের জাতীয় উন্নতি যে কবে হবে বলতে পারি না। আমাদের চেয়ে ইহুদি বল, মারাট্টা বল, মাড়োয়ারি বল, পার্শী বল সকলেই ভাল—তাদের ছেলেগুলোও ব্যবসা বুঝে—আমরা কেবল বচন বাগীশ।

চারু—(হাসিতে হাসিতে) যা হ'ক ভাই, আমি তোমার সাহস, উদ্যম, মনের প্রফুল্লতা দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম।

নরেন—তা আর কি? শুধু ভাবলে হবে কি? কায করা চাই।

চারু—তোমাদের এই বাড়ী বন্দক, এই ডাকাতি হইয়া এত টাকা গেল, একটী দুটী টাকা নয়, এগার এগার হাজার টাকা! আবার দলিল পত্র যাহা কিছু ছিল তাহা ও গেল! তোমার দেখছি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই! তুমি কিছুতেই টলিলে না! এত তরঙ্গাঘাতে, এত ঝড় ঝটিকিতেও তুমি সংসার সমুদ্রে অটল অচল সম! ধন্য তোমার ক্ষমতা!

নরেন—শুধু তাই? তাহার উপর আবার দারুণ শত্রুতা!

চারু—কাহার সহিত?

নরেন—জান না? তুমি কি ভুলে গেলে? খুড়ো খুড়ীর সহিত; জ্ঞাতির সহিত।

চারু—ও ত চিরকাল জগতে আছে, নূতন আর কি?

নরেন—জগতে আছে বটে কিন্তু আমাদিগের পক্ষে এইক্ষণে বিশেষ কষ্টকর, কারণ আমাদিগের এইক্ষণে সময় মন্দ, আমাদিগের খুড়োখুড়ী আমাদিগের সর্ব্বনাশের জন্য সর্ব্বদাই দেবতার পূজা দিতেছে! কিসে

আমরা উৎসন্নে যাই, কিসে আমরা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন হই তাহার চেষ্টা করিতেছে।

চারু—তুমি তাহাতে দমিও না, পাজি লোককে গ্রাহ্য ক'রনা, আপনার কায করিয়া যাও।

নরেন--তা বটে কিন্তু একটা Will-power আছে, তাহাতে আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে! তাঁহারা অনবরতই আমাদিগের অনিষ্ট যপ করিতেছেন!

চারু—তুমি তাহাতে কিছু ভয় করিও না, আপনার কায করিয়া যাও, কর্ত্তব্য পালন কর।

নরেন—তা হ'লে ও একটু ভাব্‌বার কারণ আছে! জাননা এই Will-forceএ অত বড় একটা নন্দবংশ ধ্বংস হয়ে গেল! সে কেবল কূটবুদ্ধি চাণক্যের একাগ্রচিত্ততা! কায়মনোবাক্যে নন্দবংশের অনিষ্ট কামনা!

চারু—ও কিছু মনে করিও না; তুমি কেবল আপনার কায করিয়া যাও।

নরেন—তা হলেই কি হবে? নিষ্কৃতি পাব?

চারু—(হাসিতে হাসিতে) তা না হয় আর এক কায করনা? ও যেমন হিংসা করিবে, তোমার অনিষ্ট কামনা করিবে, তুমি ও তেমনি দ্বিগুণ বলে (Double forceএ) ওর অনিষ্ট কামনা করিবে, তাহ'লে সব অমঙ্গল কাটিয়া যাইবে। বিষস্য বিষমৌষধং "Similia similibus curantus".

নরেন—আমি তা ইচ্ছা করি না! ভগবান আমার ভরসা।

চারু—যা হ'ক তুমি ভাবি ও না, ভয় করিও না, কায করিয়া যাও।

নরেন—এই ডাকাতি হ'ল, এ আমার চাবুক হ'ল। আমাকে কাযে আরও উত্তেজিত করিবে। আমি ইহাতে ভাবিব কেন? ভয় পাইব কেন?

তবে বাপ মা বৃদ্ধ, তাঁহাদের কষ্টে আমার বড় কষ্ট! আমি বিবাহ করি নাই—আমার ভাবনা কিসের? আমার আশা, আমি জগতের কিছু উপকার করিতে পারিব। আমি ছেলেবেলা যখন দুইবার জলে ডুবিয়া গিয়াছিলাম, একবার গাড়ী চাপা হইতে রক্ষা পাইয়াছি, তখন আমার বিশ্বাস, আমার দ্বারা জগতের কিছু না কিছু উপকার হইবে। ঈশ্বর এ ছার প্রাণ রক্ষা করিবেন কেন? অবশ্য ইহার কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে—দেখা যাক কি হয়।

চারু—তোমার এত বিপদ, বাড়ীতে ডাকাতি হ'ল, সর্ব্বস্ব গেল, বাড়ী বন্দক, বাপের রোজগার নাই, তুমি যে তাহাতে ভয় পাও নাই, বিচলিত হও নাই, এই তোমার বাহাদুরি!

নরেন—ভয় পাব কেন? বিপদই মানুষের সম্পদ। বিপদ, না হইলে মানুষের সম্পদের চেষ্টা হয় না।

চারু—তুমি বিবাহ করিবে না?

নরেন—করিব না কেন? যখন তাহার উপযুক্ত হব, তখন করিব।

চারু—তবে আমি ভাই, আর একদিন আসিব।

নরেন—আচ্ছা; কাল আসিও ভাই; এখন বিপদের সময় মধ্যে মধ্যে তোমাকে পাইলে মনে ভরসা হয়, আনন্দ হয়। আমাদের কিরূপ বিপদ দেখিতে পাইতেছ ত? মুখে আর জানাব কি?

চারু গৃহে প্রস্থান করিলেন

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ব্যায়াম ও শরীর রক্ষা।

আকাশে শুকতারা ম্লান হইয়া মিট মিট করিতেছে; রজনীর অন্ধকার একেবারে অপসারিত হইতে না হইতে, কাক কোকিল ডাকিতে না ডাকিতে, মিউনিসিপাল ঝাড়ুদার, স্কাভাঞ্জারের গাড়ী বাহির হ'তে না হ'তে, সূর্য্যদেবের ব্রহ্মমূর্ত্তি পূর্ণ বিকাশ পাইতে না পাইতে, নরেন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচাদি সমাপন করিয়াছেন। বাহিরে আসিয়া বৈটকখানা ঘরের ভিতর মালকোচা মারিয়া মুগুর ভাঁজিতেছেন, ডম্বল ভাঁজিতেছেন, কখনও উঠিতেছেন, কখনও বসিতেছেন, নানারূপ কসরত করিতেছেন। এমন সময়ে সদর দরজায় কে ঘা মারিল। তখন সূর্য্যদেব উঠিয়াছেন, নরেন তাড়াতাড়ি গিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া দেখেন যে তাঁহার প্রিয় বন্ধু চারু। তিনি বলিলেন, সকাল সকাল ঘুম ভাঙ্গিল অমনি চলিয়া আসিলাম।

নরেন—তা বেশ বেশ, এস ভিতরে এস; তোমাকে দেখিলে প্রাণটা ভাল থাকে।

চারু—(মালকোচা মারা দেখিয়া) এসব কি? মল্লবেশ দেখ্‌চি যে! লড়ায়ে যাবে নাকি?

নরেন—(হাসিতে হাসিতে) যাব বইকি।

চারু—কবে?

নরেন—যখন যাবো, দেখ্‌তে পাবে।

চারু—তুমি কতদিন এসব আরম্ভ করিয়াছ?

নরেন—অনেকদিন হইতে; কেন, তুমি কি কিছু জাননা?

চারু—না হে, আমি কখন তোমাকে এসব এক্‌সারসাইস কর্‌তে দেখি নাই।

নরেন—আমি ত অনেকদিন থেকে কর্‌চি; না কর্‌লে শরীর দুরস্ত হবে কি করে? সংসারে খাট্‌তে পারবো কি করে? বাঁচ্‌বো কি করে? ডাকাত তাড়াব কি ক'রে?

চারু—তা বেশ, বেশ।

নরেন—আচ্ছা, আমি অনেকদিন আগে কুস্তি কর্‌তাম তা জান্‌তে?

চারু—(একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) না, তাও ভাল জানি না।

নরেন—কেন আমাকে কখনও কুস্তির আখ্‌ড়ায় যাইতে দেখ নাই কি?

চারু—কোন আখ্‌ড়ায়?

নরেন—শুঁড়িপাড়ার আখ্‌ড়ায়, যেখানে বঙ্কিমবাবুরা কুস্তি ক'রতেন?

চারু—হবে বোধ হয় দু একদিন দেখিয়া থাকিব; আমার তাহ মনে নাই।

নরেন—এসব অভ্যাস রাখা ভাল।

চারু—(হাসিতে হাসিতে) আমরা ত আর যুদ্ধে যাব না?

নরেন—যুদ্ধে যা'ব না বল্লে কে? আমাদিগের রোজ যুদ্ধ, আবার তুমি চাও কি?

চারু—কি রকম?

নরেন—রোজ জীবন-সংগ্রাম; উদর-সংগ্রাম; কত বিপদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ! যুদ্ধের অভাব? এর চেয়ে যুদ্ধ চাও কি?

চারু—তা বটে, তা বটে।

নরেন—সুতরাং শরীর একটু শক্ত না হলে চল্‌বে কেন? এই সংসার

সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে এত সাধের জীবনটা যে ঘোট্‌টে বাট্‌টের মত টপ করিয়া ডুবিয়া যাইবে, এ ভাল কথা নয়।

চারু—সে কথা বড় মিছে নয় ভাই; দ্যাখ, আমাদিগের দেশে আজকাল ৮।৯ বৎসরের ছেলে গুলো চশমা প'রতে আরম্ভ করেছ! তারা চখে দেখ্‌তে পায় না; কাণে, কেহ কেহ ভাল শুন্‌তে পায় না; মাথা ঘুরে! কত জবাকুসুমের শ্রাদ্ধ করে, কত ঔষধ খায়, মাথার দুর্ব্বলতা আর ঘুচে না! শরীরটা ত অনেকেরই দেখ্‌তে পাই রোগের ঘর! হামেসাই ব্যায়রাম লেগে আছে; মাপা চালের ভাত খায়, বেশি খাট্‌তে পারে না; বুক ধড়াস ধড়াস করে! কারও অম্বল, কার ও অর্শ, কারও পেট ভুট ভাট করে, ভাল হজম হয় না! ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ত আছেই! হাত পা নিট্‌পিট্‌ করে, কাণের ভিতর ভোঁ ভোঁ করে, কাযে মন লাগে না! দৌড়ে দৌড়ে চেঞ্জে যায়! এ হ'ল কি! বাঙলা যে উৎসন্নে গেল! এই বাঙ্গালায় আমাদের দেশে আগে লোক সচরাচর ৭০।৮০।১০০ বৎসরের অধিক বাঁচিত। এখন এরূপ অবনতি কেন! এখন ত লোকের ঘরে পূর্ব্বাপেক্ষা পয়সা হয়েছে; লোকের চালচল্‌ন বদ্‌লাইয়াছে, লোকে সভ্য হইয়াছে; লুচি মিঠাই খাজা গজা, প্রভৃতি খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে; বাবুরচির হাতে হোটেলে খাইতে শিখিয়াছে; নানাবিধ বলকারক মাংস, দাওয়াই খাইতেছে, তবে কেন এরূপ দশা! এখন লোকের আচার ব্যবহার খাদ্যাদি সকল ভাল শুনি। ভালর কি এই ফল! ৩০।৪০ না হইতে হইতে বাবুরা ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া যান!

নরেন—তোমার কথা খুব সত্য ভাই। আমাদিগের উন্নতির আশা এইক্ষণে অনেক দূরে!

চারু—নিশ্চয়ই। স্বাস্থ্য অগ্রে চাই।

নরেন—দেখনা ভাই, যদি কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরে, তাতে কি ঘর বাড়ী হয়? না কোন কাজ হয়?

চারু—তা ত বটেই।

নরেন—যদি ফুলগুলি মুকুলে বিনষ্ট হয়, তাদের শোভা ও সুগন্ধ কে সম্ভোগ করিতে পায়?

চারু—ঠিক; আমাদিগের যুবাদিগের শরীর ভাল অগ্রে চাই।

নরেন—তুমি যা বল্‌চো সব ঠিক ভাই; আমি বাবার কাছে শুনেছি সেকালে লোকের মোটা ভাত, মোটা কাপড় ছিল; ধামি ধামি মুড়ি, গুড়, ঝুনো নারিকেল খেতো। কৈ তাদের ত অসুখ লেগে থাক্‌ত না। অল্প বয়সে দাঁত পড়্‌তো না, অথর্ব হইয়া পড়িত না, তারা বেশ শক্ত থাকিত। শুনেছি তারা বুড়ো বয়সেও ৮।১০ ক্রোশ পথ অনায়াসেই হাঁটিয়া যাইতে পারিত। তাদের পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা থাকিত, কিন্তু অধিক পরিশ্রম করিতে হইত না। এখন লোকের ক্ষমতা না থাকিলেও নানাবিধ অভাব বশতঃ কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়। তবে এখন কোন কোন বিষয়ে লোকের উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে বৈ কি।

চারু—কি কি বিষয়ে ভাই?

নরেন—এখন লোকে পরিশ্রমের গৌরব বুঝিতে পারিয়াছে। এখন প্রত্যেকে রোজগার করিতে শিখিয়াছে। পূর্ব্বের মত আর পরের কাঁধে চাপিয়া যাইতে চায় না।

চারু—সে কথা অনেকটা ঠিক। এই আমাদের দেশে যথায় পূর্ব্বে একান্নভুক্ত পরিবারে কত সুখ, সম্মান ও গৌরব ছিল, এখন তথায় একান্নভুক্ত পরিবার নানাবিধ কষ্টের কারণ হইয়াছে! এখন একান্নভুক্ত পরিবার অশান্তির ফোয়ারা, দুঃখ কষ্টের আগ্নেয়গিরি, বহুবিধ মনোবেদনার উষ্ণ প্রস্রবণ! এখন একান্নভুক্ত পরিবারে স্ত্রীলোকের কোন্দলে বাড়ী সর্ব্বদাই নিনাদিত, প্রতিধ্বনিত ও প্রকম্পিত! এখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অনেকে একান্নভুক্ত থাকিয়া বাহিরে মিল দেখাইতে চাহেন। সে কেবল কুম্ভপয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় সাজান

মাত্র। ভিতরে সহস্র গণ্ডগোল, মনান্তর, মুখ বেঁকাবেঁকি থাকিলে ও তাঁহারা বাহিরে এক দেখাইতে চেষ্টা করেন।

নরেন—সে ত ভাল নয়; তার চেয়ে সরল ভাবে কার্য্য করিলে মনের সুখ ও শান্তি আছে।

চারু—তা ত ঠিক; লোকে বুঝে কই। এখন হয়েছে কি জান, লোকে বহির্দ্দেশ-মুগ্ধ, বাহ্যাড়ম্বর প্রিয়। বাহিরটা ঠিক রাখতে পারিলেই হইল, ভিতরে যত ফাঁক থাকুক না কেন! একটা কথা আছে, "ক্ষীর যে সা মিলন ভয়া ভিতর ফর্কা তিন!" এ ও তাই।

নরেন—কি রকম?

চারু—সশাটা বাহিরে দেখ্‌তে কেমন আস্ত, অখণ্ড জিনিস, কিন্তু ভিতর চিরিয়া দেখ,—"তিন ফাঁক!"

নরেন—ঠিক ঠিক।

চারু—সশা যথা দেখ তুমি অখণ্ড সুন্দর, কাটিলে দেখিবে কিন্তু বিভাগ ভিতর!"

নরেন—সেই জন্য এখন পৃথগন্ন ভাল।

চারু—তখন কি ছিল জান?

নরেন—কি?

চারু—তখন সৌহার্দ্দ বন্ধনটা কিছু শক্ত হইত; তখন বড় ভাইকে ছোট ভাই শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, বড় ভাই ও ছোট ভাইকে যথেষ্ট স্নেহ যত্ন করিতেন; মেয়ে মেয়ে ঝগড়া বিবাদ হইলে, বড় ভাই মিটাইয়া দিতেন, সকলে তাঁহার আদেশ ও মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া লইত; সুতরাং কোন গণ্ডগোল হইত না। এখন কে কার কথা শুনে? তখন স্বার্থত্যাগ ছিল, এখন সকলেই স্বার্থান্ধ!

নরেন—যাক, সে সব কথা থাক। স্বাস্থ্য ভাল না হইলে আমাদিগের বালকেরা যুবা হইয়া কি করিতে পারে?

চারু—নিশ্চয়ই; আমাদিগের বাঙ্গালী ত চিনির পুতুল! মোমের ড্যালা, সহজেই গলিয়া যায়! দেখনা, যে জাতি সমুদ্র তীরে বাস করে, সাগরের ঢেউ খায়, প্রকৃতির সহিত খেলা করে, লড়াই করে, বড় বড় ঝড় তুফানে অভ্যস্ত, তুষারময় প্রদেশে চলাচল করে, ব্যাঘ্র, ভল্লুক পূর্ণ অরণ্য মধ্যে কাল কাটায়, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়ায়, তাহারা ও তাহাদিগের সন্তানগণ সহজেই বল বিক্রম শালী ও সাহসী হইয়া থাকে; তাহারা পরিশ্রম ও বিপদকে ভয় করে না—তাহারা মানুষ। যে সকল সন্তান বাল্যকালে নকল তীরধনুক লইয়া খেলা করে, খেলায় কাঠের ঢাল তলোয়ার লইয়া আমোদ করে, খেলা ঘরে ধুলার কেল্লা বানায়, মাটির গোলাগুলি তৈয়ার করে, ছেলের বন্দুকে ছেলে খেলা করে, কাগজের জাহাজ গড়ে, তাহারা বড় হইলে মানুষ হয়; শিয়াল কুকুর হয় না। তাহারা মহৎ কার্য্য করিতে পারে। যে সকল ছেলে মায়ের আঁচল ছাড়ে না, দরজার বাহিরে যাইতে কাঁদিয়া ফেলে, জুজুর ভয়ে কাতর, ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ স্বর, ক্ষীণ প্রাণ, তাহাদিগের আশা কি? তাহারা ভবিষ্যতে কি করিতে পারে? তাহাদিগের দ্বারা জগতের কি উপকার হয়?

নরেন—তুমি জান বিদ্যাসাগর মশাই কুস্তি ক'রতেন?

চারু—কোথায়?

নরেন—তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখন ঐ কলেজের যে ঘরে তিনি বাস করিতেন, সেই ঘরের সম্মুখের মাটি তিনি স্বহস্তে কোদাল দিয়া কাটিয়া কুস্তির আখড়া বানাইয়াছিলেন।

চারু—সত্য না কি?

নরেন—সত্য নয় ত কি মিথ্যা। সেই মাটি মাখিয়া তিনি কুস্তি করিতেন, আর সেই কুস্তিতে তিনি শরীর রক্ষা করিয়া বাঙ্গালার এত হিত সাধন করিয়াছিলেন, জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, আইস আমরা

সেই জায়গার মাটি লইয়া গায়ে, মাথায় মাখি—তবে যদি আমাদিগের কিছু হয়।

চারু—নিশ্চয়ই! সে কালের লোক সকল কত শক্ত ছিলেন; নীরোগ হইয়া দীর্ঘায়ু হইতেন। এখন আমাদের দেশে লন্‌টেনিস্ ব্যাড্‌মিণ্টন, ফুটবল্, রগবি, গল্ফ, প্রভৃতি কত খেলায় চলন হইয়াছে; তখন চুকপাটি, ডাঙ্গুলি খেলিয়া লোকে কত শক্ত হইত!

নরেন—জগতে স্বাস্থ্যই প্রধান জিনিস। যাহার স্বাস্থ্য নাই, তাহার কিছুই নাই; সে গরিবের ও গরিব; তাহার মত অসুখী কে?

চারু—নিশ্চয়ই। একজন ক্রোড়পতি হইয়া যদি রোগী হয়, তাহার অপেক্ষা বৃক্ষতলবাসী সুস্থ দেহ মজুর লক্ষগুণে সুখী।

নরেন—তুমি জান, অধ্যাপক ব্ল্যাকি বলিতেন, "আমি অশীতি বর্ষীয় যুবক" "I am Eighty years young".

চারু—তার মানে কি?

নরেন—তার মানে এই, একজন, অধ্যাপক ব্ল্যাকিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,আপনি যে এই ছেলেদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ান, আপনার বয়স কত? তাহাতে তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিয়াছিলেন, "আমি অশীতিবর্ষীয় যুবক" I am eighty years young" দেখ দেখি এই উত্তরের মূল্য কত? কয়জন বৃদ্ধের এইরূপ উত্তর দিবার ক্ষমতা আছে?

চারু—নিশ্চয়ই; শরীর সকলের আগে, শরীর ভাল না থাকিলে জগতে কিছুই হইতে পারে না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নরেনের বিবাহ-সূচনা।

শান্তিরাম বাবুর দেনা হইয়াছে। নগেন মিত্রের টাকার সুদের সুদ দিতে হইবে। নগেন মিত্রের দেনা পরিশোধ করিবার জন্য শরৎ বাবু যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা ডাকাতে লইয়া গিয়াছে, আর উপায় নাই! তারা সুন্দরী বড় ভাল লক্ষ্মী মেয়ে মানুষ। তাঁহার পুত্র দুটী রত্ন, কর্ত্তা শান্তিরাম ঘোষও মাটির মানুষ। তিনি এক সময়ে অনেক টাকাকড়ি রোজগার করেছেন, এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, উপার্জ্জন নাই। ঐ ভাইকে চিরকালটা খাইয়ে মানুষ করলেন, সে এখন আর মানে না, লোকের নিকট দাদার পঞ্চমুখে নিন্দা করে প্রভৃতি কথা বাগবাজারের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কতকগুলি স্ত্রীলোক প্রাতঃকালে গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছে; অনেকের হাতে ঘটি, কাঁধে গামছা, কেহ বা অর্দ্ধ ঘোমটায়, কেহ বা পূরা ঘোমটায়, কেহ বা খোলা মাথায় যাইতেছে; কেহ সধবা, কেহ বিধবা, কাহারও সঙ্গে এক একটা ল্যাংবোট ছেলে কি মেয়ে আছে; কেহ বা একলা যাইতেছে। কেহ বা মুখ ভার করিয়া ভায়ের নিন্দে, কেহ বা ছেলের নিন্দে, কেহ বা শ্বশুর শাশুড়ীর নিন্দে, কেহ বা জা ননদের, কেহ বা ভাজের নিন্দে করিয়া পেট খোলোসা করিতেছে। কেহ আবার নিন্দে করিয়া বলিতেছে, দেখো ভাই, কেহ যেন শুনে না, কাহারও নিকট বলিও না। সে কথা কি আর চাপা থাকে? এক ঘণ্টা হইতে না হইতে, বাটীতে ফিরিতে না ফিরিতে, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কেহ কাল কি রান্না হইয়াছিল, আজ কি রান্না হইবে, কে ডালে বেশি নুন দিয়েছিল, কে মাছের ঝোলে ফোড়ন্ দিতে ভুলে গিয়েছে, কে ক গাছা খাড়া চিবিয়েছিল, কে উচ্ছে চচ্চড়ি

রেঁধেছিল, কে কার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল, কে কখানা গহনা পরিয়া আসিয়াছিল, কার বৌ কার সঙ্গে কথা কহিল, কার বৌ সুন্দরী, কার বৌ কুৎসিত, কার খোকা কেমন, কার খুকী কাঁদুনে, কার কেমন সমাদর হ'ল কে কখানা লুচি বেশী পেলে, কে কখানা কম পেলে, কার পাতে কটা সন্দেশ পোড়লো প্রভৃতি কথায় পথ গুলজার করিয়া যাইতেছে। তার মধ্যে জন কয়েক মেয়ে মানুষ, তারা সুন্দরী ও শাস্তিরাম বাবুদের কথা কহিতেছে।

১ম স্ত্রী—কর্ত্তাও যেমনি গিন্নীও তেমনি—দুজনেই ভাল। কর্ত্তার যখন সময় ভাল ছিল তখন পাড়ার কত লোককে কতবার খাইয়েছেন, কত লোককে কত দান ধ্যান করেছেন। গিন্নী ও বল্‌তে নেই, পাঁচজনকে সচ্ছন্দে দিয়েছেন থুয়েছেন। এখন সময় মন্দ, গিন্নীর সঙ্গে দেখা হলে কত দুঃখ করেন, কত কাঁদেন!

২য় স্ত্রীলোক—হ্যাঁ ভাই গিন্নী বেশ লোক—আমরা গেলে কত সন্তুষ্ট, ছাড়্‌তে চান না।

১ম স্ত্রীলোক—গিন্নী বড় কষ্ট পাচ্চে। দেনা পত্তর ঢের হয়েছে আয় নেই ব্যয় অনেক, বিষয় আশয় যা কিছু ছিল যেতে বসেছে!

২য় স্ত্রীলোক—বড় ছেলেটী না বেশ হয়েছে?

১ম স্ত্রী—হয়েছে বেশ, সে ত এখনও চাকরি বাক্‌রি করেনি।

২য় স্ত্রীলোক—সে না অনেকগুলো পাশ করেছে?

১ম স্ত্রী—হ্যাঁ।

২য় স্ত্রী—তবে তার বিয়ে দিক না? ছেলে যদি ভাল হয় এখনি আমি ৮।১০ হাজার টাকা পাইয়ে দেবো এখন।

১ম স্ত্রী—কেন? তোমার সন্ধানে সুন্দরী মেয়ে আছে নাকি?

২য় স্ত্রী—আছে বৈকি।

১ম স্ত্রী—তারা কি চায়?

২য় স্ত্রী—তারা চায় ছেলেটী সুন্দর ও পাশ করা।

১ম স্ত্রী—তা, এর দুইই আছে—সম্বন্ধ কর না।

২য় স্ত্রী—কর্‌বো?

১ম স্ত্রী—ক'রবে বৈ কি?

২য় স্ত্রী—ছেলের মায়ের কাছে একবার গেলে হয় না?

১ম স্ত্রী—বেশ যেও, দেখা ক'রো।

তারা সুন্দরী রান্না ঘরে রাঁধিতেছিলেন, ঘটক ঠাক্‌রণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘটক ঠাকরণকে তিনি পূর্ব্বে জানিতেন, সমাদর করিয়া বসিবার আসন দিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কি গো ঘটক ঠাকরণ সব ভাল ত? অনেক দিনের পর যে, কি মনে করে?

ঘটক ঠাকরণ—মনে আর কি? এই আপনাদের দেখ্‌তে এলাম।

গিন্নী—শুধু তাই না আর কিছু আছে?

ঘ, ঠা—আছে বৈ কি।

গিন্নী—কি বল দেখি?

ঘ, ঠা—বড় ছেলের বিয়ে দিন না?

গিন্নী—ভাল সম্বন্ধ হাতে আছে।

ঘ, ঠা—আছে বৈকি।

গিন্নী—কোথায়?

ঘ, ঠা—এই সহরের ভিতর।

গিন্নী—কোথায়?

ঘ, ঠা—ঝামাপুকুরে।

গিন্নী—কাদের মেয়ে?

ঘ, ঠা—বসেদের মেয়ে।

গিন্নী—তা হবে, আমরা ঘোষ, কুল কত্তে হবে কিনা, জ্যেষ্ঠ ছেলে।

ঘ, ঠা—পর্য্যায় কত?

গিন্নী—২৬ শের।

ঘ, ঠা—বেশ—বেশ—মেয়েও ২৬ শের।

গিন্নী—কেমন ছেলে চায়?

ঘ, ঠা—তারা পাশ করা সুন্দর ছেলে চায়।

গিন্নী—তা আমার ছেলে বল্‌তে নেই, পাশ করাও বটে, সুন্দরও বটে।

ঘ, ঠা—তবে ত বেশ। এখন একদিন কর্ত্তা মেয়েটী দেখে আসুন।

গিন্নী—কি দিবে?

ঘ, ঠা—আপনাদের মেয়ে পছন্দ হলে, দেওয়া থোয়া আট্‌কাবে না।

গিন্নি—তবু শুনি, কি দিবে তারা?

ঘ, ঠা—তাঁরা ছেলে পছন্দ হলে, আটদশ হাজার টাকা খরচ কর্ত্তে পারেন।

গিন্নী—মেয়ের বাপ কি করে?

ঘ, ঠা—মেয়ের বাপ মোটা চাকৃরি করেন, তা ছাড়া দেশে বিষয় আশয় আছে।

গিন্নী—কটা ভাই, কটা বোন?

ঘ, ঠা—দুই ভাই, দুই বোন।

গিন্নী—এটী কোন মেয়ে?

ঘ, ঠা—এটী বড় মেয়ে।

গিন্নী—মেয়েটী দেখ্‌তে শুন্‌তে ভালত?

ঘ, ঠা—যেমন রং তেমন মুখ, তেমন চোক, তেমন চুল, দাঁড়ালে বোধ হয় যেন দুর্গাঠাকরুণ দাঁড়িয়েছে।

গিন্নী—রং কি রকম? সোণার মত?

ঘ, ঠা—হাঁ—সোণার মত; দুর্গা ঠাকরুণের মত।

গিন্নী—মেয়েটীর নাম কি?

ঘ, ঠা—সুমতি বালা।

গিন্নী—বেশ—বেশ। মেয়েটী লেখাপড়া জানে?

ঘ, ঠা—জানে বৈকি।

গিন্নী—হাঁ মা, আজ কাল ওসব না হলে চলে না।

ঘ, ঠা—লেখাপড়া জানে, কারপেট বুনতে পারে, অনেক রকম শিল্প কাজ জানে। কুঠনো কোটা, বাটনা বাটা, দুধজাল দেওয়া, পান সাজা প্রভৃতি অনেক কাজ জানে।

গিন্নী—বেশ—বেশ। আচ্ছা মা, তুমি একটু বসো, আমি একবার কর্ত্তার কাছ থেকে আসি।

কর্ত্তার নিকট গিন্নীর আগমন।

কর্ত্তা—কি ব্যাপার?

গিন্নী—দেখ, একজন ঘটক ঠাকুরণ এসেছেন, তিনি নরেনের বের সম্বন্ধ এনেছেন।

কর্ত্তা—মেয়েটী কেমন?

গিন্নী—মেয়েটী ভাল।

কর্ত্তা—মেয়ের বাপের বাড়ী কোথায়?

গিন্নী—ঝামা পুকুর।

কর্ত্তা—কাদের মেয়ে?

গিন্নী—বসেদের মেয়ে।

কর্ত্তা—মেয়ের বাপের নাম কি?

গিন্নী—হারাধন বসু।

কর্ত্তা—ও—ও—আমি যে তাঁকে চিনি। তিনি লোক ভাল।

গিন্নী—তোমার মত কি? বে দেবে না? তাহ'লে ভদ্রলোকের মেয়েকে অনর্থক বসিয়ে রেখে কি হবে? তাকে বিদেয় করে দি।

কর্ত্তা—তোমার ছেলেকে অগ্রে জিজ্ঞাসা কর, তার মত কি? যে ত সেই করবে, আমিও করব না, যে তুমিও করবে না।

[গিন্নী দৌড়িয়া নরেনের নিকট গেলেন।]

নরেন—মা, কি মনে করে গা?

গিন্নী—মনে করে ভাল। আমি যা বলবো তা শুন্‌তে হবে বাবা।

নরেন—মা, আমি কোন্ কথা তোমার শুনিনা বল?

গিন্নী—তা তুমি শুন্‌বে না ত কে শুন্‌বে বাবা? তুমি আমার বড় ছেলে, তায় লেখাপড়া শিখেছ, তোমার মুখ চেয়ে আমরা এত কষ্টে ও এ পৃথিবীতে জীবন ধারণ করে রয়েছি।

নরেন—কি বল না মা?

গিন্নী—আগে বল, আমার কথা শুন্‌বে, রাখবে?

নরেন—বলই না শুনি, কি কথা?

গিন্নী—স্থাখ, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, মেয়েটী খুব ভাল, অনেক দিবে থুবে। তোমাকে বিয়ে ক'রতে হবে।

নরেন—ঐ কথাটী বাদ দিয়ে আর যা বল্‌বে সব শুন্‌বো মা, (ঘাড় নাড়িয়া) কেবল ঐ কথাটী নয় মা।

গিন্নী—দ্যাখো আমাদের এই বিপদ, বসত বাটী খানা পর্য্যন্ত যাইতে বসিয়াছে, যদি তোমার বিয়েতে কিছু পাওয়া যায়? তা মন্দ কি?

নরেন—আমাকে তা হলে, তোমরা বিক্রি করতে চাও?

গিন্নী—বিক্রি কেন? একি কেউ শুনে না? না কেউ করে না?

নরেন—যে করে সেই করুক মা, আমি কর্‌বো না। তোমার সব কথা শুনবো মা ঐটী কেবল শুন্‌বো না।

গিন্নী—(নরেনের দাড়ি ধরিয়া) লক্ষ্মী বাপ আমার, ধন আমার, মাণিক আমার। আমার এই কথাটী রাখ্‌তে হবে—তুমি ত মায়ের কথা কখনও ফেল না বাবা?

নরেন—বে করে খাওয়াব কি ?

গিন্নী—চাক্‌রি কর্‌বে।

নরেন—যদি চাক্‌রি শীঘ্র না মিলে ?

গিন্নী—এত লোকের মিলে আর তোমার মিল্‌বে না ?—তুমি লেখা পড়া শিখিয়াছ, তুমি কানা নও, খোঁড়া নও, পাগল নও, তোমার চাক্‌রি নিশ্চয় মিল্‌বে।

নরেন—কানা খোঁড়া নয় সত্য, কিন্তু যে রকম বাজার পড়েছে, তাতে শিগ্‌গির ভাল চাক্‌রি মেলা ভার! আর তা ছাড়া আমার চাক্‌রি করবার বড় ইচ্ছাও নাই।

গিন্নী—কেন? তবে আমরা খাব কি? সংসার কি করে চল্‌বে ?

নরেন—তাই ত বল্‌ছিলাম, আমি যত দিন না আপনার পায়ে দাঁড়াতে পার্‌বো মা, ততদিন বিয়ে কর্‌বো না, পরের মেয়ের ঝোঁক নেব না।

গিন্নী—দেখ নরেন তোর শ্বশুর যদি ৮।১০ হাজার টাকা দেয়, তা হলে বাড়ীখানার কিনারা করি, বাড়ীখানা রক্ষা হ'তে পারে।

নরেন—শ্বশুরের ধনে কে বড় মানুষ হয় মা ?

গিন্নী—কে নিতে ছাড়ে বাবা ?

যদি আমাদের বাড়ী রক্ষা হবার হতো, তা হলে বাবার বন্ধু শরৎ বাবু এগার হাজার টাকা দিয়েছিলেন, তাতেই হ'ত—তাতে যখন হ'ল না, তখন বাড়ী রক্ষা হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়।

গিন্নী—ও মা! সে কি কথা বলিস্ নরেন! অমন অলক্ষণে অমুঙ্গলে কথা মুখে আনিস্ নে। সে আমার ঐ পোড়ারমুখো দেয়োরটা হ'তে কেবল হ'লো না, তা না হলে কি বাড়ী উদ্ধার হতো না? পোড়ার মুখো আমাদের অমন সর্ব্বনাশ কর্‌বে তা কে জান্‌তো? আমরা যে দিন টাকা

এনেছি, সেই দিনই ডাকাতি! বাবা! আমার ঘরের খবর কে রাখ্‌লে? এমন শত্রু ত আর নেই!

নরেন—দেখ মা, তুমি আমার বের জন্য অত ব্যস্ত হওনা—আমি আগে আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াতে শিখি, তবে পরে বিয়ে কর্‌বো, এখন নয়। তোমার আশীর্ব্বাদে অনেক বিয়ে হবে। কিছুদিন বিলম্ব কর।

মেয়ে মানুষের মন—আমাদের বাঙ্গালা দেশের মেয়ে মানুষের মন, কোন মতে বুঝে না, ছেলেকে বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

গিন্নী—বাছা বিয়ে কর, তোর ভাল হবে, আমি বল্‌ছি, আমি তোর মা—আমার কথা শোন।

নরেন—আমি তোমার কোন্ কথা না শুনি মা? এ কথাটী রাখতে পারবো না, আমাকে মাপ কর্‌তে হবে। আজ শ্বশুরের টাকা নেব, তারা খোঁটা দিবে; শুধু শ্বশুর, শাশুড়ী, শালা, শালি নয়, পাড়া শুদ্ধ লোকে খোঁটা দিবে। শ্বশুর বাড়ীর যে যেখানে আছে খোঁটা দিবে। মায় কুকুর বেড়ালটা পোকামাকড়টা পর্য্যন্ত খোঁটা দিবে।

গিন্নী—খোঁটা কে কার না দেয়? মামা-পিশে মেশোরা ও খোঁটা দেয়, খুড়ো জ্যাঠাও খোঁটা দেয়, এমন কি, বাপে ও অকর্ম্মণ্য ছেলেকে খোঁটা দিতে ছাড়ে না—আবার কত আত্মীয় লোক কখনও সিকি পয়সা উপকার করে নাই, তারাও মিথ্যা ধাপ্‌পা দিয়া খোঁটা দিয়া থাকে। জগতে খোঁটা দিতে কে কাকে ছাড়ে? তা বলে কি কেউ কার সাহায্য নেয় না? না, নিচ্চে না? কেউ কি আপনার কায ভুলে?

নরেন—যে নেয়, নেয়, আমার রুচি হয় না! আমি যখন আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াতে পারবো তখন বিয়ে কর্‌বো—এখন কর্‌বো না।

গিন্নী—তোর বাপু সব ইংরেজি কায়দা—আমাদের দেশে চিরকাল এই হয়ে আস্‌ছে—তোর আবার দেখি সৃষ্টি ছাড়া কথা!

নরেন—এইজন্যই ত আমাদের দেশ উৎসন্নে গেছে, এখন ও যাচ্ছে, আরও যাবে! আমি কখনও বড় লোকের মেয়ে বে কর্‌বো না—টাকা নেব্বো না।

গিন্নী—তবে কি কর্‌বে?

নরেন—আমি গরিবের মেয়ে বিয়ে কর্‌বো—ভদ্রলোকের সাহায্য কর্‌বো—কন্যাদায় হতে উদ্ধার কর্‌বো। তার জাত রক্ষা কর্‌বো।

গিন্নী—তুই ভারি সাহেব হয়েছিস দেখছি!

নরেন—মা তুমি এত বলছো কেন? রাখবার হতো আমি অবশ্য রাখতাম। গরীব অবস্থায় বিয়ে করে কতকগুলা গরিবের সৃষ্টি করা মাত্র!

গিন্নী—নে বাপু! তুই তোর আকাশফুটো কথা রেখে দে ত।

নরেন—কেন?

গিন্নী—তা হলে আমাদের দেশে কোন গরীব কখনও বিয়ে কর্‌তো না।

নরেন—কর্‌বে না কেন। করে কষ্ট পেয়েছেও অনেক!

গিন্নী—বিয়ে যদি না কর্‌তো বংশ রক্ষা হতো না। বাপপিতামহের নাম থাক্‌তো না—সব ডুবে যেত!

নরেন—ঐ বংশ রক্ষার জন্য ত আমাদের দেশ মরেছে! গরিবের বংশ থাকলেই কি আর না থাক্‌লেই কি?

গিন্নী—দেশে বুঝি সবই ধনী লোক থাকে, সবই বড় লোক থাকে? গরিব আর থাকে না? নে বাপু তোর সঙ্গে তর্ক করে পারি না—মিছে কথা কাটা কাটি, আমি চল্লেম, রান্না ঘরে সেই ঘটক ঠাকুরণকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে এসেছি—আমার উনুন পুড়্‌ছে। (গিন্নীর প্রস্থান)।

ঘটকঠাকুরণ—এস মা এস—আমি অনেকক্ষণ বসে আছি—আমার অনেক বেলা হ'ল। আপনাদের কি মত স্থির হ'ল?

গিন্নী—(সব চাপিয়া) আর একদিন আসিও বাপু—এখন বড় ব্যস্ত। আজ কিছু স্থির হ'ল না। (ঘটক ঠাকুরণের প্রস্থান।)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নরেনের ধর্ম্মবল।

নরেন ছেলে বেলা হইতে ধার্ম্মিক। তিনি যখন মায়ের কোলের শিশু ছিলেন, দেখিতেন মা শয়নকালে এবং উঠিবার সময়ে দুর্গা নাম উচ্চারণ করিতেন, দুই হাতে দুর্গাকে প্রণাম করিতেন, তিনি ও মায়ের সাথে কচি হাতে ও কচি মুখে দুর্গাকে ডাকিতেন। মায়ের সহিত ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। তাহার এই ধর্ম্মভাব বয়োবৃদ্ধি সংকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি স্কুল কলেজে যাইতেন, আপনার পাঠাভ্যাস করিতেন কিন্তু যেখানে ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মালোচনা হইত, উপস্থিত হইতেন। তিনি হরিসভায়, ব্রাহ্মমন্দিরে এবং গির্জ্জায় যেখানে যখন সুবিধা পাইতেন, ধর্ম্মপিপাসু হইয়া উপস্থিত হইতেন। এই ধর্ম্মভাব ক্রমে তাঁহার অস্থি মজ্জায় গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যখন যুবা পুরুষ, যৌবন তরঙ্গের কিনারায় দণ্ডায়মান, ষড়রিপু যখন তাঁহাকে বিপথগামী করিবার জন্য প্রলোভন দেখাইতে উদ্যত, তখন তিনি ধর্ম্ম ও বিবেক বলে তাহাদিগকে শাসনে রাখিতেন। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে প্রতি কার্য্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেন এবং তাঁহার চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতেন। তিনি কার্য্যের সফলতায় তত জয়োল্লাসিত হইতেন না, পতনের পর উত্থানে যতদূর

আনন্দিত হইতেন। এই উত্থানশক্তি তিনি ভগবানের কৃপা মনে করিতেন। এই ধর্ম্মবলে, এই ধর্ম্ম বিশ্বাসে তিনি কার্য্যে নিষ্ফল হইলে কখনও নিরুৎসাহ বা ভগ্নোদ্যম হইতেন না। তিনি যতবার নিষ্ফল হইতেন ততবার চেষ্টা করিতেন। এই ধর্ম্মবল তাঁহার মনের শক্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিত। তিনি বলিতেন ঈশ্বর যাহা করেন তাহা মঙ্গলের, ভালর জন্যই করেন। আমি যদি কার্য্যে নিষ্ফলতার আঘাত না পাইতাম, তাহা হইলে ঈশ্বর-ভক্তি আমার এত বর্দ্ধিত হইত না এবং আমি মনে এত দ্বিগুণ বল পাইতাম না। সেই জন্যই তিনি কোন কার্য্যে ভয় পাই-তেন না, সাহস তাঁহার মন উত্তেজিত করিত। তিনি নিম্নলিখিত গানটী বড় ভাল বাসিতেন এবং অনেক সময়ে মনের আবেগে গাইতেন।

গীত।

নাথ হে যে দিকে চাই
তোমারে দেখিতে পাই ;
তুমি দেব বিশ্বময় নিত্য নিরঞ্জন,
তোমার মহিমা পূর্ণ নিখিল ভুবন ;
তব শিল্প পত্র গায়, ফল ফুলে সমুদায়,
কুল কুলে নদী গায় তোমারি কীর্ত্তন ;
ঊর্দ্ধশির মহীধর, তোমা ভাবে নিরন্তর,
সাক্ষ্য দেয় রত্নাকর তোমারি সৃজন ;
দিবাকালে দিবাকরে, ব্রহ্মাণ্ড তিমির হ'রে,
সুধা করে সুধা করে জুড়ায় জীবন ;
অনল অনিল মাঝে, তব শক্তি সদা রাজে,
শক্তিমান সর্ব্বকাযে আছ সর্ব্বক্ষণ ;
তব শক্তি পেয়ে আমি, কার্য্য পথে অগ্রগামী,

জান তুমি অন্তর্যামী আমার মনন ;
তব শক্তি হারা হ'লে, বিশ্ব যায় কোথা চলে,
তবে কেন করি ভুলে বিপথে গমন ?
তব নামে রসনায়, পাপ তাপ দূরে যায়,
তুমি হে পাপীর বন্ধু অনাথ শরণ।

নরেন একদিন এই গানটী গাহিতেছেন, তাঁহার বন্ধু চারু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গানটী সমাপ্ত হইলে চারু বলিলেন, নরেন, তুমি ব্রহ্ম সঙ্গীত বড় ভালবাস, না ?

নরেন—কেন ?

চারু—এই যে গানটী গাইলে, এত পুরো ব্রাহ্ম-সঙ্গীত !

নরেন—ঈশ্বরের গান—এত সব শাস্ত্রে আছে, বেদে বল, বাইবেলে বল, কোরানে বল, কোথায় নাই ? কিসে নাই ? ঈশ্বর কি বিশ্ব ছাড়া ? না, কেবল তোমার আমার ? তিনি সব ধর্ম্মে আছেন, সব কর্ম্মে আছেন, তিনি তোমাতে আছেন, আমাতে আছেন, তৃতীয় ব্যক্তিতেও আছেন—তিনি সকলের। তাঁকে তুমিও গাও, আমিও গাই।

চারু—কিন্তু তুমি অনেক সময়েই গাও দেখি।

নরেন—গাই, মনে বল পাই, তাই গাই।

চারু—কি বল পাও ?

নরেন—অভুত পূর্ব্ব আশাতীত বল পাই।

চারু—কি রকম ?

নরেন—সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না ; তবে এই মাত্র জানি, সে বলে আমাকে কার্য্যে উত্তেজিত করে, আমাকে প্রত্যেক কার্য্যে অগ্রগামী করে ; সে বল না পাইলে আমি অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইতাম না, দিশেহারা হইতাম, এমন কি আমার জীবন পর্য্যন্ত কবে শেষ হইয়া যাইত—আমি সেই বলে বলীয়ান, সেই বলেই বাঁচিয়া আছি।

চারু—তোমার খুড়া মহাশয়ের খবর কি আজ কাল?

নরেন—সেই পূর্ব্বেরই মতন্; তাই ব'ল্‌ছিলাম, তিনি পদে পদে আমার সহিত যেরূপ শত্রুতা সাধন কর্‌ছেন, আমাদিগকে যেরূপ বিপদে ফেলিতেছেন, তাতে যদি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিতাম, তাঁহার বল যদি না পাইতাম, আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত, আমি কবে পাগল হইয়া যাইতাম। আমি সেই ভগবানের দয়া দুর্গে বাস করি, আমি কিছু ভয় করি না। আমাকে কেহ আক্রমণ করিতে পারে না।

নরেন আর চারু দুজনে কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় ভুলো পাগলা উপস্থিত হইল। নরেন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ভুলো, খবর কি?

ভুলো—খবর খারাপ, বড় খারাপ।

নরেন—কেন রে?

ভুলো—(চারিদিকে চাহিয়া) কাহাকে ব'লো না বাবা। তোমার বিরুদ্ধে একটা মস্ত পরামর্শ চল্‌চে।

নরেন—কে কে ক'র্‌চে?

ভুলো—সুবোধ চন্দ্র আর তোমার খুড়ো মশাই।

নরেন—তুই কি করে জান্‌লি?

ভুলো—সুবোধ আমাদের বাড়ীতে রোজ আস্‌চে যে।

ভুলো আর না দাঁড়াইয়া দুটো পয়সা নিয়ে চলে গেল।

চারুর বাটী হইতে চাকর ডাকিতে আসিল, তিনি চলিয়া গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নরেনের সত্যবাদিতা, সাহস ও তেজ।

বরানগরে সুবলচন্দ্র চন্দ্রের বাস। সুবল একজন ধনী সুবর্ণ বণিক। মোহনলাল তাহার একজন বন্ধু। সুবলের দুই পুত্র, মাণিকলাল ও জহরলাল। তাহাদিগের সহিত নরেনের অনেক দিন হইতে সখ্য ছিল। নরেন প্রায় মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন। এই সুবোল চন্দ্রের ভ্রাতা বলাইচাঁদ মরিবার সময় একখানি উইলপত্র সম্পাদন করিয়া যান। সেই উইলে নরেন একজন সাক্ষী ছিলেন। সেই উইলপত্রে সুবলের দুই পুত্রকে নগদ ১০০০৲ এক হাজার টাকা করিয়া দুই হাজার টাকা এবং অপরাপর ২।৩ জনকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিবার ব্যবস্থা ছিল। বক্রি সমস্ত সম্পত্তি ও টাকা বলাইয়ের কন্যা অমরাবতীর পুত্র সতীশচন্দ্র দৌহিত্র বিধায় ওয়ারিস ক্রমে পাইবেন বলিয়া উল্লিখিত ছিল। কিছু-দিন পরে সতীশচন্দ্র ঐ উইলের প্রোবেট পাইবার প্রার্থনায় জজ আদালতে দরখাস্ত করায়, ঐ দলিল আদালতে দাখিল করিবার জন্য সুবোলচন্দ্রের উপর এক নোটিস জারি হয়। সুবোলচন্দ্র বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন : ঐ আসল দলিল দাখিল করিলে, তাঁহার পুত্রেরা কেবলমাত্র ২০০০৲ দুই হাজার টাকা পাইবেন এবং বক্রি সমস্ত বাহিরের লোক পাইবে ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি আসল উইল সরাইয়া এক জাল উইল খাড়া করিলেন এবং ঐ জাল উইল আদালতে দাখিল করিলেন। তিনি নরেন ছাড়া অপর সাক্ষীদিগকে টাকা দিয়া হস্তগত করিয়াছিলেন। নরেনকে ২।৩ বার বাটীতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যাইতে সম্মত হয়েন নাই। ৪র্থ দিবসে, সুবোলচন্দ্র নিজে আসিয়া নরেনকে বাটীতে ডাকিয়া লইয়া যান রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। উপরের বৈঠক

খানায়, সুবোল, মোহনলাল, নরেন আর একজন ভোজপুরী যমদূতাকৃতি দরোয়ান। বাহিরে সরকারি রাস্তা, গ্যাসের আলো। বিটে একজন পাহারাওয়ালা ঘুরিতেছে।

সুবোল—দ্যাখ নরেন বাবু, তুমি আমার একজন আত্মীয়। তোমার খুড়া মোহনলাল বাবু আমার একজন বাল্য বন্ধু, আমার পুত্রদিগের সহিত তোমার বহুদিনের আলাপ, আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ; তোমাকে একটী কথা বলি, শুনিবে কি?

নরেন—কি বলুন।

সুবল—তুমি যদি কথাটী রাখ, তাহা হইলে আমি বলি;

নরেন—রাখিবার উপযুক্ত হয় অবশ্যই রাখিব, কেন রাখিব না?

সুবল—আমার অনিষ্ট হয়, এ বোধ হয়, কখনই তোমার ইচ্ছা নয়?

নরেন—আপনার অনিষ্ট ইচ্ছা কেন আমি করিব? জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আমি সর্ব্বদা প্রার্থনা করি।

সুবল—দ্যাখ, আমার ভাই বলাই মরিবার সময় যে উইল করিয়াছিল, তুমি তাহাতে একজন সাক্ষী ছিলে না?

নরেন—আজ্ঞে, হাঁ।

সুবল—(একখানি উইল সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া) দ্যাখ দেখি এই উইল কি না?

নরেন—(পাঠান্তে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) না, এ উইল নয়!

সুবল—কেন? কিসে বল্‌ছ নয়?

নরেন—আমি যে উইলে সাক্ষী, তাহাতে, আমার বেশ মনে আছে, দুই একজনকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নগদ টাকা দিয়া, বক্রি টাকা ও সমস্ত সম্পত্তি বলাই বাবুর দৌহিত্র পাইবে বলিয়া উল্লিখিত আছে।

সুবল—ইহাতে কি আছে দেখিলে?

নরেন—ইহাতে ত দেখিলাম আপনার ও আপনার পুত্র দিগের সমস্ত প্রাপ্য, দৌহিত্র ত একপ্রকার ফাঁক!

সুবল—(জাল উইল হস্তে তুলিয়া) দ্যাখ নরেন বাবু, তুমি এই উইলের মত সাক্ষী দিলে আমার বিশেষ উপকার হয়, আমি আশা করি তুমি অমত করিবে না। আমি তোমাকে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

নরেন—না মশাই মাপ করিবেন,আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারিব না।

সুবল—(মোহনলালের প্রতি) দ্যাখ হে ভায়া, তোমার ভাইপো কি বলে?

মোহন—দ্যাখ নরেন, সুবল বাবু যা বল্‌ছেন, তাতে তোমার আপত্তি কি?

নরেন—আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না।

মোহনলাল নরেনকে ঘরের একপ্রান্তে ডাকিয়া কাণে কাণে বলিলেন, দ্যাখ, তোমাদিগের এখন সময় মন্দ, যদি ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা এক সঙ্গে পাও, তাহাতে তোমার আপত্তি কেন?

নরেন—আমাকে যদি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় সেও ভাল, তবু আমি মিথ্যা কথা কহিব না।

[উভয়ে আসিয়া স্ব স্ব স্থানে বসিলেন।]

মোহনলাল—(সুবলকে বলিলেন) হাজার দশেক টাকা দিলে নরেন সম্মত হইতে পারে।

সুবল—আচ্ছা বেশ, তাই দিব, তুমি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে স্বীকার কর?

নরেন—আপনি আমাকে যত টাকা প্রলোভন দেখান না কেন, আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না।

সুবল—ও—রে—এ—ব—লা—আ। বলা—আজ্ঞে—এ—। সুবল—ক্যাস বাক্সটা নিয়ে আয় ত।

মোহন—(নরেনের প্রতি) নরেন, সুবল বাবু যাহা বলেন, তুমি শুনো, তিনি তোমার ভাল করিবেন, তোমাকে একেবারে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা দিতে সম্মত আছেন—তুমি অন্যমত করিও না।

ক্যাস বাক্স আনিলে, সুবল বাবু ১০০০০৲ টাকার নোট গুনিয়া নরেনের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

নরেন—কি! ও কি! আমি সামান্য টাকার জন্য মনুষ্যত্ব বিক্রয় করিব? আমি একজনের ন্যায্য আশায় বঞ্চিত করিয়া অপরের ভীষণ পাপকে প্রশ্রয় দিব? আমা হইতে তাহা কখনও হইবে না।

সুবল—(উঠিয়া) দ্যাখ বাবা, তুমি আমাকে রক্ষা কর; এই নোট কয়েকখানি লও, আর আমার জন্য দু একটা কথা বলিও।

নরেন—সে কি মশাই! আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি আপনাকে মান্য করি, আপনি কেমন করিয়া নীতি বিরুদ্ধ, আইন বিরুদ্ধ, অন্যায় কার্য্যে আমাকে অনুরোধ করিতেছেন? মাপ করুন, আমি পারিব না।

সুবল—(নরেনের হাত ধরিয়া) বাবা! আমাকে রক্ষা কর। তুমি না মনে করিলে, আমি যাহান্নবে যাইব; তোমাকে এই নোট কয়খানি লইতে হইবে।

সুবল বাবু হাতে নোট কয়খানি গুজিয়া দিলে, নরেন সেই গুলিকে জাজিমের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, আমাকে মাপ করুন, আমি সামান্য ধনের লোভে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পারিব না! আমি চলিলাম—আমাকে মাপ করুন।

সুবল—(সক্রোধে) কৈ হ্যায়?

দরোয়ান—খোদাবন্দ!

সুবল বাবু—এই বাবুকে ঠাণ্ডা ঘরমে লেযাও।

সুবলের একটু ক্ষুদ্র জমিদারি ছিল। যে প্রজা দুষ্টামি করিত, তাহাকে এই ঠাণ্ডা-ঘরে রাখিয়া শাস্তি দেওয়া হইত। এক ঘণ্টা পরে নরেন পুনর্ব্বার আনীত হইলে, সুবল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মত হইল ত?"

নরেন—(নির্ভীক চিত্তে) না, মত হয় নাই, হবেও না।

সুবল—তুমি জান, আমি তোমা অপেক্ষা বলশালী?

নরেন—জানি।

সুবল—তুমি জান, আমি তোমা অপেক্ষা ধনশালী?

নরেন—জানি।

সুবল—তুমি জান, তোমা অপেক্ষা আমার লোকবল, বুদ্ধি-বল বেশী?

নরেন—জানি।

সুবল—তুমি জান, তুমি এখন আমার বাটীতে?

নরেন—জানি।

সুবল—তুমি জান, তুমি এখানে একাকী?

নরেন—জানি।

সুবল—এখন মত হইল?

নরেন—না।

সুবল—(অসি হস্তে) তুমি জান আমি তোমাকে এখনি বিনাশ করিতে পারি? এই তলোয়ারে তোমার মুণ্ডপাত করিতে পারি?

নরেন—না, কিছুতেই না।

সুবল—কেন?

নরেন—যতক্ষণ ধর্ম্ম আমার সহায়, ততক্ষণ আপনি আমার কিছুই করিতে পারিবেন না—আমার মস্তকের একগাছি কেশও স্পর্শ করিতে পারেন না।

সুবল বেগতিক দেখিয়া নরেনের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, যাও

বাবা আজ যাও, অনেক রাত্রি হইয়াছে, কিন্তু আমার কথাটী মনে রাখিও আমাকে জলে ভাসাইও না, তুমি যা চাও আমি দিতে প্রস্তুত আছি। নরেন দুর্জ্জনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গৃহাভিমুখে ভোঁ দৌড় দিলেন। বাটীতে আসিয়া হাঁপ ছাড়িলেন।

জাল উইলের মোকদ্দমা।

উইলের মোকদ্দমা। আদালত ঘর লোকে লোকারণ্য। ভিড়ে গা গলাইবার যো নাই। আরদালি ও চাপরাশিগণ এক একবার চোপ চোপ করিয়া ভিতরে যাইতেছে আর বাহিরে আসিতেছে। লোকেরা তাহাদিগের মুখের দিকে চাহিতেছে ও আদালতের ক্ষমতা বুঝিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছে। আজ মস্ত মোকদ্দমা! অনেক টাকার মোকদ্দমা! উইল জাল! উভয় পক্ষে লোকজনের অভাব নাই, যথেষ্ট আসিয়াছে। উভয় পক্ষের সাক্ষী, কারপরদাজ, আমলা ও আত্মীয় স্বজন, উকিল, ব্যারিষ্টার, মোক্তার এবং বাহিরের লোকে আদালত ঘর পরিপূর্ণ।

মোকদ্দমা উঠিয়াছে। সাক্ষীগণের একে একে জবানবন্দি ও জেরা হইতেছে। জজ এক একবার ব্যারিষ্টার ও সাক্ষীর দিকে চাহিতেছেন আর ঘাড় হেট করিয়া হংস পুচ্ছ সঞ্চালন করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে সাক্ষী ও আত্মীয় স্বজন বাহিরে যাইতেছেন, উভয় পক্ষের ঘাড় ভাঙ্গিয়া ময়রার দোকানে বসিয়া সুন্দররূপ জলযোগ করিতেছেন। লুচি, কচুরি, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করিতেছেন, পান তামাক খাইতে-ছেন আর ফুর্ত্তি করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। পয়সার শ্রাদ্ধ! উভয় পক্ষের সর্ব্বনাশ!

ব্যারিষ্টার, উকিল ও মোক্তারগণ যাহা লইবার লইয়া পকেটযাত করিয়াছেন। সমস্ত দিন মোকদ্দমার পর দিন পড়িল। উভয় পক্ষের লোকগণ গাড়ীভাড়া করিয়া বাড়ীতে আসিলেন। গাড়ীর মধ্যে আদালতের

ঘুন, ঘোরাফেরা পেশাদারী সাক্ষীগণ হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া যে যার বিস্তার ও গুণপনার বাহির করিতে লাগিল। গাড়ীর ঘোড়াগুলা সারা-দিনের পর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘর পানে ছুটিল। সেই আস্তাবল-প্রিয় বেচারা ঘোড়াগুলার প্রাণপণ দৌড়ানতে এবং গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দে সাক্ষীদিগের দম বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহারা যত চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া বলিতেছে ঐ শব্দে সমস্ত ডুবিয়া যাইতেছে। তাহারা তবুও নিরস্ত নহে। বাহাদুরী একটা আলাহিদা জিনিস। প্রায় সকলে-রই আছে।

আদালতের ফেরত লোক সকল যে যাহার বাড়ীতে গেল। সকলেই স্ফুর্ত্তি করিয়া আহারাদি করিতে লাগিল। যে যাহার বন্ধুর নিকট মোকদ্দমা সম্বন্ধে কারদানি করিতে লাগিল। কাহারও আহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিল না। কেবল দুইটী লোকের মন ভাবনার দোলায় দোদুল্য-মান। তাহাদিগের আহার নিদ্রা একপ্রকার বন্ধ। কি হয় কি হয় সর্ব্বদা চিন্তা। একটী দরখাস্তকারী, অপরটী প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষের মুখ চুন! তাঁহার ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি কতই দুর্ভাবনা ভাবিতেছেন, কত সলা পরামর্শ করিতেছেন, কতরূপ ভীষণ ষড়যন্ত্রে পরিলিপ্ত হইতেছেন। তাঁহার পয়সার অভাব নাই, তিনি আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার জন্য যা তা করিতে প্রস্তুত।

তিন খুন—কি সর্ব্বনাশ!

নরেনের পশ্চাৎ লোক ফিরিতেছে। কি করে নরেনকে এই সংসার রঙ্গ ভূমি হইতে অপসারিত করিবে, তাহার চেষ্টা করিতেছে।

রাত্রি ৮টা বাজিয়াছে। নরেনের বাটীর নিকট ক্লবঘরে অনেকগুলি কৃতবিদ্য যুবক সমবেত। ক্লব ঘরটী রাস্তার উপর। হঠাৎ রাস্তার উপর একটী আওয়াজ হইল। জানালার ভিতর দিয়া গুলি আসিয়া

একজন ক্লবের মেম্বরের পৃষ্ঠে আঘাত করিল। তিনি বাবারে গেলাম রে বলিয়া চীৎকার করিয়া বেঞ্চির উপর হইতে মেজেতে পড়িয়া গেলেন। ক্লবের লোকসকল যেমন উঠিয়া তাঁহাকে তুলিতে আসিবেন, অমনি আর একজন দস্যু (গুণ্ডা) ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপর্য্যুপরি তিন চারিটী আওয়াজ করিল। সেই গুলির আঘাতে আরও দুইটী ভদ্রলোক ভূতলশায়ী হইলেন! নরেনের কিছু হইল না, তিনি অন্যদিকে ছিলেন। নরেনই লক্ষ্য ও বধ্য। ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ক্লবঘর ভীষণ চীৎকার শব্দে প্রতিধ্বনিত ও প্রকম্পিত! চারিদিক হইতে রাস্তার উপর এবং ঘরের ভিতর লোক জমিয়া গেল! ঘরের মেজেতে রক্তের নদী বহিতে লাগিল! রক্তের ঢেউ খেলিতে লাগিল। আহত মুমুর্ষুদিগের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে ও যন্ত্রণায় অতি পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরও মন বিগলিত হইল! উপস্থিত ব্যক্তিগণ সহজে এরূপ পৈশাচিক ও অমানুষিক ঘটনায় চমকিত হইল! তাহারা কি হইল কি হইল, সর্ব্বনাশ হইল, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আক্ষেপ করিতে লাগিল! চারিদিকে লোকে পুলিস পুলিস করিয়া ছুটিতে লাগিল! এই বীভৎস ও লোমহর্ষণ কাণ্ড দেখিয়া দু একজন মূর্চ্ছা যাইল! তাহাদিগকে ধরাধরি করিয়া তথা হইতে স্থানান্তরিত করা হইল!

মোকদ্দমায় সতীশের জয়।

ধর্ম্মই সাধুর সহায়। ধর্ম্ম ছাড়া আর তাঁহার কি আছে? নিষ্পাপ নির্দ্দোষ লোক অনেক সময়ে অন্যায়ভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন। সেটী কেবল পরীক্ষা মাত্র। যদিও ইহ জীবনে নির্দ্দোষের বিপদ ঘটে, পর-জীবনে যে তাঁহার সদ্‌গতি হইবে, তাহার ভুল নাই। পাপ দেখিতে সুন্দর, ভিতরে বিষপূর্ণ! তাহার ফল অবশ্য বিষময় হইবে! তাহার দণ্ড ইহ জগতে হউক আর পর জগতে হউক, অবশ্য হইবেই হইবে।

আদালতের সুবিচারে উইলখানি জাল বলিয়া সাব্যস্ত হইল। অনেক দিন মোকদ্দমার পর অনেক ব্যয়ের পর, সুবলচন্দ্র ফৌজদারি সোপর্দ্দ হইলেন। তাঁহার জেল হইল! তাঁহার ভ্রাতা বলাইয়ের দৌহিত্র সতীশ চন্দ্র মাতামহের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। এক নরেনের সাক্ষ্য হাকিম সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন—তাঁহার কথায় সতীশের জয় জয়কার। নরেনের প্রশংসা আর লোকের মুখে ধরিল না!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

শান্তিরামের বাটী—বিক্রী ও নরেনের বিদেশ যাত্রার সূচনা!

রজনী প্রভাত হইতে না হইতে, শান্তিরাম বাবু সদর দরজা খুলিতে না খুলিতে, তাঁহার বাটীতে একজন আগন্তুক প্রবেশ করিল। অপরিচিত ব্যক্তির পরণে একখানি থান, গায়ে একটী পিরাণ। পিরাণের ভিতর কোম্পানীর দত্ত সর্ব্বজয়ী চাপরাশ। চাপরাশ খানি কোমরে বাঁধা। কাঁধে একখানি চাদর পাট করিয়া ফেলা; কক্ষদেশে অনেক দিনের একটী পুরাণ ছাতা। তাহাকে দেখিয়া শান্তিরাম বাবুর মনে কেমন একটা আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে চাও?

আগন্তুক—এইটী কি শান্তিরাম বাবুর বাড়ী?

শান্তি—হাঁ, তুমি কোথা থেকে আস্‌চো?

আগন্তুক—আমি আদালত থেকে আসচি। শান্তিরাম বাবু কোথায়?

শা—আমার নাম শান্তিরাম বাবু।

পেয়াদা পকেট হইতে একখানি দরখাস্তের নকল ও সমন শান্তিরাম বাবুর হাতে দিয়া সহি লইল। শান্তিরাম বাবু দেখিলেন একমাস বাদে মোকদ্দমার দিন পড়িয়াছে। আবেদনপত্র পড়িয়া দেখিলেন যে নগেন মিত্তির সুদের সুদ ধরিয়া ১১০০০৲ টাকা দাবি করিয়াছে। নরেন্দ্র নীচে নামিলে শান্তিরাম বাবু পুত্রকে আবেদনপত্র ও সমন দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, তার আর ভাবনা কিসের? আমরা সত্য সত্য টাকা ধার করিয়াছি, টাকা দিব, না দিতে পারি, বাটী দেনার দায়ে বিক্রী হবে, তার আর ভাবনা কি বাবা?

শান্তিরাম—তা সত্য বটে বাবা। তুমি ত আর কি করে বাড়ী হোলো তা জানলে না? তুমি এই বাটীতে জন্মিয়াছ, জন্মিয়াই ইহাতে বাস করিয়া আসিতেছ, তুমি কেবল এইমাত্র জান। কি করে বাড়ী হোলো তা তুমি জান না?

নরেন্দ্র—টাকা দিয়া হইয়াছে?

শান্তি—টাকাটা কোথা থেকে এলো?

নরেন্দ্র—আপনি রোজগার করিয়াছিলেন।

শান্তি—রোজগারে কত কষ্ট তা কি তুমি জান? জানলে, কখনও বল্‌তে কি টাকা ধার করেছি, না দিতে পারলেই বাড়ী বিক্রী হবে, তার আর কি?

নরেন্দ্র—তা আর মন্দ কি বলেছি?

শান্তি—না, মন্দ কিছুই নয়! মন্দ আমার ভাগ্য! যে না মাছ ধরে, সে মাছ ধরার কষ্ট কি জানে? সে কেবল খাবার আস্বাদই বুঝে!

নরেন্দ্র—মন খারাপ করে কি হবে? উপায় কি?

শান্তি—যদি তোমার গায়ের রক্ত, টাকা, যাইত, তা হলে মায়া মমতা হইত! কত কষ্টে বাড়ী খানি হয়েছে যদি বুঝিতে পারিতে, চুপ করিয়া থাকিতে, কথা কহিতে না! এখন তোমার মতলবখানা কি বল দেখি?

নরেন—কিসের ?

শান্তি—তুমি বে ক'র্‌বে কি না ?

নরেন—না।

শান্তি—কেন বল দেখি ?

নরেন—বে করে খাওয়াব কি ? আপনি খাব কি ? যখন আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াতে পারবো তখন বিয়ে করবো।

শান্তি—(নালিসের দরখাস্তের নকল ও শমন দেখাইয়া) যদি বে কর্‌তে তা হলে এক রকম করে বাড়ী খানা রক্ষা করা যেতো।

নরেন—আমি ওরকমে বাড়ী রক্ষা কর্‌তে চাই না।

শান্তি—বাড়ী গেলে কোথায় থাক্‌বে ?

নরেন—আমি এখান থেকে চলে যাব।

শান্তি—আমাদের উপায় কি হবে ?

নরেন—ভাড়া বাড়ীতে থাক্‌বেন।

শান্তি—তুমি কোথায় যা'বে ?

নরেন—যেখানে সুবিধা মনে করিব, সেখানে যাইব।

শান্তি—আর দেশে আসিবে না ?

নরেন—না ; কখনও না—দেশের লোক যখন আমাদিগকে নানা রকমে তাড়াইয়া দিলে, তখন আর এখানে থাকিব না। যখন ঐ রকম বাড়ী ২।৪ খানা কর্‌তে পারবো তখন দেশে আসিব।

মোকদ্দমা চল্‌তে লাগলো, দিনের পর দিন পড়লো। উভয় পক্ষের খরচের অন্ত নাই—শেষ ডিক্রি হ'ল। আদালতের প্রকাশ্য নিলামে মোহন বাবু দাদার বাটী খরিদ করিলেন। আহ্লাদের সীমা রহিল না। আদালতের উকিল, মোক্তার, মুহুরী, পেয়াদাকে রজত খণ্ড দ্বারা আপ্যায়িত করা হইল। বাড়ীতে আসিয়া মা কালীর পূজা, সর্ব্বমঙ্গলার পূজা—জোড়া মহিষ বলিদান ; চারিদিকে ঢাক ঢোলের শব্দে কাণ পাতা ভার ! বাবুর

চেয়ে বাবুর মোসাহেবদের অধিক আনন্দ!—তাহারা জয় জয় শব্দে বাটী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। ছোটবাবুর বাহাদুরী আর ধরে না—তিনি দাদার বাড়ী খরিদ করিয়াছেন!

যাহারা শান্তিরাম বাবুর পক্ষীয় লোক তাহারা অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা শান্তিরাম বাবুর পূর্ব্বানুষ্ঠিত সৎকার্য্য সকলের উল্লেখ করিয়া অনেক আপসোস করিতে লাগিল।

বাটীর ভিতর নরেনের মা তারাসুন্দরী এই মর্ম্মাহত সংবাদে বাণাহতা মৃগীর ন্যায় মেজেতে পড়িয়া ছটপট করিতে লাগিলেন। অনেক লোকে বুঝিতে পারিল এত দিনের পর, মোহন বাবু ও তাঁহার স্ত্রী, হিংসার বাতি জ্বালাইয়া শান্তিরাম বাবুর ঘরটা পুড়াইয়া ছারখার করিল!

শান্তিরাম বাবুর দুঃখের আর অবধি রহিল না! কোথায় বাড়ীখানি মেরামত করিয়া ছেলের বিবাহ দিবেন—দশজন আত্মীয় স্বজন কুটম্বকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবেন; পুত্রের বিবাহ দিয়া গৃহে গৃহলক্ষ্মী আনিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করবেন, না, সে গুড়ে বালি—ছাই পড়লো! তিনি থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন; উজ্জ্বল সুখের জগৎ তাঁহার নিকট অন্ধকারময় দুঃখের সমুদ্র হইল! সংসারের সুধা ভাণ্ড তাঁহার নিকটে বিষভাণ্ডে পরিণত হইল! তাঁহার পাঁজরার হাড় কয়খানি যেন মড মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল! তিনি বাহিরের শত্রুতা ভিতরের শত্রুতা কতদিন সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মন কখনও এত খারাপ হয় নাই। আজ কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাংঘাতিক শত্রুতায় তাঁহার বাটীখানি নষ্ট হইল, এই ভাবনায় তাঁহার মন ছিঁড়িয়া গেল! তিনি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না! পর শত্রুর শত্রুতা সহ্য হয় কিন্তু জ্ঞাতি শত্রুর শত্রুতা, আত্মীয়লোকের শত্রুতা সহ্য হয় না! সে যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে বোধ হয়!

নরেন বাপমায়ের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন তিনি

সাধ্যমত তাঁহাদিগকে বুঝাতে লাগিলেন। তাঁহার ভগ্নী অমলাকে শ্বশুরালয় হইতে আনাইলেন; সে যত পারিল তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। চারু তাঁহার বন্ধু প্রত্যহ আসিয়া বুঝাইতে লাগিল। চারুকে নরেনের বাপ মা আপন ছেলের মত দেখিতেন। যে দিন এই দুঃসংবাদ শান্তিরাম বাবুর বাটীতে পৌছিল, সে দিন রাত্রি অতীব কষ্টে কাটিল। প্রাতে শান্তিরাম বাবু যেমন প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন, তেমনি গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন কিন্তু অপর সময়ে যে ভাবে, যে অবস্থায় যাইতেন, অদ্য সে ভাবে নয়, ভাবিয়া নরেন তাঁহার অলক্ষিতে পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। শান্তিরামবাবু প্রত্যহ যে ঘাটে যাইতেন, অদ্য সে দিকে গেলেন না। একটী নির্জ্জন ঘাটে গেলেন। ঘাটের চাতালে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রুবারি বিগলিত হইয়া তাঁহার পরিধেয় সিক্ত করিল। তিনি বোধ হয়, সংসারের মায়া একেবারে কাটাইবেন—কি করে কাটাইবেন, তাই ভাবিতেছেন, আর তাই অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। তিনি হাত যোড় করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে গঙ্গার নিকট স্থান ভিক্ষা করিতেছেন, শান্তির আলয় খুঁজিতেছেন তিনি বলিতেছেন—

"মা ভাগীরথি, জাহ্নবি; সুরধুনি গঙ্গে—মা পতিত পাবনি, ত্রিলোক তারিণি, অধম-নিস্তারিণি, তরল তরঙ্গে, মা—মা—মা—তোমার পায়ে কোটী২ নমস্কার—মা তুমি সকলের স্থান দাও, আমায় স্থান দিবে না? আমি কি পাপ করিয়াছি, কেন এত সংসার যন্ত্রণায় ভুগিতেছি, আমি সংসারের মায়া কাটাইতে পারিতেছি না! কেন পারিতেছি না? আজ পারিব—পারিব, নিশ্চয়ই পারিব। তুমি আমাকে স্থান দাও মা—স্থান দাও। তোমার কোলে শ্মশান ঘাটে নিত্য নিত্য কত লোক চিতায় ভস্মীভূত হইয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃত পায়। তুমি তাহা-

দিগের চিতা ভস্ম বহন করিয়া তাহাদিগের পাপ মোচন করিয়া দাও—আমার কি দিবে না মা ? আমি আজ সশরীরে তোর কোলে ঝাঁপ দিব মা ! মা কলুষ-নাশিনি, তোর কোলে নে মা—এই বলিয়া শান্তিরাম বাবু যেই জলে ঝাঁপ দিতে যাইবেন, পশ্চাৎ হইতে একজন যুবাপুরুষ তাঁহাকে সাপটিয়া ধরিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন, যে সে তাঁহার প্রাণের নিধি নরেন। নরেন, নরেন, বাপ নরেন, তুমি আজ আমার শান্তি পথের কণ্টক হইলে ! তোমার মায়া কাটাইতে পারিলাম না ! হা মায়াময় সংসার ! নরেন পিতাকে বাটীতে আনিলেন। নরেনের মুখে পিতার গঙ্গায় আত্ম বিসর্জ্জন-ব্যাপার শুনিয়া, তাঁহার মা, ভগ্নী, ছোট ভাই, প্রভৃতি সকলে কাঁদিতে লাগিল, পাড়াপ্রতিবেশী অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিল !

নরেন—বাবা, আপনি ত ছেলে মানুষ নন—আপনি অনেক দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন, আপনি বিপদে অত কাতর হইলে, ধৈর্য্য ধরিতে না পারিলে, আমাদিগের উপায় কি হবে ? মা মেয়ে মানুষ, আপনি তাঁহাকে না বুঝাইলে, তিনি ও অধীর হইবেন, সংসার কে রক্ষা করিবে ?

পিতা—আমার সর্ব্বস্ব গেল ! আমার মাথা রাখিবার ঘরবাড়ী গেল ! আমার পুত্র কন্যা কোথায় দাঁড়াবে ? আমি পথের ভিখারী হলাম ! আমার সংসারের সাধ মিটিল, আমার মরণই মঙ্গল !

পুত্র—কেন বাবা তোমার কিসের ভাবনা ? যতদিন আমি ও জ্ঞানেন্দ্র বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন তোমার সমস্ত বজায় আছে, তোমার কিছুই যায় নাই। আমি আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াইব, ভগবান আমার সহায় হইবেন, আমি তোমার পূর্ব্বের মতন বাটী ঘর,দুয়ার সমস্ত নূতন করিয়া তৈয়ার করিব, তোমার মান সম্ভ্রম সমস্ত রক্ষা করিব। তুমি দুঃখ করিও না বাবা।

মা—হ্যাঁরে নরেন, তুই না কি আমাদের ফেলে কোথায় পলাবি? তুই যদি পলাবি আমাদের কে রক্ষা করিবে?

পুত্র—কে বল্লে আমি পলাব?

মা—কেন, চারু বল্লে।

পুত্র—আমি পলাব না তোমাদের আশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া, তোমাদের অনুমতি লইয়া, তোমাদের বলিয়া কহিয়া, দিন কতক বাহিরে যাইব।

মা—কেন?

পুত্র—আমি একবার জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াতে চেষ্টা করিব। অর্থ উপার্জন করিতে যাইব—জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।

মা—তা কি এখানে থেকে হয় না? আমরা কি ক'রে তোকে চোখের আড়াল করিব?

পুত্র—আমি যেখানে যাই না কেন, তোমাদিগকে সর্ব্বদা চিঠি পত্র লিখিব, তাহার ভাবনা কি মা?

মা—তাও কি হতে পারে?

পুত্র—কেন?

মা—তোমার সেখানে ব্যারাম হলে দেখ্‌বে কে? তোমার সেবা শুশ্রূষা কর্‌বে কে? তুমি যে আমার নাড়ীছেঁড়া ধন বাবা, তুমি যে কখন বাহিরে যাও নাই, তোমাকে কখনও চক্ষের আড়াল করি নাই, তুমি বিদেশে যাইলে আমি কি করে বাঁচিব? তোমায় সেখানে কে দেখিবে?

পুত্র—জগদীশ্বর দেখিবেন—সেখানে বন্ধু বান্ধব দেখিবে। মা, ভাবনা কিসের? তুমি ভাবিও না।

মা—নরেন তুই আমাকে শিখাচ্ছিস, তুই যদি মা হোতিস্ আমি যদি তোর পুত্র হোতাম, আর তোর মত যেথা ইচ্ছা যাইতে চাহিতাম, তাহা হইলে বুঝিতে পারতিস্ মায়ের প্রাণ কি। মা যে কেন ছটফট করে, তা মা হলে বুঝিতে পারতিস্।

নরেন—মা! তুমি শক্ত হও, মন দৃঢ় কর ভাবনা করিও না!

মা—না, তা হবে না বাবা—তুমি ঘরের ছেলে ঘরে থাক বাবা, আমাদের যা হবার তা হোক। তোমাকে চখে দেখে আমরা শুকিয়ে মরি সেও ভাল। তোমার কোথায় গিয়ে কায নাই—আমরা না খেতে পাই সেও ভাল, তুমি ঘরে থাক।

পুত্র—মা তুমি অমন করছো কেন? তুমি বুঝিতে পারছো না, আমি ভালর জন্য যাচ্চি, আমি কোন মন্দ কায করিতে যাচ্চি না, ঈশ্বর অবশ্য আমার মঙ্গল করবেন।

মা—কোথায় যাবি সত্য করে বল দেখি শুনি?

পুত্র—বিদেশে।

মা—বিদেশে! ঘর বাড়ী ছেড়ে! ও মা—তা হবে না, তা হবে না!

পুত্র—কেন মা? ভয় কিসের? তুমি বাঙ্গালীর মেয়ে বলে অত ভয় পাচ্চ! ইউরোপের লোকে, ইংরাজের মেয়েরা কখন ও অমন ভয় করে না। তারা, দেখ্‌তে পাওনা, ছোট ছেলেদের বিলাতে রেখে মা বাপ সকল এখানে অনায়াসে কাজ কর্ম্ম করচে! কোন ভাবনা চিন্তা নাই।

মা—ও মা! কার বাড়ীতে যাবি, কোথায় থাক্‌বি, কি খাবি? তুই ত কখন ঘরের বাহির হ’স নাই বাবা!—তোর শরীরে কি অত কষ্ট কখনও সহ্য হবে?

পুত্র—মা আমি ত সামান্য লোকের ছেলে, ইউরোপে কত রাজ রাজড়ার ছেলে, বিদেশে গিয়া কাজ শিখ্‌ছে, চাকুরি কর্‌ছে, কত না কষ্ট কর্‌চে। এই ভাখ না, রুসিয়ার জার পিটার দি গ্রেট, ছুতোরের কায কর্‌তে, জাহাজ গড়া শিখতে, বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছিল! আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছেলেরা জাহাজের খালাসি হইয়া জাহাজে জাহাজে ঘুরিয়াছে! বিলাতে ছেলেরা লেখাপড়া শেষ করিয়া বহুদর্শিতা, লাভের জন্য, কত দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভাবনা কি মা? তুমি আমাকে

বাধা দিও না। তোমার আশীর্ব্বাদে আমার ভাল হবে—নিশ্চয়ই ভাল হবে। আমি ঘরে বসে থাক্‌লে কে আমাকে খেতে দেবে মা?

মা—তবে আমি তোর সঙ্গে যাব।

নরেন—তুমি এখন কোথায় যাবে মা?

মা—কেন তুই যেখানে যাবি, সেখানে যাব।

নরেন—আমি আগে গিয়ে স্থির হয়ে বসি, বাড়ী ঘর দোর করি, তবে তোমাকে নেযাব।

মা—সে ত অনেক দিনের কথা বাবা,আমি এখন কি করে থাকবো?

নরেন—মা, তুমি ব্যস্ত হইও না, আমি শিগ্‌গির নিয়ে যাব।

মা—তা তুমি যখন একান্ত বিদেশে যাইবে বলিতেছ, আমি তোমার কি বলিব, তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, তোমার বুদ্ধি, জ্ঞান, আক্কেল হইয়াছে, তুমি যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবে—কিন্তু তোমাকে না দেখ্‌তে পেলে আমাদের প্রাণ সর্ব্বদা ব্যাকুল হইবে, এইটী মনে রাখিও। বাবা নরেন! দেখ তুই আমার অঞ্চলের নিধি! তোকে ছেড়ে কেমন করে থাক্‌বো ব'লতে পারি না। তুমি কখনও অবাধ্য নও জানি, আমার একটী কথা রাখতে হবে বাবা!

নরেন—কি মা?

মা—কাল সকালে বাটীতে থেকো তোমাকে দেখ্‌তে আসবে।

নরেন—আবার কেন বের জন্য চেষ্টা করচো? আমি ত বলেচি এর পর বিবাহ করিব, ঘর সংসার করিব, সব করিব, তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর। আমি আগে মানুষ হই, আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াতে শিখি। সব করিব।

মা—আমাদের কথা শুন, তোমার ভাল বই মন্দ হবে না—আমরা সর্ব্বদাই তোমার হিতৈষী।

নরেন—তা বেশ, আমি কাল সকালে ঘরে থাকিব—তারা দেখে যাক কিন্তু এখন বে করব না।

পরদিবস প্রাতে ঝামা পুকুর হইতে হারাধন বসু মহাশয় নরেনকে দেখিয়া যাইলেন। ছেলে দেখিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ মত হইয়াছে। তিনি ১০।১২ হাজার টাকা দিতে সম্মত। অমন ঘর, বাপ মা বর্ত্তমান, ছেলে রূপে গুণে সমান, এম্ এ বি, এল্—কেন না দিবে?

বৈকালে চারু আর নরেন বসিয়া কথা কহিতেছিল ভুলো পাগলা নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে নরেনদের বাটীতে উপস্থিত। ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা ধিন ধিন্ ধিন্—নরেন বাবুর বিয়ে হবে, আমায় খেতে দিন। আমি ত ছাড়ব না, ভুলো পাগলকে দিতেই হবে বাবা। এই বলিয়া নৃত্য। নরেন চারুকে বল্লেন, এই দেখ দাদা, মজা দেখ। এই বলিয়া নরেন চারিটী পয়সা হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যারে ভুলো তুই জান্‌লি কি করে, আমার বিয়ে হবে? ভুলো বল্লে, কেন বাবা, আমাদের বাড়ীতে তোমার শ্বশুর গিয়েছিল। কখন রে? কাল সকালে। তারপর? তোমার কথা ছোট বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল? তার পর? ছোট বাবু কিছু বল্‌লে না? ভুলো পাগলা ঘাড় হেঁট করিয়া থাকে, কিছু বল্‌তে চাহে না। সে হাত উঁচু, পা ফাঁক করিয়া, মুখে, চড়ক ড্যা ড্যাং ড্যাং, চড়ক ড্যা ড্যাং ড্যাং, ট্যাং ট্যাং ট্যাং, চড়ক ড্যা ড্যাং ড্যাং, বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ঘরের কথা কিছু বলিতে চাহে না। নরেন পয়সা চারিটী দেখাইয়া বল্‌লেন "ঢাখ এই পয়সা রয়েছে, তারপর 'ক হ'ল, না বল্‌লে দিব না।" পাগল কোন মতেই বলে না, আবার নাচিতে লাগলো—ধিন, ধিন, ধিন, তা ধিন ধিন, ধিন, বড় বাবুর বিয়ে হবে আমায় কিছু খেতে দিন—নরেন আবার বল্‌লেন, "এই দ্যাখ পয়সা, শিগ্‌গির বল, এখনি পয়সা দিব তুই আপিং খাবি। না বলিস চলে যা, পয়সা দিব না।" তখন ভুলো বল্‌লে ঘোষজা মশাই বল্‌লেন, "ছেলেটা

ভাল নয়—ছেলেটার স্বভাব খারাপ, মদ খায়।” তার পর? তার পর তোমার শ্বশুর মুখ ভার করিয়া আসিয়া গাড়াতে উঠিলেন। নরেন চারুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, শুন্‌লে ত? চারু বলিলেন পাজি লোকের দশাই ওই! কথায় বলে, পরের ভাল করতে পারবো না, মন্দ কর্‌ব কি দিবি তা বল, এ তাই! নরেন ভুলোকে চারিটী পয়সা দিলেন, সে খুসী হয়ে চলে গেল। চারু—এ ভুলো পাগল কে? নরেন—ছোট কর্ত্তার সম্বন্ধি; আমার চর। আমি ওকে আপিং খাবার পয়সা দি, ও গোলাম।

চারু—ও বে আর হবে না, ওতে শনি লাগলো!

নরেন—ভালই আমি ত অনেক দিন বলেছি যে আমি যে পর্য্যন্ত না আপন পায়ে দাঁড়াতে পারবো, সে পর্য্যন্ত বিয়ে করবো না। আমি শ্বশুরের টাকা চাই না—আমি আপনার রোজগারের টাকা চাই। তবে মায়ের পীড়াপীড়িতে, পাত্র হয়ে বর দেখা দিয়াছিলাম মাত্র। চারু দাদা, কাল, একবার আমাদের বাড়াতে এস, ভুল না।

চারু—কেন?

নরেন—কাল, আমরা এবাড়ী থেকে উঠে যাব—তুমি একবার এস আমাদের বিদেয় করে দিয়ে যেও, ভাই!

চারু—সে কি? নিশ্চয় আসবো। কাল আবার আস্‌বো না!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শান্তিরাম বাবুর পৈত্রিক ভদ্রাসন পরিত্যাগ।

জগৎ যেমন চিরকাল ঘুরিয়া থাকে, তেমন দিন দিন ঘুরিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে ঘুরিতেছে, আজও ঘুরিতেছে, আপনার পথে চলিতেছে; কাহারও জন্য এক দণ্ড অপেক্ষা করে না। সূর্য্য যেমন দিন দিন উঠিয়া থাকে, জগৎ আলোকিত করে, লোকের মন প্রফুল্ল হয়, মুখে

হাসির জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে, তেমন আজও উঠিয়াছে, লোকের মন আনন্দিত হইয়াছে, মুখে হাসি দেখা দিয়াছে; কুসুম যেমন দিন দিন ফুটিয়া সৌরভ বিতরণ করে, তেমন আজও করিতেছে; প্রতি প্রাতে যেমন প্রাণারাম বায়ু ঝির ঝির করিয়া বহিয়া শরীরের স্পর্শ সুখ প্রদান করে, তেমন আজও করিতেছে; পক্ষিগণ যেমন প্রাতে সঙ্গীত লহরীতে গগন ভাসাইয়া দেয়, তেমন আজও দিতেছে; জাহ্নবী যেমন সূর্য্যালোকে হাসিতে হাসিতে তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে খেলিতে থাকে তেমন আজও খেলিতেছে। ইহারা যেমন প্রত্যহ আপনার কায সারিয়া চলিয়া যায়, তেমন আজও যাইবে, কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবে না, ভাবিবে না।

ইহারা ভাগ্যবানের সুখ দিতে আইসে। ভাগ্যবান ইহাদিগের নিকট সুখ পান, আমোদ পান, প্রাণের আরাম পান। কিন্তু যে অভাগা সে ইহাদের নিকট কোন সুখ পায় না! ইহারা তাহার বিষ তুল্য! শান্তিরাম বাবুর বাটীতে সূর্য্যদেব উদয় হইয়াছেন, প্রাতঃসমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছে, প্রাঙ্গণে ফুল ফুটিয়াছে, সৌরভ ছুটিতেছে, বাটীর বৃক্ষে বিহঙ্গমগণ সুললিত সঙ্গীত করিতেছে কিন্তু কিছুতেই শান্তিরাম বাবুর সুখ নাই—শান্তি নাই! যাহার মন পুড়ে, তাহার শান্তি কোথায়? যে কমলার কটাক্ষে বঞ্চিত, যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাহার ঐহিক সুখ কোথায়? শান্তিরাম বাবু গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া চক্ষুর জলে ভাসিতেছেন থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন! আজ পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন তাই ভাবিতেছেন!

নরেন—বাবা—বাবা?

বাবা—নীরব।

নরেন—বাবা—বাবা?

বাবা—কেন বাবা?

নরেন—তবে গাড়ী আনি?

বাবা—(একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আন।

৮।১০ খানি গরুর গাড়ী আসিলে বাড়ীর সমস্ত মাল পত্র তাহাতে বোঝাই দেওয়া হইল। বাড়ীর চাকর গদাধর ঐ সকল গাড়ী ছাপাজাৎ করিয়া নূতন বাসা বাড়ীতে লইয়া গেল। সে অনেকদিনের পুরাতন চাকর, সে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল। কর্ত্তা কাঁদিতে-ছেন, গিন্নী কাঁদিতেছেন, কন্যা পুত্র কাঁদিতেছে, পাড়াপ্রতিবেশী যাহারা ভাল লোক, কাঁদিতেছে, বাড়ীতে কান্নার হাট বসিয়া গেল! বাড়ীতে ২।৩টী দুগ্ধবতী গাভী ছিল, তাহাদের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল! একটী টিয়ে পাখী ও একটী ময়না ছিল, তাহারাও যেন শোক সাগরে ভাসিতে লাগিল! ময়নাটি থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, "কোথা যাব—কোথা যাবো?" এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া নরেনের মনও চঞ্চল হইল। তিনি এতক্ষণ কাঁদেন নাই, আর থাকিতে পারিলেন না। চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। দু এক ফোটা জল মাটিতে পড়িল। সকলের মুখে যেন একটা দুঃখের কালিমা ছাইয়া ফেলিল!

সমস্ত মালপত্র বোঝাই হইয়া চলিয়া গেলে পর, দুই খানি ঘোঁড়ার গাড়ীতে বাটীর মেয়ে পুরুষ সকলে উঠিলেন। যাইবার সময় কাহারও চক্ষে আর জল ধরিল না! সকলে সতৃষ্ণ নয়নে বাটীর দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল! গাড়ী হু হু শব্দে দৌড়ল কিন্তু প্রাণ সরিতে চাহিল না!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শরৎ বাবুর সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান।

শান্তিরাম বাবুর পুরাতন বন্ধু শরৎ বাবু এতদিন ভাবিয়াছিলেন, যে তাঁহার বন্ধু শান্তিরাম বাটী খোলোসা করিয়া সচ্ছন্দে বাস করিতেছেন।

শান্তিরাম বাবুর বাটীতে ডাকাতি হইয়া শরৎ বাবুর প্রদত্ত ১১০০০, এগার হাজার টাকা অপহৃত হইয়াছে, ইহা শরৎ বাবু আদৌ জানিতেন না। এইক্ষণে বন্ধুর এই বিপদ বার্ত্তা শুনিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া বন্ধুর বাড়ীতে আসিয়াছেন। আসিয়া দেখেন বন্ধু আর সে বাড়ীতে নাই, কোথায় স্থানান্তরে উঠিয়া গিয়াছেন। তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক অনুসন্ধানে বন্ধুর নূতন বাসা বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বাহিরের দরজায় আসিয়া শান্তি—শান্তি—শান্তি করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শান্তি আসিয়া দরজা খুলিবা মাত্র দেখিলেন তাঁহার পুরাতন বন্ধু শরৎ বাবু। চারি চক্ষুর মিল হইল, উভয়ে উভয়ের গলা ধরাধরি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে জ্ঞানেন্দ্র আসিয়া উভয়কে বাড়ীর ভিতরে আনিয়া বসাইলেন।

শরৎ বাবু—ব্যাপার কি? এখানে কেন? বাড়ী খোলোসা হয় নাই?

শান্তিরাম—না।

শরৎ—কেন? আমি যে টাকা দিয়াছিলাম, তাহাতে ত বাড়ী ঋণ-মুক্ত করিবার কথা।

শান্তি—বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছিল।

শরৎ—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অঁ্যা—অঁ্যা—অঁ্যা। ডাকাতি! কবে?

শান্তি—তুমি যে দিন টাকা দিয়ে গিয়াছিলে!

শরৎ—সেই দিনই! কি করে সন্ধান পেলে?

শান্তি—লোক আছে, ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট জান না!

শরৎ—(উৎকণ্ঠিত ভাবে) কে—কে—অঁ্যা—অঁ্যা—ভাই—গুণধর ভাই নাকি?

শান্তি—তা বৈ কি—আবার কে? তুমি কি তাকে জান না?

শরৎ—জানি না আবার? খুব জানি—সেটা ত বড় পাজি, তোমার সঙ্গে আমার বাল্যকাল হইতে বন্ধুত্ব আছে বলিয়া হিংসায় মরে—কতবার

আমার অনিষ্ট করতে চেষ্টা করিয়াছে। ছাড়িয়াছে কি ? তার মত পাজি এ বিশ্ব জগতে আছে কি ?

শান্তি—তা দেখ তোমরা, আমি আর কি বল্‌ব ? আমাকে হাড়ে মাসে পুড়িয়ে খেলে।

শরৎ—তা যাগ গে, সে ছুঁচোর কথা ছেড়ে দাও, সে আপনার পাপে আপনি ডুবে মর্‌বে, আপনার হিংসায় আপনি পুড়ে মরবে।

শান্তি—(একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) তা ত বুঝলাম—এখন আমাকে যে অকূল দরিয়ায় ভাসালে!

শরৎ—(একটু সংযত ভাবে) এখন আমাকে কি কর্‌তে হবে বল দেখি ? নরেন কোথায় ?

শান্তি—(উচ্চৈঃস্বরে) ওরে—গ—দা—ও—গ—দা।

গদা—আজ্ঞে, যাই।

শান্তি—শিগ্‌গির আয়।

গদা—কি কর্‌বো ? কেন ডাক্‌ছিলেন ?

শান্তি—যা বড় বাবুকে এখানে শিগ্‌গির ডেকে দে—ব'ল্‌গে আপনার জেঠা মশাই শরৎ বাবু ডাকিতেছেন।

গদা ডাকিয়া দিলে, নরেন আসিয়া শরৎ বাবুকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল, তিনি মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এস বাবা এস বেঁচে থাক—মনের সুখে থাক। তোমাকে দেখিলেই আমার বড় আনন্দ হয়।

নরেন কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

শরৎ বাবু—দেখ ভাই শান্তি ! যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন একটা কায করগে ?

শান্তি—কি বল ?

শরৎ—তোমার ছেলেটীকে আমি অনেক দিন হইতে পছন্দ, মনোনীত করিয়া রাখিয়াছি—আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দাও না ?

শান্তি—বিয়ে দিব কি, আমার ছেলের বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছে নাই।

শরৎ—কেন ?

শান্তি—সে বলে. আমি নিজে রোজগার করিয়া বিবাহ করিব, আমি শ্বশুরের পয়সা লইব না।

শরৎ—সেটা কি ভাল কথা ? ও ত বোকা ছেলের কথা।

শান্তি—কি কর্‌বো বল ভাই। আমার ত একান্ত ইচ্ছা ছেলেটীকে এখন বিবাহ দিয়া দেনাপত্র সব চুকাই ; আমার যে দুঃসময় যাচ্ছে, তা বলবার নয়।

শরৎ—হাঁা—হাঁা—সেই ত ভাল। সেই ত বুদ্ধির কায—কে আপনার প্রাপ্য ছেড়ে থাকে বল ? তুমি ছেলের বিয়ে দাও, আমি বরং মোহনকে বলিয়া, উপরোধ অনুরোধ করিয়া, যাতে তোমার বাড়ী খানি ফিরাইয়া দেয় তাহার চেষ্টা করি। টাকা সমস্ত আমি দিব তার জন্য তোমার ভাবনা নাই

শান্তি—মনা কি বাড়ী ফেরত দিবে মনে করেছ ?

শরৎ—যদি বেশী টাকা দি তাহলেও দিবে না ?

শান্তি—বোধ হয় ত না—ওকি সেই রকম লোক ?

শরৎ—কেন বল দেখি ?

শান্তি—ওতে যে আমার নাম গন্ধ আছে। আমার উপর বড় আক্রোশ—হিংসায় জ্বলে মরে—ভয়ানক শত্রু—ভয়ানক শত্রু !

শরৎ—দেয় কি না দেয়—আমি বুঝবো এখন ? তুমি ছেলের বিয়ে দিবে কি না বল ?

শান্তি—আমি কি করে বলব ভাই ?

শরৎ—কেন তুমি বাপ, তোমার কথা শুন্‌বে না ?

শান্তি—কি জানি ভাই, এখনকার ছেলে পিলে ওরা কি কা'র কথা রাখে?

শরৎ—কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

শান্তি—সে দিন ঝামা পুকুরের হারাধন বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহের এক সম্বন্ধ আসিয়াছিল। মেয়েটী মন্দ নয়; হারাধন বাবু নিজে ছেলে দেখিতে আসিয়া ১২ ১৩ হাজার টাকা দিতে নিজের মুখে স্বীকার করিয়াছিলেন। আর সে বে হলে ত আমার বাড়ী খানা রক্ষা হতো, তা হল না।

শরৎ—কেন?

শান্তি—ছেলে বিয়ে কর্‌লে না।

শরৎ বা—কি বল্‌লে?

শান্তি—সে বল্‌লে আমি নিজে রোজগার করে বিয়ে কর্‌বো—শ্বশুরের টাকা লইব না—শ্বশুরের ধনে কে কোথায় বড় লোক হয়। আমি গরিবের মেয়ে বিবাহ করিব—গরীবকে কন্যা দায় হইতে রক্ষা করিব।

শরৎ বা—তারপর? এখন যে বাড়ী খানা গেল! কোথায় দাঁড়াও বাবা!

শান্তি—সে তা কিছু বুঝে না।

শরৎ বাবু—কি বলে?

শান্তি—সে বলে, বাড়ী যায় যাক—আমি বাড়ী নিজে কর্‌বো।

শরৎ বাবু—কর্‌বেন যত আমি বুঝতে পারছি—আজ কাল যে বাজার! কত এম্ এ, বি এ, গড়াগড়ি যাচ্ছে—পেটের ভাত হওয়া দায়! যে দিন কাল পড়েছে! ওর কোন বন্ধুকে দিয়ে বলাও না? কি বলে দেখ না?

শান্তি—আচ্ছা তুমি বলছ, তাই কর্‌বো।

শরৎ—কবে আমি খবর পাবো?

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

চারু ও নরেন।

শান্তিরাম বাবু নরেনের বন্ধু চারু দ্বারা নরেনকে বিবাহে সম্মত করিবার জন্ত বলিলেন। চারু নরেনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শরৎ বাবুর মেয়েকে বিবাহ করিবার মন আছে ?

নরেন—না।

চারু—কেন ?

নরেন—খাইবার সংস্থান নাই, বিবাহ কি করিয়া করিব ?

চারু—সে বিষয় তোমায় ভাবিতে হইবে না। শরৎ বাবু তোমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিবেন।

নরেন—ভাই, চারু, তুমি একজন কৃতবিদ্য যুবাপুরুষ হইয়া কি করে উপায়হীন ব্যক্তিকে বিবাহে অনুরোধ করিতেছ ?

চারু—আমি স্ব ইচ্ছায় বলিতেছি না, তোমার বাপ মায়ের অনুরোধে বলিতেছি, তাঁহারা বলেন এই দিন কাল! এখন শ্বশুর যদি একটা শ্বশুরের মত হয়; একটা মুরুব্বি হয়, তোমার সমস্ত ভার গ্রহণ করে, তাহা হ'লে তোমার আপত্তি কি ?

নরেন—আপত্তি খুব। আমি যত দিন না পয়সা রোজগার করিয়া আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াতে পারিব, ততদিন বিবাহ করিব না।

চারু—তোমার বাপ মায়ের কষ্ট, তাঁরা বলেন তুমি বিবাহ করিলে তাঁরা সুখী হইবেন।

নরেন—বাপ মায়ের আর্থিক কষ্ট দূর করিবার জন্ত আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি। আমি দুবেলা দুইটা ছেলেকে পড়াই ১০০৲ একশত টাকা পাই। ঐ টাকা মায়ের হাতে আনিয়া দেই। মাঝে মাঝে স্কুল

পাঠ্য বহির অর্থ পুস্তক লিখিয়া যাহা কিছু পাই, তাও মায়ের হাতে দেই। তাহাতে আমাদের সঙ্কুলান হয় না, আমাদের যে কষ্ট সেই কষ্ট, দুঃখ আর ঘুচে না! অধিক টাকা না হইলে সংসারে কোন মতে সচ্ছলতা হইবে না; ইহার উপর আবার বিবাহ!

চারু—এই দিন কাল, তুমি অধিক টাকা কি ক'রে উপার্জন ক'রবে? ভগবান পুটুলি বাঁধিয়া তোমার সাম্‌নে ফেলে না দিলে, তুমি আর রাশি রাশি টাকা পাচ্চো না।

নরেন—"উদ্‌যোগিনং পুরুষ সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি" আমি আমার আপনার যত্নে, পরিশ্রমে, বুদ্ধিতে টাকা রোজগার করিব। পরের উপর নির্ভর করিতে যাইব কেন? আমি কি মানুষ নয়?

চারু—আমি কি ব'লছি তুমি মানুষ নয়, তুমি গরু? আমি তা ব'লছি না, আমি বলছি তোমার মা বাপকে একটু সন্তুষ্ট কর।

নরেন—আমি কি বাপ মাকে সন্তুষ্ট করি না? আমার সাধ্যমত সন্তুষ্ট করিতে ত্রুটি করি?

চারু—তঁাদের ইচ্ছা তোমার বৌ আসিয়া তঁাদের সেবা শুশ্রূষা করে, ঘর সংসার দেখিয়া লয়।

নরেন—ঘর সংসার ত ভারি! তার আবার দেখিয়া লইবে কি? এখন আর সে সেবাদাসীর দিন নাই। একটা পরের মেয়েকে গ্রহণ করে তাকে খেতে দিতে পারবো না, এর চেয়ে অপরাধ আর কি হতে পারে? আবার যখন ছেলেপিলে হবে, তখন ত কষ্টের অবধি রহিবে না! তার চেয়ে একটা ঝি রাখিয়া দিব সে মায়ের সেবা করিবে।

চারু—তুমি সব কথা কাটিয়ে দিচ্ছ দেখি। তোমার মত আর বোকা নাই! তুমি সংসারে বড়ই অনভিজ্ঞ। এমন সুযোগ ছাড়তে আছে? যার মেয়ে সে একজন দস্তুরমত ধনী লোক; তাহার পয়সার অভাব নাই;

সে, তাহার মেয়ের জন্য যত টাকা লাগে দিবে, তোমার তাতে ভাবনা কি?

নরেন—আমি আপনার পরিশ্রমে যাহা উপার্জন করিব, তাহাই আমার ভোগ্য। আমি পরের টাকা চাই না।

চারু—আচ্ছা তুমি যদি প্রশস্ত ভাবে, উদার ভাবে, ভাব, তাহা হইলে ঐ টাকা লইতে আপত্তি হইতে পারে না।

নরেন—কি রকম?

চারু—বিবেচনা কর, তুমি তাঁহার মেয়েকে নাই বিবাহ করিলে; তিনি একজন অপর লোক, তৃতীয় ব্যক্তি, তাঁহার অনেক টাকা আছে, তিনি কেবল সুখ ভোগ করিবেন, আর তুমি যে গরীব হইয়া খাইতে পাইবে না, এ ত উন্নত নীতির কথা নহে। আজকাল ইউরোপে ও আমেরিকায় অনেক সম্প্রদায় হইয়াছে। তাঁহারা বলেন,—"একজন যে প্রচুর ধন সম্পত্তি দ্বারা কেবল সুখ সম্ভোগ করিবে, আর অপর লোকে যে কেবল দুঃখের সাগরে ডুবিয়া মরিবে, ইহা কখন তাঁহাদিগের যুক্তি সঙ্গত ও মতানুমোদিত নহে।" তার পর তুমি তাঁর ধন জোর ক'রে নিচ্ছ না, তিনি তোমায় স্বেচ্ছায় দিতে চাচ্চেন, তাতে তোমার আপত্তি কি? তিনি তোমায় ভালবেসে দিতে চাচ্চেন, তাতে তুমি কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? তুমি তাঁহার জামাই, পুত্র স্থানীয় হইবে, অর্থ গ্রহণে আপত্তি কি?

নরেন—আমার আপত্তি খুব। আমি ও রকম টাকা চাই না।

চারু—কেন? কেন হে, এত অগ্রাহ্য কেন?

নরেন—অগ্রাহ্য নয়, আমি পরের টাকা চাই না, আমি নিজে যাহা রোজগার করিতে পারিব, তাই আমার ভোগ্য।

চারু—বেশ, শরৎবাবু তোমার পিতার বন্ধু, তোমাদের বিশেষ

আত্মীয়, তুমি তাঁহার এবং তোমার পিতার অনুরোধে তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ কর? তোমায় টাকা লইতে হইবে না।

নরেন—তার পর? আমি খাইব কি? আমার স্ত্রীকে খাওয়াইব কি?

চারু—তুমি রোজগার করিয়া খাওয়াইবে, তুমি ত লেখা পড়া শিখিয়াছ তোমার ভাবনা কি?

নরেন—লেখা পড়া শিখিলেই যদি ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইত; কিন্তু তাহা ত নয়।

চারু—তবে কি ভাই?

নরেন—ভাবনা ষোল আনা। আমাদিগের দেশে অনেকে মনে করেন, লেখা পড়া শিখিলেই, কিম্বা বয়স হইলেই বিবাহ করা উচিত; কেহ বলেন বংশ রক্ষার জন্য বিবাহ অত্যাবশ্যক। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।"

অনেকে বলেন ঐ এক গণ্ডূষ জলের জন্য পিতৃপুরুষ হাঁ করিয়া আছেন, সুতরাং বিবাহ অনিবার্য্য। তাহা ঠিক নয়, ও সব অন্ধ-বিশ্বাসী দেশাচার-ভক্ত বাঙ্গালীর কথা।

চারু—তবে কি?

নরেন—যত দিন আমরা পয়সা না করিতে পারি, স্ত্রী পুরুষের ও সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণের উপযুক্ত আয় করিতে সমর্থ না হই, ততদিন আমাদিগের বিবাহ করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে।

চারু—তুমি কি বল বিবাহ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নহে?

নরেন—ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হইতে পারে, তা না হইলে তিনি কেন স্ত্রী পুরুষের সৃষ্টি করিলেন?

চারু—তবে তুমি বিবাহ কেন করিবে না? এক পয়সার অভাব

তোমার আপত্তি; কিন্তু সে অভাব তোমার শীঘ্র দূর হইবে; তোমার ন্যায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোকের কখনই কষ্ট হবে না। তুমি বিবাহ কর।

নরেন—(হাসিতে হাসিতে) তুমি কোন্ ভাবের বিবাহ করিতে বলিতেছ?

চারু—কেন? সকলে যে ভাবে করিয়া থাকে, আমাদিগের দেশে যেমন হইয়া থাকে।

নরেন—কোঁৎ (comte) তিন প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন "civil contract, Religious marriage and Chaste marriage" ইহার মধ্যে তুমি কোন্ প্রকার বিবাহ করিতে বল? যদি Chaste marriage করিতে বল, তাহা করিতে পারা যায় কিন্তু তাহাতেও পয়সা খরচ আছে।

চারু—Chaste marriage টা কি?

নরেন—কোঁৎ বলেন, বিবাহ কর, কিন্তু শারীরিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিও না; ইহার নাম "Chaste Marriage"

চারু—তবে একটা ফুল গাছ বিবাহ করিলেই ত হয়?

নরেন—তাতে ক্ষতি কি? সে ও ত আমাদের দেশে আছে?

চারু—আছে বটে, অন্য ভাবে।

নরেন—যাই হোক।

চারু—তবে তুমি বিবাহ করিবে না?

নরেন—না, নিশ্চয়ই না। আমি অর্থাভাবে কতকগুলা দরিদ্রের সৃষ্টি করিব না। যতদিন না আপনি উপযুক্ত হইব, পয়সা করিতে পারিব, আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াইতে শিখিব, ততদিন কখনই বিবাহ করিব না, আপনার গলায় আপনি ফাঁস পরিব না, পরের গলগ্রহ হইব না।

নরেন—"জীবন সংগ্রাম, নাহিক বিরাম,
চল অবিরাম যুদ্ধ ক্ষেত্রে ধাই,
মরণ বাঁচন, অদৃষ্ট লিখন,
দেখিব কেমন পাই কি না পাই ?"

চারু নরেনকে বিবাহে সম্মত করিতে না পারিয়া চলিয়া আসিলেন এবং নরেনের পিতার নিকট সমস্ত বলিলেন। নরেনের পিতা শরৎ বাবুকে বলিয়া পাঠাইলেন, পুত্র এখন বিবাহ করিবে না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

নৌকা ডুবি !

নরেনের ছেলে পড়ান কার্য্যটী গিয়াছে, এইক্ষণে নরেনদের বড়ই কষ্ট ! নরেন একটা কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছেন, কি করে এই সংসার চালাইবেন ! কি ক'রে এই বৃদ্ধ পিতা মাতার জীবন রক্ষা করিবেন ? কি ক'রে ছোট ভাইকে লেখাপড়া শিখাইবেন ? কি করে আপনাদিগের মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবেন ? নরেন গভীর চিন্তায় মগ্ন ! তিনি যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া আছেন ! এমন সময়ে কে যেন নরেনের কাণে কাণে বলিয়া গেল "নরেন, ভাবিও না, তুমি তোমার মূল-মন্ত্র যপ কর, নিশ্চয় ভাবনার কূল পাইবে।" নরেনের চটকা ভাঙ্গিল, তিনি কেদারা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন ! তাঁহার মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—"জীবন-সংগাম, নাহিক বিরাম,
চল অবিরাম যুদ্ধক্ষেত্রে ধাই,
মরণ বাঁচন, অদৃষ্ট লিখন,
দেখিব কেমন পাই কি না পাই ? ॥"

নরেন, তখন বলিতে লাগিলেন, "সংসার সমুদ্রে হাল ছাড়িব না, ছাড়িলেই ডুবিয়া যাইব। আমি আমার জীবনের মূল মন্ত্র কেবল যপ করিব। শরীর সুস্থ, মন প্রফুল্ল, এবং বুদ্ধি স্থির রাখিব। এই তিনটী ঠিক রাখিতে পারিলেই অবশ্য কার্য্যে জয়লাভ করিব। শরীর সুস্থ না হইলে পরিশ্রম করিতে পারিবনা, মন ভাল না থাকিলে, কার্য্যে আগ্রহ হইবে না এবং বুদ্ধি বিকৃত হইলে গন্তব্যপথে যাইতে পারিব না। এই বিপদের সময় দেখিতে পাই মহাপুরুষদিগের জীবনই আমার একমাত্র সহায়। আমি তাঁহাদিগের জীবনে দেখিতে পাই, তাঁহারা কখনই বিপদে ভীত হয়েন নাই, যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। এই বিপদ সময়ে সদ্গ্রন্থই আমার প্রধান সহায়।"

নরেনদের আজ দুই তিন দিন অর্দ্ধাশন বা অনাহার! বড়ই কষ্ট! তিনি একখানি সংবাদপত্রে দেখিলেন, যে ঢাকার একটী মহকুমার একটী পল্লীগ্রামে একটী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে। নরেন সময় নষ্ট না করিয়া দরখাস্ত করিলেন! দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে তিনি কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন।

নরেন কলিকাতার লোক, পল্লীগ্রামে গিয়াছেন। তথাকার রাস্তা ঘাট, লোকজন, জলবায়ু, আহার সামগ্রী, বাসগৃহ মনোমত না হইলেও কি করিবেন? অভাবের নিকট কোন বিচার নাই। তিনি অম্লান বদনে কার্য্য করিতে লাগিলেন! একরকম করিয়া কষ্টে স্বষ্টে সংসার চলিতে লাগিল। নরেন বিদেশে গিয়া ও আপন স্বাস্থ্য রাখিতে ভুলেন নাই। তিনি প্রত্যহ রীতিমত ব্যায়াম করিতেন।

কিছুদিন পরে নরেনের বাটী হইতে চিঠি আসিল, তাঁহার মাতার সঙ্কটাপন্ন পীড়া, তিনি তাঁহাকে দেখিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। পত্রপাঠমাত্র নরেন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা

করিলেন। ঘাটে আসিয়া দেখিলেন নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। দু এক জন করিয়া যাত্রী উঠিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকা নদীর মধ্যস্থলে আসিতে না আসিতে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া চারিদিক অন্ধকার হইল! আরোহী ও মাঝী মাল্লাদিগের মনে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হইল! আরোহিগণ মধুসূদনের নাম যপ করিতে লাগিলেন আর এক একবার আকাশের পানে তাকাইতে লাগিলেন! আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল! দু এক ফোঁটা জলসহ বাতাস ও উঠিল। দেখিতে দেখিতে দুর্জ্জয় পদ্মায় তুলারাশির ন্যায় ঢেউ ছুটিতে লাগিল! সেই ঢেউ পর্ব্বতাকৃতি ধারণ করিয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর বেগে দৌড়াইতে লাগিল! ক্ষুদ্র নৌকাখানি তরঙ্গ মধ্যে কোথায় ডুবিয়া গেল!

দেবীপুর গ্রামে একটী যুবক একটী বালিকার হস্ত ধরিয়া গমন করিতেছেন। বালিকা ও যুবা উভয়ে দুর্ব্বল ও কাতর!

বালিকা—আমি আর চলিতে পারি না।

যুবক—তোমার বাড়ী এখান থেকে কতদূর?

বালিকা—আর বেশী দূর নয়।

যুবক—তোমার বাড়ীতে কে কে আছে?

বালিকা—মা, বাপ, ভাই সবই আছে।

যুবক—তুমি কোথায় গিয়াছিলে?

বালিকা—আমি মামার বাড়ীতে গিয়াছিলাম।

যুবক—কার সঙ্গে আসিতেছিলে?

বালিকা—আমাদের চাকরের সঙ্গে আসিতেছিলাম।

কিয়দ্দূর আসিয়া উভয়ে একটী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাটী হইতে একটী স্ত্রীলোক লাবণ্যকে দেখিতে পাইয়া, দৌড়িয়া আসিলেন, এবং বলিলেন, "হ্যাঁ রে লাবণ্য, তোর দশা কেন এমন? তোকে ঝড় খেকো কাকের মত দেখ্‌চি কেন?"

লাবণ্য—নীরব !

লাবণ্যের মা কন্যার হাত ধরিয়া বলিলেন—"তোর মুখ চোক ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছে, কি হয়েছিল বল্‌তো ?"

লাবণ্য—(কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি জলে ডুবে গিয়াছিলাম !

মা—কোথায় রে ? অ্যাঁ—অ্যাঁ—কোথায় রে ?

লাবণ্য—পদ্মায় ।

মা—ও মা ! কি সর্ব্বনেশে কথা রে ! তারপর ?

লাবণ্য—তারপর একটী বাবু আমাকে রক্ষা করেছেন ।

মা—তিনি কোথায় ?

লাবণ্য—তিনি বাহিরে।

মা—নন্দা কোথায় ?

লাবণ্য—সে কোথায় গিয়াছে বল্‌তে পারি না, বোধ হয় ডুবে গিয়েছে !

এমন সময় ব্রাহ্মণ কোথায় গিয়াছিলেন, বাটীতে আসিয়া কন্যাকে তদবস্থায় চাকর শূন্য একাকী দেখিয়া বলিলেন, এ কি ! তুই কখন এলি ? নন্দা কোথায় ? তোর চেহারা অমন কেন ?

ব্রাহ্মণ সমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া নরেনকে যৎপরোনাস্তি আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং আহারের জন্য বিশেষ যত্ন করিলেন। নরেন মায়ের পীড়া বশতঃ কলিকাতার বাটীতে শীঘ্র শীঘ্র আসিতে হইবে বলিয়া চলিয়া আসিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মুদির দোকান।

নরেন বাটীতে আসিয়া দেখিলেন মা শয্যাগত। উঠিবার শক্তি নাই, চিঁ চিঁ করিতেছেন। নরেন ডাকিলেন, মা! মা! সেই মা শব্দ জননীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করিল। হৃদয়ে সঞ্জীবনী সুধা প্রদান করিল। অত কষ্টেও তিনি চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন তাঁহার নাড়ীছেঁড়া ধন নরেন। জননীর অর্দ্ধেক কষ্ট দূর হইল। তিনি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেন, বাবা এসেচিস্"

নরেন—হঁ্যা, এসেছি, তোমার ভাবনা কি মা, তুমি এখনি সেরে যাবে এখন।

কিয়দ্দিবস পুত্রের সেবা শুশ্রূষায় মা আরোগ্য লাভ করিলেন, পূর্ব্ববৎ দেহে বল পাইলেন। কিন্তু নরেনের যে কষ্ট সে কষ্ট! কষ্ট আর ঘুচে না। তিনি অতি কষ্টে একটী টুইসন্ যোগাড় করিলেন আর একটী মুদি খানার দোকান খুলিলেন।

নরেন প্রাইবেট টিউসন করিতে লাগিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে মুদির দোকান চালাইতে লাগিলেন। মুদির দোকানের পুঁজি কম। তিনি আপনার টুইসনের টাকা হইতে মাসে মাসে কিছু টাকা উহাতে ফেলিতে লাগিলেন।

বিশ্বনাথ ওরফে বিশু দত্ত তাঁহার একজন সহপাঠী, তিনি নরেনের সঙ্গে এম, এ পাশ করিয়াছিলেন। তিনি সুশীলের একজন পরম বন্ধু। সুশীলদের বাটীতে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। তিনি একজন অহঙ্কারী, অভিমানী, হিংস্রক যুবা পুরুষ। তিনি সুশীলের বন্ধু বলিয়া অনেক সময়ে নরেনকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি একদিন নরেনকে বলিলেন, "কি হে মুদি ভায়া?"

নরেন—(হাসিতে হাসিতে) কি বল ভাই ?

বিশু—আমাদিগের ধারটার দিও হে।

নরেন—তোমরা বড় লোক, তোমাদের ত পয়সার অভাব নাই, তোমরা কেন ধারে খাবে ভাই ?

বিশু—(বক্র গ্রীবায়) তবু বল্লুম, যদি দরকার হয়।

নরেন—যদি দরকার হয়, আমি কি আর তোমাদের ফিরিয়ে দেব ?

সে দিন বিশু হাসতে হাসিতে চলিয়া গেল। এই মুদির দোকান লইয়া, সুশীলদের বাড়ীতে অনেক কথা উঠিত, অনেক ঘোটাঘোঁট হইত। সুশীলের মা বলিলেন, আমাদের শেষে মুদির বংশ বলিয়া পরিচয় দিতে হবে ? ছি, ছি, লজ্জার কথা ! ঘৃণার কথা ! নরে এত লেখাপড়া শিখে কর্‌লে কি ? পিতামোর নাম ডুবুলে ; গলায় দড়ি ! মুদির দোকান ! ছি ছি !

সুশীল—(লম্ফ দিয়া) মা, মা, ত্থাখ, নরে আবার এক দিন চৌকিতে ব'সে দাড়ী পাল্লা ধরে জিনিস বিক্রি করে।

মা—ওর চেয়ে ম্যাথরের কাজ কর্‌লে না কেন ? সে ত অনেক ভাল ছিল। অনেক পয়সা পেত ?

সুশীল—ত্থাখ মা, নরের একটু লজ্জাও কর্‌লে না ?

মা—আরে ছ্যা ছ্যা, ওর যদি এত পয়সার দরকার হয়েছিল, ও আমার কাছে এল না কেন ? আমি ওকে মাসে মাসে কিছু করে দিতে পারতাম। এ রকম বংশের মুখ পোড়াবার দরকার কি ?

যেমন গুণবতী মা, তেমন গুণধর পুত্র। পুত্রও তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "ওকে আবার টাকা দিবে ? ও ম'রে গেলেও নয়।"

আর একদিন বিশু দত্ত নরেনকে দোকানে দেখিয়া উপহাস করিয়া বলিলেন,—"কি মুদি ভাই, সিকি পয়সার ত্যাল দেবে ?" নরেন নম্র ভাবে কহিলেন, অ্যাত ঠাট্টা কেন ভাই ? আমি গরীব বলে ?"

বিশু—তুমি গরীব কিসের? তুমি বড় লোক হবে বোলে ত দোকান খেঁদেচো?

নরেন—অত ঠাট্টা কেন হে? মুদির দোকান করে কে কবে বড় লোক হয়?

বিশু—এই মুদির দোকান এর পরে আড়ত হবে, ভাবনা কি?

নরেন—সে জগদীশ্বরের ইচ্ছা।

বিশু—তাই ব'লচি।

নরেন—তোমরা উকিল ব্যারিষ্টার হবে, তোমাদের ভাবনা কি ভাই? গরিবকে তা বলে কি অত ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে হয়?

বিশু—তোমার একটু লজ্জা হ'ল না?

নরেন—কেন ভাই? কিসের লজ্জা?

বিশু—তুমি কোন্ লজ্জায় মুদিখানার দোকান করলে? আমাদের সকলের মুখটা পোড়ালে?

নরেন—তোমাদের মুখ আমি পোড়াব কেন ভাই? আমি কে?

বিশু—তুমি এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের একজন এম, এ।

নরেন—এই অপরাধ!

বিশু—এর চেয়ে আর কি অপরাধ হতে পারে? তুমি খুন করলেও আমি তোমাকে এত দুষিতাম না? এ আমাদের সকলের মুখ পুড়িয়ে দিলে! লোকে ব'লবে, 'কিছু যোটে না, এম এ গুলো মুদির দোকান করে খায়' আমাদের লেখা পড়ার গুমোরটা আর কোথায় রইলো? সর্ব্বনাশটা করলে?

সে দিন ছ্যা ছ্যা বলিয়া বিশু চলিয়া গেলেন।

পর দিবস আসিয়া বিশু দেখিলেন যে দোকান ঘরের মাথায় নরেন একখানি সাইন বোর্ড টাঙাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে লেখা "শ্রীনরেন্দ্র নাথ ঘোষ এম, এ।" বিশু সাইন বোর্ড দেখিয়া একেবারে তেলে

বেগুনে জ্বলিয়া গেলেন! তিনি আর থাকতে পারিলেন না। নরেনকে কতকগুলা অযথা কটুকাটব্য বলিলেন।

নরেন—আমাকে ভাই কেন বৃথা তিরস্কার করিতেছ? আমি কিছু দোষ করি নাই।

বিশু—(ক্রুদ্ধ হইয়া) তুমি দোষ কর নাই? একশবার দোষ করিয়াছ! সহস্র বার দোষ করিয়াছ! তুমি আবার মুখ নাড়িয়া কথা কহিতেছ? তুমি ছোট লোক তাই লজ্জা নাই! আমাদের সকলের সর্ব্ব-নাশ কর্‌লে!

বিশু রাগে গর গর কর্‌তে কর্‌তে চলে এল। কিয়ৎক্ষণ পরে চারু নরেনের দোকানে আসিলে তিনি তাহাকে বিশুর ব্যবহারের কথা সমস্ত কহিলেন। চারু বলিলেন, ও ছোট লোকের কথা ছাড়িয়া দাও, আমি উহাকে বিশেষ জানি; ও একটা অহঙ্কেরে, হাম বড়া ষ্টুপিড। তুমি মনে কিছু কষ্ট করিও না। ওর গালি বা নিন্দাকে তুচ্ছ করিও। মনটাকে একটু উঁচু করিও, তা না হলে এই হিংসা, দ্বেষ,নিন্দাপূর্ণ সংসারে টেঁকিতে পারিবে না।

চারুর গীত।

(ভাই) মন্‌টা একটু উঁচু কর না,
পাবেনা পাবেনা তুচ্ছ যন্ত্রণা;
কেবা তোমা ভালবাসে, কেবা তোমা মন্দ ভাষে,
তাতে কিবা যায় আসে কাণ দিও না;
কত শত মন্দ হায়, নালায় বহিয়া যায়,
ভালর কি ক্ষতি তায়; সে ভয় করে না;
চড়িয়া কর্ত্তব্য রথে, যাত্রা কর সোজা পথে,
ধর্ম্মকে লইবে সাথে অন্ত দিকে চেও না;

তব কার্য্য পূর্ণ হবে, অভীষ্ট স্থানেতে যাবে,
শত্রু তব দূরে রবে, কাছে আসবে না;
নিন্দায় সে কিবা হবে, যে যারে নিন্দা করিবে,
আপনি মনে ভুগিবে বিষের যন্ত্রণা!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নরেনের রেঙ্গুন-যাত্রার কথায় মায়ের দুঃখ ও খুড়ী মায়ের সর্ব্বনাশ।

নরেন ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেবা শুশ্রূষা দ্বারা মাকে পীড়া মুক্ত করিলেন। তাহাকে দেখিয়াই মায়ের অর্দ্ধেক পীড়া দূর হইয়াছিল।

নরেন, এখন আর সে নরেন নাই। নরেন, এখন কর্ম্ম ক্ষেত্রে জীবন-সংগ্রামে মত্ত! নরেন প্রত্যহ প্রত্যূষে ঈশ্বরের নাম লইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন। হস্ত-পদ-মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক ছাত্র পড়াইতে যান। দশটার সময় আহার করিয়া কলিকাতার এ সওদাগর আপিস ও সওদাগর আপিস করিয়া বেড়ান। দশজন বাবুর সহিত আলাপ করায়, তাঁহারা তাঁহাকে অনেক সন্ধান বলিয়া দেন। তিনি সেইমত দরখাস্ত করিয়া সাহেব সুবো দিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন। পকেটে ৮।১০ খানি লেখা দরখাস্ত মজুত থাকিত। এইরূপে একটী সওদাগর আপিসের বড় সাহেবের সহিত নরেনের আলাপ হইল। তিনি তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রেঙ্গুনে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। দুইশত টাকা বেতন আর শতকরা ১০৲ টাকা কমিশন। নরেন বাটীতে আসিয়া মাকে সমস্ত বলিলেন। মা, পুত্রের সাগর-পারে যাইবার কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"হাঁ রে নরেন, কলিকাতার এত লোকের

চাকুরি হচ্চে, তোর আর একটা হোল না? তুই কি না কোথায় সাত সুমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে চাক্‌রি কর্‌তে যাবি? তোর চাক্‌রিতে কাজ নাই, আমরা ঘরে শুকাইয়া মরিব, সেও ভাল। তোর রেঙ্গুন ফেঙ্গুন যেতে হবে না। তুই ঘরের ছেলে ঘরে থাক, তোর মুখ দেখ্‌লে আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হবে। তুই সে দিন পদ্মায় ডুবে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে এসেচিস্‌, আবার সুমুদ্দুর পার হবি! ও মা! হ'ল কি। তোর কোন্ দেশী কথা!

গিন্নী কর্ত্তার নিকট ছেলের রেঙ্গুন যাত্রার কথা বলিলেন, কর্ত্তা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। গিন্নী বলিলেন, চুপ করিয়া রহিলে যে? কর্ত্তা বলিলেন, কি বল্‌বো? যে ঘরের বাহির হয় নি কখন, সে কোথায় বিদেশে যাবে তাই ভাবছি!

গিন্নী—আমি তোমাকে ব'লছি, তুমি কখনই মত দিও না। তুমি মত দিলেই ও যাবে।

গিন্নী ছেলের রেঙ্গুন যাত্রার কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার গঙ্গাজল তাঁহার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিলেন। গঙ্গাজলকে গঙ্গাজল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন ভাই গঙ্গাজল ভাল আছ ত?"

গঙ্গাজল—(বিমর্ষভাবে) বড় ভাল নয়!

গঙ্গাজল—কেন?

গঙ্গাজল—ছেলে বিদেশে যাবে ভাই, তাই, ভেবে আকুল হচ্ছি!

গঙ্গাজল—কোন্ ছেলে?

গঙ্গাজল—কেন, নরেন, আর কে।

গঙ্গাজল—কোথায় যাবে?

গঙ্গাজল—কে জানে ভাই, কি রেঙ্গুন না কেঙ্গুন যাবে!

গঙ্গাজল—কেন?

গঙ্গাজল—সেখানে নাকি চাকৃরি পেয়েছে।

গঙ্গাজল—তা বেশ ত। তার আর ভাবনা কি?

গঙ্গাজল—বাছা আমার কি করে সাগর পার হবে! কোথায় থাকৃবে! কোথায় খাবে! কোথায় শোবে!

গঙ্গাজল—তার আর ভাবনা কি ভাই? এই আজ কাল কত লোকে রেঙ্গুন যাচ্চে। আমাদের পাড়ার দুটো তিনটে ছেলে রেঙ্গুনে গেছে, তারা বেশ কায কর্ম্ম কর‍্ছে, ঘরে টাকা পাটাচ্চে, তাদের এখন বেশ সুখ সচ্ছন্দ।

গঙ্গাজল—তা হলেও ভাই, আমি কিন্তু নরেনকে পাঠাতে পারবো না। আমি কখনই তাকে যেতে দিব না।

গঙ্গাজল—সে কি ভাই গঙ্গাজল! ব্যাটা ছেলে, ওরা দেশ বিদেশে যাবে না ত কে যাবে? ঘরের ভিতর মেয়ে মানুষের মত চুপ করে বসে থাকৃবে?

নরেনকে তথায় আস্তে দেখে তাহার মাতা গঙ্গাজলকে বলিল, ঐ নরেন আস্‌ছে—তুমি বলনা ভাই?

নরেন—(হাসতে হাসতে) কি, কেমন আছেন? আপনি কখন এলেন?

গঙ্গাজল—এই আস্‌ছি বাপ। তুমি ভাল আছত?

নরেন—হ্যাঁ, এক রকম আছি।

গঙ্গাজল—তুমি নাকি রেঙ্গুন যাচ্ছ?

নরেন—হ্যাঁ, যাচ্চি।

গঙ্গাজল—(হাসিতে হাসিতে) তোমার মায়ের বড় আপত্তি যে।

নরেন—কেন?

গঙ্গাজল—তিনি বলেন, "কোথায় বিদেশ বিভূয়ে যাবে—আমি দেখ্‌তে পাব না!

নরেন—সেটা মায়ের বুঝিবার ভুল। আজ কাল ত রেঙ্গুন ঘর হইয়াছে। কত বাঙ্গালী যাচ্ছে. তার আর ভাবনা কি?

গঙ্গাজল—নাই বা গেলে বাবা, মায়ের কথা ফেল্‌তে আছে, কি?

নরেন—(হাসিতে হাসিতে) এবার আর গঙ্গাজলে ভয় কর্‌বো না, সাগর জলে যাব, দেখি কি হয়? মায়ের আশীর্ব্বাদ থাক্‌লেই আমি সর্ব্বজয়ী হব। আমার সাগরে, বিদেশে, ঝড়ে, তুফানে, কিছুই হবে না। আমি আবার মায়ের কাছে ফিরে আস্‌বো। মায়ের আশীর্ব্বাদ-ইষ্ট-কবচ গলায় বেঁধে চলে যাব।

চারুকে আসিতে দেখিয়া গঙ্গাজল ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন।

চারু—কি ব্যাপার হে ভায়া?

নরেন—ব্যাপার ভাল।

চারু—তুমি না কি রেঙ্গুন যাচ্চ?

নরেন—হ্যাঁ।

চারু—কেন?

নরেন—কায পেয়েছি।

চারু—কি কাজ?

নরেন—সওদাগর আপিসে।

চারু—কি কর্ত্তে হবে?

নরেন—স্যাণ্ডারসন্ কোম্পানীর এজেণ্ট হয়ে যাচ্চি।

কথা কাণে হাঁটে। নরেনের কর্ম্ম হইয়াছে, এই কথা তাঁহার খুড়ী মায়ের কাণে উঠিল। তাঁর বুক ফাটিয়া গেল। তিনি যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর আবার কর্ম্ম হবে! ওকে আবার লোকে কর্ম্ম দিবে? যে ২৪ ঘণ্টা মদে চুরচুরে, হুঁস নাই, সে কায ক'রবে কি

করে ! যার মরণ সে দিবে। যারা খুড়ী মায়ের হাতের লোক, খোসামুদে, তারা খুড়ী মায়ের সুরে সুর মিলাইয়া বল্‌তে লাগলো, মা গো, অমন ছেলেকে আবার কোন্ যোমরা চাকৃরি দিবে ? মাতাল বেশ্যাসক্ত মিথ্যা-বাদী, জুয়াচোর ওর আবার চাকৃরি ! যারা একটু স্বাধীনচেতা, একটু বুদ্ধিশুদ্ধি নিয়ে ঘর করে, তারা বল্‌লে, হবে না কেন ? অমন ছেলে, এম, এ, পাশ করেছে, মূর্খ ত আর নয়, স্বভাব চরিত্র ভাল, কেন হবে না ?

জগতে যার ছেলে খারাপ, সে পরের ছেলেকে মন্দ দেখে ; যার পরিবার খারাপ সে পরের পরিবারকে মন্দ বলে। পাণ্ডু রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সকলই হরিদ্রাবর্ণ দেখে। যে নিজে যেমন সে পরকেও তেমন ভাবে। সুশীলার ছেলে মন্দ, তিনি সকলের ছেলেকে মন্দ দেখেন। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' ।

দয়া নাপ্তিনী মোহন বাবুর স্ত্রী সুশীলার নখ কাটিতে, তাঁহাকে আল্‌তা পরাইতে আসিয়াছে। নখ কাটিতে কাটিতে ছোট বৌ জিজ্ঞাসা ক'রলে, হ্যাগা নাপ্তে বৌ, নরেনের নাকি চাকৃরি হয়েছে ?

নাপ্তিনী—(হাসিতে হাসিতে) হাঁ্যা।

ছোট বৌ—(মুখখানা ফিরাইয়া) ওর আবার চাকৃরি হবে ?

নাপ্তিনী—(মুখের দিকে চাহিয়া) না গো ছোট মা, সত্যি সত্যি চাকৃরি হয়েছে।

ছোট মা—কোথায় ?

নাপ্তিনী—কি ও রেঙ্গুন না ফেঙ্গুন বলে বাপু, সেখানে।

ছোট বৌ—কে করে দিলে ?

নাপ্তিনী—নরেন বাবু আপনি যোগাড় করে নিয়েছে।

ছোট বৌ—ইস্ ! তা হলে, আর ভাবনা থাকতো না। ও সব মিছে, মিছে, মিছে। তোরাও যেমন বিশ্বাস করিস্ ওরাও তেমন বলে।

ছোট বৌ রাগে, হিংসায়, ক্রোধে নরেনের কুৎসা করিতে করিতে

যেই পা সরাইয়া লইয়াছে, অমনি ডান পায়ের ক'ড়ে আঙুলের নখটা নরুনে কাটিয়া গেল। হু হু করিয়া রক্ত পড়িল। ছোট বৌ সিহরিয়া উঠিল। হিংসার ফল হাতে হাতে ফলিল! নাপ্তিনী মনে মনে হাসিতে লাগিল। ছোট বৌ খানিকক্ষণ আঃ উঃ করিয়া আঙুলে জলপটি বাঁধিল! চোক থেকে দু এক কোঁটা জলও পড়িল; জ্বালার চোটে নাপ্তে বৌকে ও দু এক কথা শুনাইয়া দিল। তাহাকে আহাম্মুখ, গাধা বলিয়া তিরস্কার করিল।

নাপ্তিনী—(মজা দেখিবার জন্য) না গো মা চাকরি সত্যি সত্যি হয়েছে।

ছোট বৌ—(চটিয়া লাল) নে ও কথা রেখে দে ত। তুই যেমন আজগুবি খবর আনিস, তোর ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই।

নাপ্তিনী—না ছোট মা, আমি কি তোমার কাছে মিথ্যে কথা কচ্চি।

ছোট মা—সত্যি কি মিথ্যে তুই জান্‌লি কি করে?

নাপ্তিনী—কর্ত্তা বাবুকে, দাদা বাবু, চাকরির কাগজ দ্যাখাচ্ছিলেন।

ছোট মা—কবে?

নাপ্তিনী—কাল বৈকালে।

ছোট মা—না রে না, তোরা ত বুঝিস না, ছেলেটা কোথায় ইয়ার্কি মার্‌তে যাবে, পাঁচটা বয়াটে ছেলের সঙ্গে যুটে, হুজুগ কর্‌চে; এর পর শুনিস্। চাকরির কথা না বল্‌লে বাপ মা যেতে দিবে কেন? তাই চাকরি চাকরি রব তুলেছে।

নাপ্তিনী—না—না; ছোট মা, আমি বল্‌ছি তার চাকরি হয়েছে, দুশ টাকা মাহিনা হয়েছে, আর কমিসন না কমিসন্, কি আছে বাপু জানি না, তাই পাবে। মাসে ৪।৫ শ টাকা পাবে।

ছোট মা—(চম্‌কে উঠিয়া) ইস্! তুই যে খুব লম্বা লম্বা কথা বল্‌ছিস্?

নাপ্তিনী—না গো ছোট মা, জাহাজ টাহাজ সব ঠিক হয়ে গেছে। কাল যাবে।

ছোট মা—(আর সহ্য করিতে না পারিয়া) চাক্‌রি হ'ক, বাক্‌রি হক, যা বলিস তা বল্, মোদ্দা মাইনে পাবে না, দেখে নিস্ !

এই বলিয়া ছোট ঠাক্‌রুণ তথা হইতে মুখ ভার করিয়া পড় পড় করিয়া চলিয়া গেলেন। নাপ্তে বৌ দেখিয়া অবাক ! আপনা আপনি বলিতে লাগিল, বাবা ! এমন জ্ঞাতিত্ব ! এমন হিংসা কোথায় ত কখন দেখিনে ! শুনেছিলাম একজনের ছেলে নাকি মুন্‌সেফ্ হয়েছিল। তার শত্রু কখনও তাহা বিশ্বাস করিত না। আর বিশ্বাস করিলেও মনে মনে রাখিত, মনে মনে পুড়িত, মুখে শত্রুর ভাল কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। একজন তাহাকে একদিন বলিল, "তোমার শত্রুর ছেলে যে মুন্‌সেফ হয়েছে !" তাহাতে সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—"অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ মুন্‌সেফ—মুন্‌সেফ—কে—কে ? তোমার, শত্রুর ছেলে। অমনি সে বলিল,—"হগ্‌গে যাক্ মুনসেফ, মাইনে পাবে না" এও দেখ্‌ছি ঠিক তাই ! বাবা ! এমন শত্রুতা ত কখনও দেখি নাই !

ছোট গিন্নী বলিলেন,—"তোর বাপু কায থাকে ত চলে যা ত"

নাপ্তে বৌ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। ভুলো পাগলা আসিয়া উপস্থিত। সে দিদির পায়ে আল্‌তা দেখিয়া নাচ্‌তে নাচ্‌তে সুর ধরিল—

দিদি বেশ আল্‌তা পরেছ,
দিদি বেশ আল্‌তা পরেছ,
দুর্গা ঠাকরুণ সেজে বল
কার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছ ?

দিদি—(কুপিত হইয়া) খাওনা ভাত গেল গে না। সমস্ত দিন কোন চুলোয় ছিলে ? এত লোক মরে তোমার মরণ নেই ? ভুলো (নাচ্‌তে নাচ্‌তে) দিদি, আমি আজ এক জায়গায় যাব।

দিদি—কোথায় যাবি ?

ভুলো—রেঙ্গুনে যাব।

দিদি—কার সঙ্গে ?

ভুলো—নরেনের সঙ্গে।

ভুলোর কথায় দিদির গায়ে বিষ ছড়াইয়া দিল! দিদি অমনি এক গাছা ঝাঁটা লইয়া তাহাকে তাড়া করিলেন, বলিলেন, বেরো পোড়ার মুখো, বেরো, রেঙ্গুন যাবি যদি, তবে এখানে মোর্‌তে এলি কেন ? যার সঙ্গে যাবি তার বাড়ীতে গিল্‌তে পার্‌লি নে ? এখানে আবার ঢং করে এলি কেন ? ভুলো পাগল দিদির ভাত খেলে না, নরেনের কাছে চলে এল।

নরেন—খবর কি ভুল্‌ চন্দ্র ?

ভুলো—দিদি গাল দিলে, ভাত দিলে না।

নরেন—কেন ?

ভুলো—তোমার বাড়ীতে এসেছিলাম বলে। তোমার রেঙ্গুনে চাক্‌রির কথা শুনে দিদি জলে মোর্‌চে !

নরেনের বাড়ীতে ভাত ছিল ভুলোকে খাইতে দিলেন। সে ভাত খাইয়া চারিটী পয়সা লইয়া চলিয়া আসিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

নরেনের রেঙ্গুন যাত্রা।

তিমি মৎস্য মাছের রাজা। বৃহৎকায়, অসাধারণ শক্তিশালী। সাগরে একটা দেখ্‌বার জিনিস বটে! সে চুনা পুঁটি নহে, সে মাছের রাজা। তিমি মৎস্য সাগরে খেলে, বড় বড় জাহাজ মারে। ক্ষুদ্র পুঁটি

মাছ মত কি আর পুষ্করিণী, তড়াগ, পম্বলে তাহার প্রবৃত্তি হয়? না সে থাকিতে ইচ্ছা করে? তাহার মন তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে কেন? সে বড় জায়গা খুঁজে, সমুদ্র চায়, বৃহৎ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চেষ্টা করে। সে বড় বড় ঝড় ঝটিকা, পর্ব্বত সমান উত্তাল সাগর-তরঙ্গকে ভয় করে না, তাহাদের সহিত খেলা করে। নরেন অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন, তাহার মহৎ প্রাণ কখনই সামান্য তুচ্ছ বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সে উপরে উঠিবেই উঠিবে। কে তাহার গতিরোধ করিতে পারে? সে বিঘ্ন বিপত্তিকে উন্নতির সহচর মনে করিয়া থাকে। তাই নরেন রেঙ্গুন যাত্রায় দৃঢ় সংকল্প।

রাত্রি পাঁচটার সময়ে নরেন শয্যা হইতে উঠিয়াছে। মায়ের চক্ষে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই। পুত্র বিদেশে যাইবে বলিয়া তিনি ব্যাকুল। অতি প্রত্যূষে স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। লুচি ভাজিয়া তরকারি করিলেন, পুত্র সঙ্গে লইয়া যাইবে। প্রাতে স্নান আহারাদি সম্পন্ন করিয়া মা বাপের পদধূলি মস্তকে লইয়া নরেন ঘোড়ার গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে প্রিয় বন্ধু চারু আসিয়া যুটিল। যত দূর দৃষ্টি চলে, মা এক দৃষ্টে গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। গাড়ী ঘর ঘর করিতে করিতে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। জাহ্নবী বক্ষে ভাসমান জাহাজ। সেই জাহাজে আসিয়া নরেন উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জাহাজ ছাড়িয়া দিল। নরেন সাহেবী পোষাকে প্রিয় বন্ধু চারুকে দেখিয়া রুমাল নাড়িতে লাগিলেন। যতক্ষণ উভয় উভয়কে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ বন্ধু-মুখ-সন্দর্শন সুখ সম্ভোগ করিতে ছাড়িলেন না। জাহাজ—প্রকাণ্ড জাহাজ—একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলেও চলে—তাহাতে হাট বাজার আছে, থাকিবার আড্ডাও আছে। জাহাজ ক্রমশঃ দরিয়ার মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাগীরথীর জল তোলপাড় করিয়া ধূমোৎগার করিতে করিতে জাহাজ আপন মনে চলিল। গঙ্গার তীরস্থ লোক সকল জাহাজের দিকে চাহিয়া রহিল।

মাঝী সকল পানসী গুলিকে সাবধানে সরাইয়া লইল। দু একখানা পানসীর ভিতর হইতে লোক সকল মাঝিকে বলিতে লাগিল,—মাঝি, সাবধান.; সাবধান মাঝি, সাবধান! খপর্দ্দার খপর্দ্দার! ওই এল যে, ওই এল যে! সামাল, সামাল! ওহে তুমি এই দিকে সরে ব'স, সরে ব'স, পান্‌সি এক পেশে হয়ে প'ড়ছে যে! ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধু-সূদন! হরি রক্ষা কর—রক্ষা কর! এইরূপ সংসার সমুদ্রে বড় লোকের সম্মুখে ছোট লোকের বিপদ! তাহারা সর্ব্বদাই সশঙ্ক! তাহারাও মধুসূদনকে ডাকিয়া থাকে।

জাহাজ সমুদ্রে পড়িয়া রাতদিন চলিতে চলিতে রেঙ্গুন বন্দরে গিয়া লাগিল। রেঙ্গুন হইতে নরেন মাকে চিঠি লিখিলেন,—

চিঠি।

শ্রদ্ধাস্পদা পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী,

শ্রীচরণেষু—

মা, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি নিরাপদে রেঙ্গুনে আসিয়া পৌছিয়াছি। এখানে অনেক বাঙ্গালী আছেন। আমি একজনের বাটীতে বাসা লইয়াছি। রেঙ্গুন সহরটী মন্দ নয়। সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত কহিব। আমি শারীরিক ভাল আছি, আপনি ভাবিত হইবেন না। গুরুজনকে আমার প্রণাম এবং অপর সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন ইতি,—

আপনার স্নেহাস্পদ—

নরেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রেঙ্গুনে নরেনের পরীক্ষা।

নরেন যে বাঙ্গালী বাবুর বাড়ীতে বাসা লইয়াছিলেন, সে বাবুর নাম কাশীনাথ বাবু। কাশীবাবু অতি মহাশয় ব্যক্তি। নরেন তাঁহার বাহির বাটীর একটী কামরাতে থাকিতেন।

একটী স্ত্রীলোক কাশীবাবুর বাটীর ঝি ছিল। তাহার নাম মনিয়া। মনিয়ার বয়স অল্প, দেখিতে সুন্দর, যৌবন উছলিয়া পড়িতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন মূর্ত্তিমান অনঙ্গদেব তাহাতে লীলা করিতেছেন। তিনি যেন তাঁহার অঙ্গের ফুলশর মনিয়ার চক্ষে যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন। মনিয়া যখন কথা কহিত, এমন লোক ছিল না, যে তাহার পানে দুদণ্ড না চাহিয়া থাকিত! এই চক্ষু! এই ভুরু! এই নাসিকা! এই আপাদ লুণ্ঠিত কেশগুচ্ছ! এই অধরের মিষ্টি হাসিটুকু! সকল গুলিই যেন বিধাতার অতুল অপূর্ব্ব শিল্পে গঠিত! তিনি যেন মনিয়াতে তাঁহার অলৌকিক তুলিকা বুলাইয়া দিয়াছেন! সেই মনিয়া গৃহস্থের আদেশ ক্রমে নরেনের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। সে নিত্য নরেনের শয়ন কক্ষ পরিষ্কার করিত, শয্যাদি রচনা করিয়া দিত, পরিধেয় বস্ত্র কাচিত, রৌদ্রে শুকাইয়া তুলিয়া রাখিত। নরেনের ফায় ফরমাস সমস্ত শুনিত। নরেন, গৃহস্থের মাহিনা ছাড়া তাহাকে দু এক পয়সা জল খাইতে দিতেন। সে নরেনকে ভাল বাসিত এবং তাঁহার কথা যত্নের সহিত শুনিত। নরেন যুবা পুরুষ, দেখিতে সুন্দর, মিষ্টালাপী উপার্জ্জনক্ষম বলিয়া মনিয়া তাহাকে আরো ভালবাসিত।

একদিন সন্ধ্যার সময় নরেন আপিস হইতে আসিয়া হঠাৎ শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। আঃ উঃ শব্দে এ পাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন! মনিয়া দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল বাবু, আপনার

কি হয়েছে? অনেকক্ষণের পর নরেন বলিলেন, আমার অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে, গা হাত পা কামড়াইতেছে, বোধ হয় জ্বর হইবে। মনিয়া তাঁহার গা হাত পা, টিপিয়া দিতে লাগিল। রাত্রে ১০৫।৬ ডিগ্রি জ্বর। নরেন আবোল তাবোল বকিতে লাগিলেন। সেই পীড়ায় নরেন ৪১ দিন ভুগিয়াছিলেন। মনিয়া তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইত, পথ্য আনিয়া দিত, মলমূত্র পরিষ্কার করিত। রাত্রিদিন তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিত। মনিয়ার ঐকান্তিক যত্নে ও সেবা শুশ্রূষায় নরেন এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। তিনি মনিয়ার গুণে মুগ্ধ হইলেন। তাহাকে ভাল বাসিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে নরেন নির্জনে বসিয়া আছেন। দেশেরও বাটীর স্মৃতি সকল তাঁহার মনে একটী একটী করিয়া উদিত হইয়া তাঁহাকে চঞ্চল করিতেছে। এমন সময়ে মনিয়া হেলিতে দুলিতে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "বাবু, আমি একটী কথা বলি শুনিবেন?

নরেন—কি মনিয়া? কি কথা মনিয়া?

মনিয়া—আপনার বিবাহ হইয়াছে?

নরেন—কেন মনিয়া?

মনিয়া—তাই জিজ্ঞাসা কর্‌চি?

নরেন—না।

মনিয়া—আমাকে বিবাহ করিবেন?

নরেন—(নিস্তব্ধ)।

মনিয়া—আমি আপনাকে অনেক দিন হইতে ভাল বাসিয়াছি।

নরেন—আমিও তোমাকে ভালবাসি। তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি না থাক্‌লে আমার জীবন রক্ষা হইত না।

মনিয়া—আপনি আমাকে বিবাহ করুন না?

নরেন—না।

মনিয়া—কেন?

নরেন—আমি বিবাহ করিব না।

মনিয়া—কখনও বিবাহ করিবেন না ?

নরেন—তা বলিতে পারি না। তবে এখন বিবাহ করিব না।

মনিয়া—কেন ?

নরেন—আমার বিবাহ করিবার সময় হয় নাই।

মনিয়া—কেন বাবু ?

নরেন—আমার বিবাহের উপযুক্ত পয়সা কড়ি নাই।

মনিয়া—কেন, আপনি ত ২০০৲ দুইশত টাকা মাহিনা পাইতেছেন, আপনার ভাবনা কি ?

নরেন—আমার ভাবনা ঢের। বিবাহ করিলে ছেলে পিলে হইবে, দেশে মা বাপ, ভাই ভগ্নী সকলে আছেন, আমার দুইশত টাকায় কি হইবে ?

মনিয়া—দেশে যাইবেন কেন ?

নরেন—তবে কি করিব ?

মনিয়া—এখানে থাকবেন—আমরা দুজনে একসঙ্গে সুখে থাকিব।

নরেন—না, আমি তাহা পারিব না। তুমি কিছু টাকা চাও মনিয়া ?

মনিয়া একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন বাক্স হইতে একখানি ১০৲ দশ টাকার নোট মনিয়ার হাতে দিলেন। মনিয়া উপস্থিত ভাবে সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু নরেনকে মুটার ভিতর পুরিবার চেষ্টায় রহিল; তাহার হৃদয়-পিঞ্জরের পাখী করিবার বাসনা করিল। পরদিবস মনিয়া নানারূপ হাবভাবে নরেনকে বশীভূত করিবার চেষ্টায় আসিল। তাহার বিলোল কটাক্ষ তাঁহার হৃদয়ে শর সন্ধান করিল। শর ব্যর্থ হইল। নরেন অবিবাহিত যুবক হইলেও সংযত পুরুষ; বিদেশী হইলেও স্বদেশের ভাবনা ভুলেন নাই; তিনি ষোল আনা স্বদেশী;

কৃতজ্ঞ হইলেও নীতি ন্যায়ের পথানুবর্ত্তী; নিঃসহায় হইলেও সেই সকল সহায়ের সহায় জগৎ পিতাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন; তাঁহার সহায়ের ভাবনা কি? তিনি মনিয়াকে অতি তুচ্ছ অসার পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করিলেন। তিনি সেই দিন কাশীবাবুর বাটী হইতে বাসা স্থানান্তরিত করিলেন। তিনি কামিনী কুহকের বহির্ভূত, তিনি পুরুষসিংহ।

নরেন যদিও বাসা পরিবর্ত্তন করিলেন, তথাপি কুহকিনী, পিশাচীর হস্তে নিস্তার নাই। সে নরেনের আপিসের পথে দাঁড়াইয়া থাকিত; তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিত। তাহাতে কিছু করিতে না পারিয়া, তাঁহার নূতন বাসায় যাইত। তাঁহার জন্য ফুলের মালা গাঁথিয়া লইয়া যাইত, নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু কিছুতেই নরেনের মন টলিল না, দেখিয়া, সে তাঁহার জন্য কাঁদিত, নানারূপ দুঃখ প্রকাশ করিত। কাঁদিলে তিনি ২।১টা টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দিতেন এবং বলিতেন মনিয়া তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর, আমি তোমাকে বিবাহ করিব না। জগতে অনেক দায়িত্ব আমার মস্তকের উপর ঝুলিতেছে। নরেন জানিতেন যে সংসারের অনেক গুরু কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি যদি সামান্য লঘুচেতার ন্যায় এই রমণীর কুহকজালে জড়িত হন, তাহা হইলে সে সব কার্য্য কে সম্পন্ন করিবে?

নরেন যতদিন রেঙ্গুনে ছিলেন, ততদিন এই মায়াবিনী মনিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিত।

রেঙ্গুনে নরেনের পদচ্যুতি ও কারবার ফেল।

নরেন রেঙ্গুনে স্যাণ্ডারসন্ কোম্পানীর শাখা আপিসে কার্য্য করিতেন। মাসিক বেতন ২০০৲ দুইশত টাকা। বেতন পাইলেই আপনার খরচের জন্য কিয়দংশ রাখিয়া, বাকি সমস্ত টাকা মাকে পাঠাইয়া দিতেন।

ব্যবসায়ে নরেনের চিরকাল ঝোঁক। কিছুদিন পরে তিনি রেঙ্গুনে একটী কাটা কাপড়ের দোকান খুলিলেন। একটী বাঙ্গালী সরকার রাখিলেন। দোকানে বেশ খরিদ বিক্রি হইতে লাগিল। নরেনের সাধুতায় এবং সুবন্দোবস্তে দু'পয়সা লাভও হইতে লাগিল। কিন্তু ঘরের চেঁকি কুমীর যেখানে, সেখানেই সর্ব্বনাশ! যেখানে বিশ্বাস, অবিশ্বাসের হেতু হইয়া উঠে, সেখানেই বিপদ! কিছুদিন পরে শুনা গেল সরকার সমস্ত টাকা কড়ি ভাঙ্গিয়া চম্পট দিয়াছে! দোকান ফেল হইল! নরেন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন! তাঁহার ২।৩ হাজার টাকা লোকসান হইল।

কিছুদিন পরে নরেনের সাহেব বলিল,—

"বাবু, আমরা তোমার কাজ আর চাহিনা। আমরা ইউরোপীয়ন রাখিব—তুমি অন্যত্র চেষ্টা করিতে পার। এইসংবাদে নরেনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! তিনি হঠাৎ কোথায় যান কি করেন! রেঙ্গুনের অনেক গুলি বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে তাঁহার উপস্থিত বিপদে দুঃখিত হইলেন। নরেন, কলিকাতায় আসিবার মনন করিলেন। তিনি বাক্স খুলিয়া দেখেন যে তাহাতে যে ২০০৲ টাকার নোট ছিল, তাহার একখানিও নাই। চক্ষু স্থির! কি করিবেন? কি করিয়া বাড়ীতে আসিবেন? এ কাহার কায? ইত্যাদি অনেক ভাবিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানে বুঝিলেন সেটী চাকরের কায। কিন্তু তাহাকে চোর বলিয়া ধরিবার বিশেষ প্রমাণ নাই! অগত্যা তিনি একজন বন্ধুর নিকট পাথেয় ধার করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। নরেন বরাবর ঋণের বিরোধী। কিন্তু কি করেন? মানব ঘটনার দাস। তিনি ঋণ না করিলে কলিকাতায় আসিতে পারিতেন না।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বুড়োদের আড্ডা।

বাগবাজারে নরেনদের বাসার নিকট একটী আড্ডা ছিল। ঐ আড্ডাতে অনেক গুলি পক্বকেশ, গলিত দন্ত, পলিত-মাংস বৃদ্ধের সমাগম হইত। তাঁহারা প্রত্যহ আহারান্তে তথায় জমায়েত হইতেন। কেহ তাস, কেহ সতরঞ্চ, কেহ পাশা খেলিতেন। দত্তদের একটী পাঁচ কুঠুরে, দালান ছিল। সেই দালানে তিন চারিদল খেল্‌ড়ে বসিতেন। বাড়ীওয়ালার তামাকের শ্রাদ্ধ হইত। পড়ে দশ, ক্যালো পাঁচ, কি-ই-ত্তি, বারো গোলাম, বারো টেক্কা, ছক্কা, ছক্কা, পঞ্জা, পঞ্জা, শব্দে দালান ফাটিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে তামাক দে-যা রে বলিয়া শব্দ হইত। একটা চাকর ছিল, যতক্ষণ খেলা চলিত, সে কেবল তামাক যোগাইত। আমাদিগের নরেনের বাপ শান্তিরাম বাবুও তথায় যাইতেন। তাঁহার একজন বৃদ্ধ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে ভায়া ছেলে নাকি বাড়ীতে এসেছে?

শান্তি—হাঁ ভাই এসেছে।

বন্ধু—কবে?

শান্তি—দু'চারিদিন হইল।

বন্ধু—কৈ, এ কথা তুমি ত বলো নি?

শান্তি—বোলবো আর কি! বলবার আর কিছু নাই।

বন্ধু—কেন?

শান্তি—নরেনের রেঙ্গুনের চাকরিটী গিয়াছে! বাসায়, জাহাজে চুরি হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে! একটা কাটা কাপড়ের দোকান করেছিল, কর্ম্মচারী টাকা কড়ি চুরি করিয়া পলাইয়াছে। আর ভাল কি? আমাদের এখানের অবস্থা ত জানই।

বন্ধু—তবে ত ভারি বিপদ!

শান্তি—নিশ্চয়ই। কি করে সংসার চল্‌বে কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

বন্ধুদ্বয়ের কথা হইতেছিল, এমন সময় একজন বক্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধ, একগাছি যষ্ঠি অবলম্বন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ তোৎলা হইয়াছেন, সমস্ত কথা স্পষ্ট বলিতে পারেন না। সেই অস্পষ্ট-বাক্ বৃদ্ধ শান্তিরাম বাবুকে বলিলেন,—ব—ব—ব—বলি—ওহে, শা—শা—শান্তিরাম, কি—ই—ক—অ—থাটা হচ্চে হে?

শান্তি—আজ্ঞে, এই আমাদের দুঃখের সুখের কথা হচ্চে।

কুব্জা—বা—বা! দুঃ—দুঃখের কথা আর বোলোনা। বা—বা—বাজারে সব ত মা—আ—গ্‌গি। আ—গু—ন!

শান্তি—আজ্ঞে, হাঁ্যা।

কুব্জা—স্বা—অ্যা—থ—অ হে শা—ন্তি—রাম। আ—ম—রা—তখন ২।৩ টাকায় চা—আ—লের—মন কিনিয়াছি।

শান্তি—আজ্ঞে হাঁ; তা—ত—কিনবেনই।

বন্ধু—আমরা শুনিয়াছি মশাই শায়েস্তা খাঁর সময় আমাদের দেশে টাকায় ৮ মণ করে চাল ছিল। এখন হল কি! সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ!

কুব্জা—তা—ই—ই—ত। তো—ও—মার ছে—লে—টী—কি ক'রছে? সে না—কি—বে—শ—লে—এ—খা পড়া শিখেছে?

শান্তি—আজ্ঞে হাঁ্যা, আপনাদের আশীর্ব্বাদে।

কুব্জা—বেশ—বেশ। আ—মি—আ—আ—শী—র্ব্বাদ করি।

(কুব্জার প্রস্থান)

শান্তি—দ্যাখ আমি ভাই যখন মুৎসুদ্দিগিরি ক'রতাম, আমি একদিন ব্রুকব্রাদার্শ দিগের এক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সাহেব, তোমাদের কাজকর্ম্ম চলছে কেমন? তাহাতে সাহেব জবাব দিল, কাজ চলছে বড় মন্দনয়। তবে আর ও ভাল চোলবে যখন তোমরা ১৲ এক

টাকায় এক পকেট চাল কিনবে। আমি সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহাকে বলিলাম ; সে কি সাহেব ? বলকি ; তবে আমরা না খেয়ে মরে যাব ? সাহেব উত্তর করিলেন, "তোমরা বাঁচিবার উপযুক্ত হইলেই বাঁচিবে। "Survival of the fittest" আমি বলিলাম, তবে আমাদিগের মুখ পানে তোমরা চাহিবে না ? সাহেব বলিলেন, "কি করিব ? তা বলিয়া আমাদিগের অবাধ বাণিজ্য নষ্ট হইতে পারে না।

বন্ধু—তবে আমাদের দেশ বিলাত হবে ?

শাস্তি—হবে কি ? হয়েছে।

বন্ধু—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) তাই দেখ্‌ছি ! এখন ত চাল ৮৲ টাকা করিয়া মণ হইয়াছে ! পরে সাহেবের কথা ফোল্‌বে না কি ?

শাস্তি—আশ্চর্য্য কি ?

বন্ধু—কোন্‌টাষ্ট বা সুবিধা ? তরি তরকারি দাল কলাই তেল নুন কি সস্তা ?

শাস্তি—এখন সব ওজন দরে বিক্রী আরম্ভ হয়েছে !

বন্ধু—হাঁ, তরকারি, মাছ, ওজন দরে।

শাস্তি—কুচো চিংড়ী, চুনো পুঁটি, কখনও কি সের দরে বিক্রী হতে শুনেচো ?

বন্ধু—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) তাই ত হ'লো কি ? সর্ব্বনাশ যে।

শাস্তি—আমাদিগের দশা ভবিষ্যতে যে কি হবে, ভাবিয়া পাই না।

বন্ধু—হবে কি আর ? দস্তুর মত বিলাত হবে !

শাস্তি—আর কিছু দিন যদি বাঁচো দেখ্‌তে পাবে।

বন্ধু—আগে, এক পয়সার মুড়ি মুড়কি কিন্‌লে দুটো তিন্‌টে ছেলে, বেশ জলপান খাইত। এখন তা আর হবার যো নাই।

শাস্তি—এখন মুড়ি মুড়কিও কি শস্তা ? সে দিন আর নাই।

বন্ধু—হাঁ হাঁ, তা ত বটেই। তা আবার খেতে চায় না। এই

দ্যাখনা আমার বাড়ীতে ৫।৬টী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। যদি মুড়ি মুড়কি আনতে বলি, বৌ মা রাগ করেন, মুখ ভার করেন, বলেন, মুড়ি মুড়কি খেয়ে ছেলেদের অসুখ ক'রবে। মিঠাই খাবার না আনলে চল্‌বে না! ছেলেকে ব'ল্‌লাম; তিনি বলিলেন, দু পয়সার মুড়ি মুড়কি খাইয়ে কি আট টাকা ডাক্তার ঔষধে খরচ করবো? আমি শুনে অবাক! বৌ মা বলেন আমার ছেলে মুড়ি মুড়কি খাবে? আমি বল'লাম, তাতে ক্ষতি কি মা? বৌ মা ব'ললেন ও সব ছোট লোকের ছেলেরা খায়, যাদের সন্দেশ মিঠাই যুটে না, তারা খায়। ভদ্দর লোকের ছেলেরা খায় না।

শান্তি—(একটু গম্ভীর ভাবে) তার পর?

বন্ধু—তার পর এখন প্রত্যহ খাবার আসে। কোন দিন এক টাকা কোন দিন ৸৹ আনা, কোন দিন আট আনা। তাও কি ছাই খাবার গুল্যেতে পেট ভরে। না খাবার গুলো ভাল ঘিয়ে ভাজা? কিছুই নয়—যাচ্ছেতাই ঘি; খেলেই অসুখ। কিছুদিন খেতে খেতেই অম্বল, পিলে প্রভৃতি ব্যায়রাম দেখা দেন; ডাক্তারের বাড়ী ছুটো ছুটি। টাকার ঘণ্ট; শেষে হয় ছেলেটা বাঁচলো নয় মোলো; এই ত হ'লো দেশের দশা!

দালানের এক ধারে দুটী পেন্‌সন প্রাপ্ত বৃদ্ধ বলাবলি করছেন, আর ত ভাই বাঁচিনে, কটি টাকা পেনসন পাই, তাতে চলে না। বড়ই কষ্ট হয়েছে।

১ম—কেন তুমি ত মোটা পেন্‌সন পাও?

২য়—তাতে হবে কি ভাই? ছেলেদের পোষাক পরিচ্ছদে, বাবু-য়ানিতে সব খরচ হয়ে যায়! পেট ভরে খেতে পাই না!

১ম—ছেলেরা চাকুরি করে না?

২য়—বুড়ো থাক্‌তে ক'রবে? বুড়োর মাথায় কাঁটাল ভাঙছে আর কি।

১ম—দূর ক'রে দিতে পার না?

২য়—বুড়ী কাঁদবে যে।

১ম—আর কোথায় কায করো না কি?

২য়—করি বৈ কি! বুড়ো বয়সেও কি নিষ্কৃতি আছে ভাই? এখন মলেই শান্তি!

১ম—তার পর গিন্নীর মুখ নাড়া; নাক নাড়া?

২য়—তা ত ঠিক। তাঁদের যতই দাও কিছুতেই মন উঠে না! কেবল দাও দাও আন আন!

১ম—তারা ত আর বুঝে না, কত ধানে কত চাল! কিসে কি হয়!

২য়—জাননা, "অতিথি র্বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈবচ।
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি, দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥"

বেলা যায় দেখিয়া আড্ডাধারিগণ যে যার বাটীতে ফিরিলেন। কেহ বা বলিলেন, দাঁড়াও, যাবার সময় একবার তামাকটা খেয়ে যাই, বিদেয়ী টান্‌টা টেনে যাই।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সংসার চলা ভার!

শান্তিরাম বাবু বাড়ীতে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন আজ কি রকমে চলিবে? তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিলেন। পুত্র আসিলে পিতা বলিলেন, নরেন, কি করা যায় বল দেখি? আমি ত আর পারি নে? তোমার যা হ'ক একটু চাকুরি হয়েছিল, এক রকম চল্‌ছিল, তাও গেল, এখন উপায়? নরেন বলিলেন, তা ত ঠিক—আমি বসে নাই, চেষ্টা করিতেছি। আমি কাল হইতে এক জনের বাড়ীতে একটী ছেলে পড়াইতে যাব ঠিক হয়েছে।

তারা বেশ বড় লোক, আমাকে এক শত টাকা করিয়া দিবে। নরেন তৎক্ষণাৎ গিয়া একটী বন্ধুর নিকট হইতে গুটি কতক টাকা ধার চাহিলেন। বন্ধুর টাকা সত্ত্বেও বলিলেন, আমাদের আজ ক দিন সংসার চলা ভার হইয়া উঠিয়াছে। আমার হাতে কিছুই নাই ভাই। নরেন ম্লান মুখে ফিরিয়া আসিলেন। নরেন মাকে তাঁহার গঙ্গাজলের নিকট হইতে গুটি কতক টাকা ধার করিতে বলিলেন। গঙ্গাজল মনে মনে ভাবিলেন, নরেনের চাকুরি বাকুরি নাই, অবস্থা খারাপ, টাকা কোথা থেকে পরিশোধ করিবে? তিনিও অস্বীকার করিলেন। সে দিন নরেনদের ভিটেতে হাঁড়ি চড়িল না—সকলে উপবাস করিলেন। সময় মন্দ হইলে এই রকমই হইয়া থাকে। কিছু বিচিত্র নহে। পর দিবস প্রাতে নরেন ছেলে পড়াইতে যাইল—নরেনের মা দু একখানি কাঁসার ও পিতলের বাসন বন্ধক দিয়া গুটি কয়েক টাকা ধার করিয়া আনিলেন। তাহাতে কষ্টে স্বষ্টে কিছু দিন চলিল। এক দিন বৈকালে নরেনের মা বাটীর রোয়াকে বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন—চক্ষু দিয়া, জল পড়িতেছে! নরেন হঠাৎ দেখিতে পাইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা তুমি এমন করিয়া দুঃখিতভাবে বসিয়া আছ কেন? তোমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে কেন?

মা—কোন উত্তর না করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নরেন মাকে উপর্য্যুপরি, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, "বাছা আমাদের ত আর সুখ স্বচ্ছন্দ হলো না—কষ্টে কষ্টে জীবনটাই গেল! আপনারা ঘরে কষ্ট পাইলাম, বাহিরেও পরের কাছে দশ কথা শুনিলাম।

নরেন—কেন? কেন? মা—কে কি বলেছে?

মা—ওই বামুনেদের ভুতি—দশ কথা ছ্যাস্ ছ্যাস্ করে ব'লে গেল।

নরেন—কেন মা?

মা—তার কাছ থেকে অনেক দিন হ'ল দুটো টাকা ধার করে

ছিলাম, দিতে পারি নাই। মাগিটার চখের চামড়া পরদা নাই—যা মুখে এলো বলে গেল। তাই মনে দুঃখ হইয়াছে বসিয়া আছি।

নরেন—মা উহাতে কোন দুঃখ করিও না ; দুঃখ করা পাপ—জগতে এই রকমই হইয়া থাকে—যাহার আবশ্যক হয় সে ধার করে, যার পয়সা আছে সে কি কখন ধার করে ?

মা—তা ত সব বুঝি, কিন্তু বাবা লোকের মুখ নাড়া—চোক রাঙানি, শক্ত কথা সহ্য হয় না যে !

নরেন—যে নির্ব্বোধ, অসৎ লোক, পাজি, সেই আমাদিগকে গাল দিবে—আমরা গালের কোন কাজ করি নাই—আমরা জুয়াচোর নহি—টাকা ধার করেছি, আজ নয় কাল দিব। মা, তুমি তাহার জন্য ভাবিও না।

মা—কি করি বল বাবা ? আমাদের আর কপালে সুখ নাই।

নরেন—মা। কেন তুমি সুখের জন্য দুঃখ কর্‌ছো ? আশীর্ব্বাদ কর আমি তোমাকে শীঘ্র সুখী করিব। তুমিও এক সময়ে সুখভোগ করিয়াছ মা! বাবার যখন সময় ভাল ছিল—বাড়ীতে দরোয়ান, দাসদাসী, নায়েব গোমস্তা সকলি ছিল—বাড়ীর গাড়ী ঘোঁড়া সব ছিল—বাবা দশটা কাজ কর্ম্ম করিয়া লোকজনকে খাওয়াইতেন—সকলে বাধ্য ছিল, কাজও করিত—এখন আর সে দিন নাই, সে বাড়িও নাই, সে ধুমধামও নাই। হাতী দঁকে পড়িলে চাম্‌চিকায়ও লাথি মারে।

মাস্ কাবার হইলে নরেন ছেলে পড়াইবার বেতন পাইলেন। সমস্ত টাকা আনিয়া মায়ের হাতে দিলেন। অগ্রে ভুতির ২৲ দুইটী টাকা পরিশোধ করিতে মাকে অনুরোধ করিলেন।

নরেনের মা নরেনের বিবাহের জন্য আবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাল ভাল সম্বন্ধ আসিল, নরেন কোনটিতেই সম্মত হইলেন না। মা যত বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করেন, পুত্র তত কাটাইয়া দেন—বলেন, আমি

যত দিন না আপনার পায়ে দাঁড়াইতে পারিব তত দিন বিবাহ করিব না। নরেন পুরুষ সিংহ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাই উপযুক্ত সঙ্গতি না করিয়া বিবাহ করিবেন না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাঘ্র মুখে।

কলিকাতার বড় বাজারে ঝুণ্টুলাল আগর ওয়ালা এক জন প্রসিদ্ধ জমিদার। সুন্দর বনে তাঁহার জমিদারি আছে। নরেন তাঁহার বাড়ীতে ছেলে পড়াইতেন। নরেন তাঁহার বাড়ীতে কায করিতে করিতে সকলের পরিচিত ও প্রিয় হইয়াছিলেন। স্বয়ং কর্ত্তা ঝুণ্টুলাল তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি, সাহস, কার্য্যতৎপরতাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সুন্দর বনে যত নায়েব গিয়াছিল,কেহ অধিক দিন টেঁকিতে পারেন নাই। তিনি নরেনকে ডাকিয়া বলিলেন, স্তাখ নরেন বাবু! তুমি একজন কৃত-বিদ্য যুবা পুরুষ—তোমার বুদ্ধি ও সাহস দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে আমার সুন্দর বনের নায়েব পদে বাহাল করিতে চাই—অবশ্য তোমার উপযুক্ত বেতন দিব—তুমি সম্মত আছ কি না?

নরেন—কি বেতন দিবেন?

জমিদার—তুমি কত চাও?

নরেন—আমি অনেক চাহিতে পারি—আপনি ত তাহা দিবেন না?

জমিদার—তোমার কি হলে সুবিধা হয়?

নরেন—সে আপনার বিবেচনা।

জমিদার—আমি তোমাকে দেড় শত টাকা বেতন দিব। আর নায়েবের যাহা স্তায্য প্রাপ্য তাহাও তুমি লইবে—আমার কোন আপত্তি নাই।

নরেন সম্মত হইয়া নায়েবী চাক্‌রি গ্রহণ করিলেন। তিনি বাড়ীতে আসিয়া মা বাপকে নূতন চাকরির কথা বলিলেন। মা সুন্দর বনের কথা শুনিয়া একেবারে চমকাইয়া উঠিলেন! তিনি বলিলেন—তা হবে না, বাবা! তোমাকে সুন্দর বনে চাক্‌রি করিতে যাইতে কখনই দিব না—আমরা না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাই, সেও ভাল, তবু তোমাকে সুন্দর বনে যাইতে দিব না।

পুত্র—কেন মা সুন্দর বনে যাইতে দিবে না?

মা—না বাছা, তোমাকে কখনই সুন্দর বনে যাইতে দিব না। সেখানে জলে কুম্ভীর, ডাঙ্গায় বাঘ, জল হাওয়া খারাপ! তুমি কি সেখানে গিয়া প্রাণটা খোয়াইবে?

পুত্র—না মা ভয়ের কিছুই কারণ নাই—আমি সাবধান হইয়া থাকিব।

মা—তা কখনই হবে না—তুমি যতই কেন সাবধান হও না, সেখানে তোমার পদে পদে বিপদ! অমন স্থানে যেতে আছে?

পুত্র—বিপদ বলিয়া ভয় করিলে পয়সা আসিবে কেন মা? বিপদই মানুষের সম্পদ!

মা—আমার পয়সায় কায নাই। আমরা উপবাস দিব।

পুত্র—বিপদ না হইলে লোকের শিক্ষা হয় না। বিপদই আমাদের সম্পদের কারণ। বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিলে লোকে মানুষ হয় না—যে বিপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিয়াছে সেই মানুষ হইয়াছে।

মা—তবে তুমি একান্তই যাইবে?

পুত্র—না যাইলে কি হইবে মা? হাত পা বিদ্যা বুদ্ধি থাকিতে কি ঘরে শুকাইয়া মরিব? সে কথা ত ভাল নয়। তুমি মন খুলে আশীর্ব্বাদ করিও, আমি সর্ব্বত্রই জয়ী হইব।

পুত্রের একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া, এবং কোন মতে তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, মা অবশেষে অগত্যা সম্মত হইলেন! নরেন সুন্দর বনে রওনা হইবার জন্য সমস্ত সাজসজ্জা গুছাইয়া লইলেন। একটী ম্যানটনের বাড়ীর ভাল বন্দুক, একটী পাচনলা রিবল্‌ভার পিস্তল—টোটা ক্যাপ, একটী কিরিচ, একটী বড়শা, একখানি ঢাল, একখানি তলোয়ার সঙ্গে লইলেন। বিছানা মাদুর, এক মাসের হিসাবে আহারীয় দ্রব্য সমস্ত সঙ্গে চলিল—দুই জন চাকর, একজন গোমস্তা। চিঠি লিখিবার কাগজ, খাম, টিকিট, বাক্‌সের ভিতর পুরিলেন। একটী তোরঙ্গে আপনার কাপড় জামা লইলেন। শুভ দিন দেখিয়া কর্ম্ম স্থলে—সুন্দর বনে যাত্রা করিলেন। সুন্দর বন বাস্তবিক ভয়ানক স্থান—তথায় সাপ, বাঘ, কুম্ভীর সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! সকালে, দুপুরে, বৈকালে, রাত্রে সকল সময়ে ব্যাঘ্রের ডাকে বন প্রকম্পিত! এক প্রকার মূর্ত্তিমান যমের বাড়ী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! ব্যাঘ্র মহাশয়েরা (master Stripes) অনেক সময়ে নরেনের কাছারি বাড়ীর ধারে বেড়াইতে আসিয়া থাকেন। কখনও গরুটা, মানুষটা, যাহা পান মুখে করিয়া লইয়া যান। লোকে তাঁহাদের অত্যাচারে সর্ব্বদাই ভীত, কম্পিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত! নরেন আসা পর্য্যন্ত কাছারি বাড়ী সর্ব্বদাই লোকে পরিপূর্ণ—খুব গুলজার! নরেন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় দু একটী বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিতেন। আজকাল কাছারি বাড়ীর প্রতাপে মানুষ, জন্তু সকলেই এক প্রকার ভীত; কিন্তু ব্যাঘ্র মহাশয় তত নন—কারণ তিনি বনের রাজা কি না? তাঁহার ধর্ম্ম সকলকে মারিয়া ধরিয়া খাওয়া কি না; তাঁহার পেট জ্বলিলে—কাহারও খাতির রাখেন না। নরেন সাবধান, তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদাই পিস্তল, কিম্বা বন্দুক থাকিত। একদিন, জ্যোৎস্না রাত্রি, সন্ধ্যার সময়, নরেন কাছারি বাড়ীর সম্মুখে বেড়াইতেছিলেন, দেখিলেন বাঁধের উপর একটা ভয়ানক বাঘ বেড়াইতেছে!

তাহার চক্ষে যেন আগুন জ্বলিতেছে—সেই আগুন ক্রমশই যেন কাছারী বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। নরেন দেখিলেন বড়ই বেগতিক! হস্তে বন্দুক ছিল তাহা লইয়া একটী গাছের উপর চড়িয়া বসিলেন। বাঘটী ক্রমশঃ আসিয়া সেই গাছের তলায় দাঁড়াইল। সেখানে একটী গরু চরিতেছিল, সেইটীই লক্ষ্য। বাঘটী আসিয়া যেমন ওত পাতিয়া বসিল, অমনি নরেন বৃক্ষ হইতে গুলি চালাইলেন। সেই গুলি বাঘ মহাশয়ের পেট ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। বাঘ অমনি—বিকট চীৎকারে বন ভূমি প্রকম্পিত করিয়া লম্ফ প্রদান করিল। নরেন আর একটী গুলি মারিলেন, সেটী বাঘের মাথায় লাগিয়া মাথা ছেঁদা করিয়া বাহির হইয়া যাইল। আছাড় খাইয়া বাঘ, যন্ত্রণায়, 'ছটপট্ করিতে লাগিল। কাছারীর লোক সকল ভয়ে কম্পিত ও স্তম্ভিত হইল! —সকলে সকলের মুখের দিকে চাওয়া চায়ি করিতে লাগিল! কিন্তু কেহ সাহস করিয়া কাছারির বাহিরে আসিতে পারিল না! কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন গাছের উপর হইতে চেঁচাইতে লাগিলেন। কাছারীর লোক তখন বাহিরে আসিয়া যুটিল! কাছারী হইতে হরিকেন লণ্ঠন আনিয়া দেখে, প্রকাণ্ড বাঘ! পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ৫।৭ হাত জমি দখল করিয়া পড়িয়া আছে! দেখিয়া কাছারীর লোকদের আক্কেল গুড়ুম! তাহারা বলিতে লাগিল, বাবা এ বাঘে ধর্‌লে আর রক্ষা ছিল, সম্ভ যমালয়! নরেন গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন। পর দিবস প্রাতে বাঘটীকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে পাঠান হইল। বাঘটীকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে আনা হইলে, কাছারীর লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে বাঘ দেখিয়া অবাক। কেহ বলে বাবা এ বাঘে ছুঁলে আর নিস্তার ছিল! কেহ বলে বাবা, কত বড় থাবা দেখেছ! কেহ বলে দাঁত গুলো কত বড় বড় দেখ, যেন এক একটা মুলো। এ দাঁতে কত মানুষ মারিয়াছেন—গরুর মাথা চিবাইয়াছেন, তাহার সীমা নাই। কেহ বলে বাবা লেজটা কত বড় ভাখ

কেহ বলে এই আদত রয়েল টাইগার (Royal Tiger) সাহেবরা এই সকল বাঘ মারতে বড় ভাল বাসে। এই সকল বাঘ আবার হাতীর মাথার মজ্জা খায়—বড় সহজ বাঘ নয়! কেহ বলেন হাতীও আবার বাগে পাইলে শুঁড়ে জড়াইয়া উহাকে আছড়াইয়া সাবাড় করে। হাতীও বড় কম নয়। এইরূপ অনেকক্ষণের পরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সম্মুখে বাঘের মাথা ভাজিয়া চূর্ণ করা হইল। সরকার হইতে নরেনকে ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইল। নরেন নিজে গ্রহণ করিলেন না, দাতব্য—বাকসে (Poor Box) দিয়া আসিলেন। কিছু দিন ধরিয়া এই বাঘের গল্প নরেনের কাছারীতে খুব চলিতে লাগিল। কেহ বলে বাবা! ভগবান রক্ষা করেছেন, এই বাঘের সাম্‌নে পড়্‌লে আর নিস্তার ছিল। একেবারে সাবাড়! কোথায় বনের মধ্যে উধাও করিয়া লইয়া যাইত, কেহ কিছুই টের পাইত না। এখানে চাক্‌রি করা দায়! কোন্ দিন কি হয় বলা যায় না। সর্ব্বদাই বাঘের মুখে, সাপের মুখে, কুমীরের মুখে থাক্‌তে হয়। হায়, পেটের দায় কি ভয়ানক দায়!

নরেন্দ্র নাথ সুন্দর বনের কাছারিতে থাকিয়া মনিবের কায সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক চালাইতে লাগিলেন। হাসিল জমিতে প্রজা বসাইলেন, বেহাসিলী জমি হাসিল করাইলেন। প্রজার নিকট খাজনা আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিলেন। জমিদারের অনেক লাভ দেখাইয়া দিলেন। নিজেও দু পয়সা পাইতে লাগিলেন। আপনিও জায়গা লইয়া চাষ করাইলেন, পুকুর কাটাইয়া মাছ ফেলাইলেন। সেই চাষের ধান ও মৎস্য বিক্রী করিতে লাগিলেন। নরেনের হাতে দু পয়সা জমিল।

নরেন বাটীতে মধ্যে মধ্যে টাকা পাঠান। নিজে আসিলে খরচ দিয়ে যান। আজকাল নরেনদের সংসার বেশ চলিতে লাগিল। পাড়ার অনেকের চোক টাটাইল! কেহ কেহ হিংসায় বলিতে লাগিল, টাকা

রোজগার করা নয়! কোন দিন বাঘের মুখে যেতে হবে! কোন দিন সাপে খাইবে, আর ঘরে ফিরিতে হবে না! এই দ্যাখনা অতি লোভে তাঁতি নষ্ট হয়।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ডাকাইত হস্তে!

নরেন মধ্যে মধ্যে কাছারি হইতে জমিদারের বাটীতে খাজনার টাকা ইর্শাল করিতেন। কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী টাকা লইয়া যাইতেন। সঙ্গে ২।৩ জন সিপাই বা দরোয়ান যাইত। নরেন কতকগুলি প্রজাকে ভাল বাসিতেন, তাহাদিগের নিকট হইতে সহজে খাজনা আদায় হইত। কতকগুলি বদমায়েস ছিল, তাহাদিগের প্রতি নরেন বিরূপ ছিলেন। তাহারা খাজনা সহজে দিত না। তাহাদিগের প্রতি কঠিন ব্যবহারে তাহারা নরেনের উপর অসন্তুষ্ট ছিল কিন্তু কি করিবে? তাহারা নরেনকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তাহারা ২।৩ বার কাছারী লুট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কাছারী ঘরে আগুন লাগাইয়া নরেনকে পুড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল; ধর্ম্মঘট করিয়া জমিদারের খাজনা বন্ধ করিয়াছিল! জমিদারের বিরুদ্ধে কত মাওলা মোকদ্দমা করিয়াছিল! জমিদারের বাটীতে সকলে দলবদ্ধ হইয়া গিয়া নরেনের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারে নাই। জমিদার নরেনের কথায় উঠিতেন বসিতেন; আর কেনই বা না করিবেন? তিনি নরেনের দ্বারা অনেক উপকার পাইতেন।

কাছারি বাড়ীর অনতিদূরে বনের মধ্যে একটী কালী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাকে লোকে ডাকাতে কালী বলিত। ডাকাতেরা ডাকাতি

করিবার পূর্ব্বে সেই কালীর পূজা দিয়া ফুল কাড়াইত। সেই ফুল যতক্ষণ কালীর মাথা হইতে না পড়িত ততক্ষণ ডাকাতেরা হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। ফুল পড়িবার প্রতীক্ষায় একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। ফুল পড়িলেই, ফুল মাথায় লইয়া, "জয় কালি!" বলিয়া সকলে আনন্দোচ্ছ্বাসে বাহির হইয়া আসিত।

অমাবস্যা রাত্রি—চারিদিক অন্ধকার ঘুট ঘুট করিতেছে—পাশের লোক চিনিতে পারা দায়—সূচিভেদ্য অন্ধকার! এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, পথও পিছল হইয়াছে। কয়েকজন ডাকাত, মশাল হস্তে, জয় মা কালি বলিয়া, বন মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। গ্রামের বংশী চৌকিদার রোঁধ দিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। সে এই বিকট চীৎকার শুনিতে পাইয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল—দেখিল কতকগুলি কিম্ভূত কিমাকার নরপিশাচ হৈ হৈ করিতে করিতে কাছারি বাড়ীর দিকে আসিতেছে। বাঁশী তাড়াতাড়ি আসিয়া নরেনকে খবর দিল। নরেনও তাঁহার লোক জন দস্তুর মত প্রস্তুত হইল। কাহারও হাতে মশাল, কাহারও হাতে সড়্‌কি, কাহারও হাতে লাঠী, কাহারও হাতে তলোয়ার, কাহারও হাতে কুড়ুল। মুখে রং মাখিয়াছে—মালকোছা মারা। ডাকাতেরা আসিয়া কাছারি বাড়ীর চারিদিক ঘিরিল। একজন প্রাচীর টপকাইয়া ভিতরে আসিয়া পড়িল। সে বাহির দরজা খুলিয়া দিল—ভিন্ ভিন্ করিয়া লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। মশালে বাড়ী আলোকময় হইল—কাছারী বাড়ীতে ভীষণ ব্যাপার! ডাকাত পড়িল। তাহারা ভাবিয়াছিল দরোয়ান দুজনকে বাঁধিয়া ফেলিয়া নির্ব্বিঘ্নে ডাকাতি করিবে। কিন্তু নরেন তাহাদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও চতুর। ডাকাতেরা প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি একজন দরোয়ানের হাতে লাঠী, অপরের হাতে ঢাল তলোয়ার দিয়া, মওড়া আগলাইতে বলিলেন। নিজে বন্দুক লইয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। এক জনের হাতে পিস্তল দিলেন। ডাকাতেরা যেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ

করিয়া কুকি দিয়া খেলাইতে লাগিল, অমনি দরোয়ান দুজনও লাফাইয়া লাফাইয়া তাহাদিগের সহিত খেলাইতে লাগিল। নরেন ইত্যবসরে গুলি করিয়া ২।৩ জন ডাকাতকে মারিল! ২।৩ জন পড়িবা মাত্র তাহারা ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিল! পোক পড়িল, জালে মাছি পড়িয়াছে, জাল গুটাও বলিয়া বাকি ডাকাত পলায়ন করিল। যাইবার সময় মৃত ও আহত সঙ্গীদিগকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, না পারায় তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া যাইবার মনন করিল কিন্তু নরেনের পিস্তল বন্দুকের ভয়ে কাছে ঘেঁসিতে পারিল না। ডাকাত পলাইল, গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া আসিল। পরিত্যক্ত ডাকাত দিগকে দেখিয়া সকলে চিনিতে পারিল। অবশিষ্ট রাত্রি সকলে জাগিয়া কাটাইল—কাহারও নিদ্রা হইল না!

পরদিবস প্রাতে থানায় সংবাদ দেওয়া হইল। পুলিশ আসিয়া পরিত্যক্ত আসামী লইয়া তদন্ত আরম্ভ করিল। ক্রমে অনুসন্ধানের পর বক্রি আসামীগণ ধৃত হইয়া কারাদণ্ড পাইল। সেই অবধি চারিদিকে নরেনের নাম যাহির হইল—নরেন দেশ এমন শাসন করিলেন, যে বাঘে গরুতে এক সঙ্গে জল খাইতে লাগিল!

জমিদার ঝুণ্টুলাল আগোর ওয়ালা—নরেনের এই সাহস ও বীরত্বের কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি নরেনকে বাড়ীতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। নরেন আসিলে—তাঁহার মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি নরেনকে আর ৫০৲ টাকা বেতন বাড়াইয়া দিলেন। নরেন সৎপথে থাকিয়া আপনার সাহস, বুদ্ধি ও পরিশ্রমে বেশ দশ টাকা রোজগার করিতে লাগিলেন।

নরেন আপনাদিগের পুরাতন বাটীর নিকট যায়গা কিনিলেন। শীঘ্র বাটী প্রস্তুত করিবেন। মা বাপের আহ্লাদ আর ধরে না—নরেন যায়গা কিনিয়াছে বাটী করিবে।

নরেনের চাষের চাল বাড়ীতে আইসে, নৌকা করিয়া তরি তরকারি, ঘি, গুড় আইসে। নরেনের মা পাড়াতে বিলান, কুটুম সাক্ষাতের বাটী পাঠান, আপনারা খান। নরেনের সময় অনেক ভাল হইয়াছে। মা ভাবিলেন এইবার নরেনের বিবাহ দেই আর বিলম্ব করিব না। নরেন বাড়ীতে আসিল। মা, পুত্রকে বিবাহ দিবার জন্ত প্রস্তাব করিলেন। নরেন বলিলেন মা আর কিছু দিন বিলম্ব কর, আমি বিবাহ করিব। আমি এখনও আপনার পায়ে আপনি ভাল করিয়া দাঁড়াইতে পারি নাই।

নরেন মফস্বলে বেশী স্থদে টাকা খাটাইতে লাগিলেন। টাকা আসল ও স্থদে ছারপোকার মত হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতে লাগিল। কিছু দিন পরে নরেন কেনা যায়গার উপর দোতলা বাড়ী আরম্ভ করিলেন। অনেকের বুকশূল হইল—তাহারা মনে মনে পুড়িয়া মরিতে লাগিল!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বেনামী চিঠি।

মানুষের শত্রু পদে পদে। মানুষ মানুষকে মারিতে পারিলে ছাড়ে না। মানুষ মানুষকে ছলে, বলে, কৌশলে মারিয়া থাকে। কেহ হাতে মারে, কেহ ভাতে মারে। কেহ ত্তুর্নাম রটাইয়া, কুৎসা করিয়া তাহের অনিষ্ট সাধন করে। আপনি না পারে পরের দ্বারা করায়। জগতে ক্ষমাশীল, উদার প্রকৃতি শান্ত স্বভাব মহাপুরুষের ভাগ কম—খলের ভাগ বেশী। হিংসা সর্ব্বদাই পরের ঐশ্বর্য্যে কাতর—সে কখনই পরের ভাল দেখিতে পারে না—পরের ভাল দেখিলেই তাহার মন বড় চঞ্চল হয়—সে যে কোন প্রকারে হউক সেই ভাল নষ্ট করিতে চেষ্টা করে।

ঝুণ্টুলাল আগর ওয়ালা—আপনার গদিতে বসিয়া সটকায় তাম্রকূট

সেবন করিতেছেন, ডাক হরকরা একখানি চিঠি দিয়া গেল। কাছে এক জন গোমস্তা ছিল, তাহাকে চিঠি খানি পড়িতে বলিলেন।

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত ঝুণ্টুলাল আগর ওয়ালা প্রবল প্রতাপেষু মহাশয়,

আপনি একজন দেশবিখ্যাত প্রজাবৎসল জমিদার—আপনার জমিদারিতে প্রজারা কখনই কষ্ট পায় নাই—প্রজারা রাম রাজত্বে ছিল কিন্তু সে দিন আর নাই। এখন নায়েব মহাশয়ের দৌরাত্ম্যে কেহই তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। সকলেই শশব্যস্ত হইয়াছে! এমন কি তাহারা স্থানান্তরে উঠিয়া যাইবার কল্পনা করিতেছে। আপনি তদন্ত করিয়া দেখিবেন আমাদিগের কথা সত্য কি মিথ্যা। অধিক আর কি লিখিব। আপনার নিকট বিচার প্রার্থনীয়।

আপনার পুত্রবৎ স্নেহভাজন সুন্দরবন ২৩ নং লাটের প্রজাগণ।

পত্র পাঠান্তে ঝুণ্টুলাল পত্রখানি আপনার হাতে লইলেন। কিয়ৎক্ষণ এ পিঠ ও পিঠ করিয়া দেখিয়া পত্র খানি টুকুরা টুকুরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আবার পূর্ব্ববৎ সট্‌কায় আলাপ করিতে লাগিলেন।

২।৪ দিন গত হইলে পর আবার একখানি উড়ো চিঠি ঝুণ্টুলালের হস্তগত হইল। সে দিন তিনি বারাণ্ডায় পাইচারি করিয়া বেড়াইতে ছিলেন, চাকর আসিয়া চিঠি খানি হাতে দিয়া গেল।

মহামহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত ঝুণ্টুলাল আগর ওয়ালা জমিদার মহাশয় সুচরিতেষু।

মহাত্মন্,

যদিও আমার সহিত আপনার পরিচয় নাই, তথাপি এই পত্রখানি লিখিলাম, মার্জ্জনা করিবেন। লিখিলাম এই জন্য; আপনি ভদ্রলোক, আপনার কোন অনিষ্ট দেখিলে আমার হৃদয় ব্যথিত হয়! আপনার জমিদারি লুট হইতেছে। আপনি শীঘ্র ইহার বিহিত না করিলে উপায়

নাই—সমস্ত প্রজা মারা যাইবে—আপনার দুর্নাম হইবে—জমিদারি একেবারে নষ্ট হইবে। আপনার সুন্দর বনের ২৩ নং লাটে যে নায়েব আছে সে ভয়ানক লোক। সে প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া বলপূর্ব্বক অন্যায়রূপে টাকা আদায় করে। সে কলিকাতা সহরে জায়গা কিনিয়া প্রকাণ্ড দোতলা বাটী প্রস্তুত করিতেছে। আপনার জমিদারি হইতে তরি তরকারি, ঘি, মৎস্য প্রভৃতি বিস্তর জিনিষ আনিয়া আপনারা খায় এবং সকলকে বিলায়। টাকা ধার দিয়া অতিরিক্ত সুদ খায়। আমরা জানিয়াছি সে কোম্পানীর কাগজ কিনিয়াছে। এত টাকা কোথায় পাইল? নিশ্চয় জানিবেন আপনার মাথায় হাত বুলাইতেছে।

৪।১ বাগবাজার
মিত্রের লেন

আপনার একান্ত হিতৈষী বন্ধু।
শ্রী————

ঝুণ্টুলাল পত্রখানি পড়িয়া পকেটে রাখিয়া দিলেন। বাহিরে আসিয়া একজন গোমস্তাকে উহা পড়িতে দিলেন। গোমস্তা পত্রখানির পাঠ সমাপ্ত করিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার খানা কি বুঝলে বল দেখি?

গোমস্তা—বুঝিব কি মশাই! এ দুষ্ট লোকের শত্রুতা মাত্র!

ঝুণ্টুলাল—নিশ্চয়ই—তা না হলে, আমার সঙ্গে আলাপ নাই, সে বেনামী পত্র লিখে কেন? তাহার কি স্বার্থ আছে?

গোমস্তা—স্বার্থ হিংসা!

ঝুণ্টুলাল—তা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

এইরূপ প্রায় মাঝে মাঝে দু একখানি করিয়া চিঠি আসিতে লাগিল। ঝুণ্টুলাল চিঠি গুলি পড়িয়া ঘৃণার সহিত ফেলিয়া দিতেন। কিন্তু ঝুণ্টুলাল মানুষ, দেবতা নহেন। অনেক চিঠির পর তাঁহার মনও একটু বিচলিত হইল। তিনি ভিতরে ভিতরে লোক পাঠাইয়া মফস্বলের খবর লইতে

লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল নরেন নির্দ্দোষ। সে জমিদারের কোন অনিষ্ট করিত না। জমিদারের সব বজায় রাখিয়া আপনার উন্নতি সাধন করিত।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কার্য্যই দেবতা।

জগতে যে কার্য্যশীল, কর্ম্মঠ, তাহারই উন্নতি। কর্ম্মই—আমাদিগের দেবতা। কর্ম্মকে পূজা করিতে পারিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি। কর্ম্মদেবী যাহার প্রতি সুপ্রসন্না তাহার ভাবনা কিসের? সে মাটী মুঠা ধরিলে, সোণা মুঠা হয়। তাহার কথার গুরুত্ব, কর্ম্মের দায়িত্ব, সে নিজে বুঝে, পরকেও বুঝাইতে পারে। লক্ষ্মী তাহার অনুগামিনী—ভাগ্য তাহার চিরসহায়। দৈব তাহার অনুকূল।

সময় স্বর্ণপ্রসূ। যিনি সময়ের সংব্যবহার জানেন, তিনি স্বর্ণ ফলাইয়া লন। নরেন পরিশ্রমী, সময়ের মূল্য জানেন। এক দণ্ড সময় বৃথা নষ্ট করেন না। তিনি কলিকাতায় বসতবাটী ছাড়া আর ৮।১০ খানি ভাড়াটিয়া বাটী প্রস্তুত করাইলেন। মাসে মাসে তাহার ভাড়া আদায় হইতে লাগিল। নরেন অনেক গুলি রেলওয়ে সেয়ার কিনিয়া বেশ দু পয়সা লাভ করিলেন। নরেন কলিকাতায় একটী চালের আড়ত খুলিলেন। সেই আড়তে, মফস্বল হইতে ধান চাউল আমদানী হইতে লাগিল। তাহাতে নিজ চাষের ধান চাল ছাড়া অন্য খরিদা চাউলও ধান আসিত। দেখিতে দেখিতে নরেনের ব্যবসা হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিল তিনি ৮।১০টী লোক রাখিয়া দিলেন। তাহারা তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিল। নরেনকে আজ কাল কলিকাতায় অনেক সময়ে

থাকিতে হয়। তাঁহার পুরাতন বন্ধু চারু বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহার সহিত ব্যবসার কথা কহিতে লাগিলেন।

চারু—আচ্ছা নরেন, তুমি এত গুলি কায কি রকম করে চালাও ভাই? তুমি কিছু মন্ত্র তন্ত্র জান না কি?

নরেন—(ঈষৎ হাসিয়া) মন্ত্র তন্ত্র আমার কার্য্যের নিয়ম ও পরিশ্রম।

চারু—তোমার পরিশ্রম কিন্তু অসাধারণ ভাই।

নরেন—আসাধারণ না হইলে আমি কি করে এত গুলি কায চালাইতে পারিব?

চারু—(হাসিতে হাসিতে) তুমি একজন দ্বিতীয় নেপোলিয়ন, তোমার বুদ্ধি শত মুখী, তোমার ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় আশ্চর্য্য! তোমার কার্য্যকরী শক্তিও অদ্ভুত! তুমি একজন যে সে লোক নহ। তোমাকে ধন্যবাদ!

নরেন—(নম্র ভাবে) ভগবানের আশীর্ব্বাদ, মাতা পিতার আশীর্ব্বাদ বন্ধুগণের শুভাকাঙ্ক্ষা—আমার হাত কিছুই নয় ভাই।

চারু—তোমার যে সকল লোকজন আছে—তাহারা ত তোমার অনেক সাহায্য করে?

নরেন—তা করে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে আমাকে চালাইতে হয়।

চারু—তা ত নিশ্চয়ই। তুমি ধন্য কার্য্যকুশল পুরুষ। তুমি যথার্থই কর্ম্ম দেবীর সেবক। তুমি একজন কর্ম্মযোগী তোমার অসাধারণত্বে আমি মোহিত হইয়াছি!

নরেন—আমি যদি তাকিয়া ঠেসান দিয়া সট্‌কায় তামাক খাইতাম, পরের কথা লইয়া বৃথা আন্দোলন করিয়া বেড়াইতাম, পরের নিন্দায় আপনার জিহ্বাকে রসাক্ত করিয়া মন কলুষিত করিতাম, অহঙ্কারে আটখানা হইয়া ফাটিয়া পড়িতাম, ব্যাঙের আধুলী লইয়া বড়াই করিতাম, মেকি টাকার ধন নিশান দেখাইতাম আর শুইয়া শুইয়া রাজা উজির মারিতাম, পুঁটী মাছের গর্দ্দান লইতাম, তাহা হইলে

কি আমি আজ আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াইতে পারিতাম? এত গুলি কায করিয়া তুলিতে পারিতাম? আমি কায চাই, কাযের জন্ত পাগল, কাযের জন্ত জীবন উৎসর্গ করি, কার্য্যই আমার দেবতা। কত লোক আমাকে অন্তায়রূপে গালি দিয়াছে, আমার অনিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, আমি তাহাতে পশ্চাৎপদ হই নাই, কায করিয়াছি, কায ভুলি নাই।

চারু—তা ত ঠিক। তা না হ'লে কি আর উন্নতি হয়?

নরেন—কি জান চারু ভাই, কর্ত্তব্য কায করে যাব, ভগবান যা করেন।

তবে শুন,—

(১)

"জীবন—উন্নতি ছেলে খেলা নয়,
কণ্টক আবৃত অন্ধকার ময়,
আঁধারে আলোক জ্বালিতে হবে,
কুসুমের শয্যা বিলাস বাসনা,
আশাপূর্ণ তায় হবে না হবে না,
কঠোর সাধনা করন্ত ভবে,

(২)

উঠ যুবা, ধর, করেতে কৃপাণ,
আলস্ত অসুরে কর খান্ খান্,
অলস্ত উত্তমে অগ্রণী হও,
সাগর ছেঁচিয়া, পাহাড় ভাঙ্গিয়া,
আকাশ ছিঁড়িয়া ধরিত্রী কাটিয়া,
শ্রম ফল তুলি করেতে লও।"

চারু—(হাসিতে হাসিতে) ভাই নরেন, এ কবিতাটী কোথায় পাইলে ? অতি সুন্দর কবিতা দেখ্‌ছি যে ?

নরেন—ইহা আমি নিজে প্রস্তুত করিয়াছি। এটী আমার প্রাণের প্রাণ ! আমি এই কবিতাটী অত্যন্ত ভালবাসি। ইহা আমার জীবনের বহুদর্শিতার ফল। ইহা আমার কার্য্য প্রবর্ত্তক ! এই কবিতাটী উচ্চারণ করিলে আমার প্রাণে নব বলের সঞ্চার হয়।

চারু—ভাই নরেন ! তুমি বাঙ্গালীর গৌরব-নিশান। বাঙ্গালী যে অলস, অব্যবস্থচিত্ত, মুখসর্ব্বস্ব বচনবাগীশ, আমার এ ভ্রম তোমা হইতে দূর হইল।

নরেন—(বিনীত ভাবে) আমার ক্ষমতা কি ভাই ? সকলি ঈশ্বরের অনুগ্রহ। যাঁহার কথায় চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে, সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা খেলিতেছে, আকাশে পক্ষী উড়িতেছে, পবন বহিতেছে, তাঁহারই ক্ষমতা। সব ক্ষমতার মালিক সেই এক। তিনি আমাকে যাহা করাইতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"

চারু—দেখ ভাই, তোমার আর একটা বিশেষত্ব দেখি।

নরেন—কি ?

চারু—তোমার পোষাকের উপর ঝোঁক নাই। তুমি কোতো বাবু নও !

নরেন—পোষাকের উপর ঝোঁকের দরকার কি ? পরিধেয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেই যথেষ্ট। কেহ পোষাক-প্রিয়, কার্য্য-প্রিয়, এক সঙ্গে হইতে পারে না। তা হইলে চলিবে কেন ?

চারু—নিশ্চয়ই।

নরেন—(একটু ব্যগ্রভাবে) "কাযের বিষাণ বাজে,
চল চল চল কাযে,

কায ছাড়া কিছুই নাই;
কার্য্যের কারণ, এ ভব ভবন,
ভব আগমন নিশ্চয়ই তাই।
কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম,
মানবের ধর্ম্ম,
কর্ম্ম ছাড়া কিছুই নাই,
কর্ম্মেতে উঠন,
কর্ম্মেতে পতন,
কর্ম্মেতে স্বরগ,
কর্ম্মেতে নরক,
কর্ম্মেতে সকল পাই।

নরেন এই কবিতাটী আওড়াইয়া বলিলেন, দাদা! আমি বড় ব্যস্ত, চলিলাম। চারু বাটীতে চলিয়া আসিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সাহিত্য—চর্চ্চা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নরেন একজন বিদ্যার্থী ছিলেন। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম, এ, উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিদ্যা-পিপাসা মিটে নাই। তিনি বৈষয়িক কার্য্য হইতে একটু অবসর পাইলেই, সাহিত্য-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতেন। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার লেখাপড়ার সখ কমে নাই। সাহিত্য বিলাসিতা তাঁহার জীবনের একটী প্রধান সুখ। অনেকে অন্যায় বিলাসিতায় মত্ত হইয়া বৃথা অর্থ নষ্ট দ্বারা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান জগতে সুখী মনে করেন। কিন্তু নরেন সে ধাতুর

লোক ছিলেন না। সংসারের হিতকর কার্য্যে সাধ্যমত অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি সাহিত্য বিলাসিতায় কত সাহিত্যিক দিগকে অর্থদানে উৎসাহিত করিতেন। সাহিত্য-চর্চ্চায় দুপয়সা ব্যয় করিয়া সুখী হইতেন। যে উদ্যানে যে ভাল ফুলটী ফুটিত, যাহার সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে মন আকৃষ্ট হইত, যাহার সৌরভ তিনি ভাল বাসিতেন, সেই ফুলটী বহুমূল্য ও আয়াস সাধ্য হইলে ও তিনি বাড়ীতে আনিতে যত্ন করিতেন। যেখানে যে ভাল বইখানি পাইতেন, আনিয়া আপনার ঘরের আলমারি সাজাইতেন এবং অবসরক্রমে তাহা পাঠ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি অনেক সভাসমিতিতে যাইতেন এবং তৎসম্বন্ধে চাঁদা দিতেন।

একবার একটী হিতকরী সভায় নরেন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি উপস্থিত মতে বলিলেন,—

মাননীয় সভাপতি ও সভ্য মহোদয়গণ!

আপনারা আমাকে যে অনুরোধ দ্বারা সম্মানিত করিলেন, আমি তাহার উপযুক্ত নহি। আমি একজন সামান্য নগণ্য ব্যক্তি। এরূপ গুরুতর বিষয় আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি দ্বারা বিবৃত হওয়া উচিত ছিল। আমি চিত্রকর নহি, রঙ ফলাইতে, বা তুলি ধরিতে জানিনা। তবে আপনাদিগের মনোরঞ্জনার্থে দু একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

আমাদিগের দেশ আর পূর্ব্বের মত নাই। আমাদিগের এইক্ষণে নূতন সাহিত্য, নূতন জীবন চাই। আদিরস-ঘটিত সাহিত্যে আর চলিবে না। আমাদিগের দেশে এইক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার বান ডাকিয়াছে। এই প্রবল স্রোতের গতি কে রোধ করিতে পারে? আমরা এখন পুরাতন কবিদিগের প্রেম রসে ডুবিয়া, ঘুমাইতে চাহি না। আমরা এখন কর্ম্মবীর হইয়া জাগিয়া থাকিতে চাই। এই জাগরণ

সাহিত্য সাপেক্ষ। আমাদিগকে জাগাইবার উপযুক্ত সাহিত্য চাই। আমরা ঘুমাইলে চলিবে না।

জগতে ইহা চিরবিদিত যে রাজার অনুকরণ প্রজায় করিয়া থাকে। সে অনুকরণ অনিবার্য্য; প্রত্যেক কার্য্যে রাজ-পদাঙ্কানুসরণ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। আমরা ইংরাজী শিখিতেছি, শিখিব। কিন্তু আমাদিগের মাতৃভাষা বঙ্গভাষাকে আমরা অগ্রে পূজা করিব। বঙ্গভাষা-জননী বীণাপাণির প্রসাদ অভাবে আমরা কোন বিষয়ে সফলকাম হইতে পারিব না। আমাদিগের এইক্ষণে বঙ্গভাষাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সময়োচিত পবিচ্ছদে সাজাইতে হইবে।

জগৎ পরিবর্ত্তনময়, মানবজীবন পরিবর্ত্তনশীল। আমাদিগের দেশেও সেই পরিবর্ত্তন চারিদিকে দেখা দিয়াছে। আমাদিগের দেশে এখন যুগান্তর উপস্থিত। আমাদিগের ভবিষ্যৎ কি হইবে সম্পূর্ণরূপে বলা যায় না। তবে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির মানস চক্ষু সমীপে বর্ত্তমান যে মুকুর ধরে, তাহাতে ভবিষ্যতের ছায়া অনেক পরিমাণে প্রতিবিম্বিত হয়। সেই দূরদর্শী মহাত্মারা বলেন যে আমাদিগের সাহিত্যের ভাষা কর্ম্মোপযোগী না হইলে আর চলিবে না। আমাদিগের সাহিত্যের জীবন চাই।

বর্ত্তমান যুগে আমাদিগের দেশে আর আলস্যের আদর নাই। ধনী হইয়া অলস হইলেও আর তেমন আদর নাই। অলস ধনীকে অনেকে মাংসের ঢিপি জড়ভড়ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। এখন আর সে কালের তাকিয়া ঠেস-দেওয়া-ভুঁড়ো বাবু নাই—সট্‌কায়-মুখ-লাগান ঝিমান বাবু নাই। এখন চলচ্ছক্তি-সম্পন্ন, কার্য্য-তৎপর জীবন্ত জীবের আবির্ভাব আবশ্যক। এখন কেবল কার্য্য, কার্য্য, কার্য্য। কার্য্য ভিন্ন আর কথা নাই। কার্য্যকে অনেকে আদর করিতে শিখিয়াছে, ও শিখিতেছে।

ভ্রাতৃগণ! আমাদিগের জাতি এইক্ষণে অধঃপতিত! ইহার উত্তোলন আবশ্যক। কি করিলে আমাদিগের জাতির উন্নতি হইতে পারে, ইহা

আমাদিগের ভাবা ও চেষ্টা করা উচিত। জাতীয়-জীবন-সংগঠন করিতে হইলে উপযুক্ত সাহিত্যের আবশ্যক। সে সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুরূপ হইবে, যেহেতু আমাদিগের দেশে এইক্ষণে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সভ্যতার তরঙ্গ ছুটিয়াছে। সেই তরঙ্গে আমাদিগকে ভাসিতে হইবে। তবে আমাদিগের ভবিষ্যৎ-জীবন কর্ম্মঠ হইবে।

যে জাতির সাহিত্য দুর্ব্বল, সে জাতি দুর্ব্বল। ইংরাজ, জার্ম্মাণ, ফরাশী প্রভৃতি জাতির সাহিত্যে ওজস্বিতা আছে, তাহারা বলবান! তাহাদিগের সাহিত্যে দেশানুরাগ ও দেশ প্রেমিকতা আছে, তাহারা দেশ প্রেমিক। তাহারা দেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও পণ করিয়া থাকে। যত দিন না আমাদিগের সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইবে, তত দিন আমরা জীবন্মৃত।

হে ভ্রাতৃগণ! সাহিত্যানুশীলন তোমাদিগের জীবনের একটী মহৎ উদ্দেশ্য হউক। তোমরা সুন্দর ও হিতকর সাহিত্য চর্চ্চা কর; তোমাদিগের ভবিষ্যতে উন্নতি হইবে। আর একটী কথা, জগতে কোন কার্য্য লক্ষ্যহীন হইলে সুসম্পন্ন হয় না। লক্ষ্যহীন জাতি স্রোত-বিক্ষিপ্ত কুটার ন্যায়—কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। তাই বলি বন্ধুগণ, লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া অগ্রসর হও। পুষ্টিকর সাহিত্যের চর্চ্চা কর, মন ও শরীর পুষ্ট হইবে। দেশের ভবিষ্যৎ আশার-আলোকে প্রদীপ্ত হইবে।

বক্তৃতা শেষ হইলে নরেন বসিয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিক হইতে করতালি ধ্বনিতে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সভা ভঙ্গ হইলে নরেন বাটীতে চলিয়া আসিলেন।

একদিন নরেন তাঁহার পাঠাগারে নিবিষ্ট চিত্তে একখানি পুস্তক পড়িতেছিলেন, চারু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নরেন—কেমন হে সে দিন হিতকরী সভায় গিয়েছিলে?

চারু—গিয়াছিলাম বৈ কি। তোমার বক্তৃতা শুনিলাম।

নরেন—কেমন হয়েছিল?

চারু—মন্দ নয়। যা বলেছিলে সমস্তই ঠিক, তাহার একচুলও তফাৎ নয়। আজকাল যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, বুঝিতেছি, তাহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আমাদের দেশ সত্বরেই দ্বিতীয় বিলাত হইবে, তাহার আর কোন সংশয় নাই। সুতরাং আমাদিগের বঙ্গ-সাহিত্য বিলাতী সাহিত্যের অনুরূপ হওয়া চাই। যে সাহিত্যে মানুষকে মানুষ করে সেই সাহিত্য হওয়া চাই। তাহা হইলে আমরা পাশাপাশি চলিতে পারিব। দুঃখের বিষয় এই যে বিলাতী চাল চুল আমাদের দেশে অনেকে অনুকরণ করিতেছে। সে অনুকরণ অন্ধের ন্যায় অনুকরণ হইতেছে! অনুকরণের সারবত্তা খুব কম! ভুষির ভাগ বেশী! তুমি কিন্তু খুব বাহাদুর ভাই। তোমার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া আমি প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তুমি বিষয় কার্য্যে এত ব্যাপৃত থাকিয়া আবার কি করে এত সাহিত্য চর্চ্চা করিতে পার? আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ধন্য! ধন্য! তুমি একজন বিলাতী সাহিত্যের জলন্ত ছবি! তুমি একজন কর্ম্ম-বীর। আমি যখনই আসি প্রায় তোমাকে পুস্তক পড়িতে দেখি! তোমার এই পাঠাগারটী সুন্দর হইয়াছে।

নরেন—দেখ,বিলাতের এত উন্নতি কেন? ইংরাজ বিদ্যা-চর্চ্চা করিতে যেমন জানেন,বিষয় কার্য্য বুঝিতে ও সম্পন্ন করিতেও তেমন জানেন। তুমি ইংরাজকে দেখিবে যে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তপর্য্যন্তও তিনি পুস্তকের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না। বিষয় কর্ম্ম করেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকালোচনাও করেন। তাঁহারা সাহিত্য সেবা জীবনের একটী মহৎ কার্য্য মনে করেন। তাঁহারা আহারাদি পরিচ্ছদে যেরূপ সুখ সম্ভোগ করেন সাহিত্য চর্চ্চায় তদপেক্ষা অধিক সন্তোষ লাভ করেন। তাঁহাদিগের এক একজন জীবন-ব্যাপি-সাহিত্যানুরাগী-বিদ্যা-ধুরন্ধর মহাপণ্ডিত। তাঁহারা একটী কর্ম্ম-শীল জাতি, আমরা কি আর তাই? তুমি বিলাতের যত বড় বড় লোক

দেখিবে, তাঁহারা সকলেই প্রায় সরস্বতীর উপাসক। রাজ্যের কর্ণধার হইতে সামান্ত লোক পর্য্যন্তও লেখা পড়া জানে। তাহারা সকলে রাজ্যের সংবাদ রাখে, খবরের কাগজ পড়িয়া তাহার আন্দোলন ও সমালোচনা করে। তাহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সকলেই স্বাধীন মতাবলম্বী।

চারু—নিশ্চয়ই ; সেই জন্যই তাহাদের এত উন্নতি!

নরেন—শুন্‌বে? বিলাতের প্রধান মন্ত্রী সকল, যাঁহারা রাজ্যের গুরু ভার বহন করিতেন, কত না বিষয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন! সেই জটিল বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাঁহারা কখনও বিদ্যা-চর্চ্চা ভুলেন নাই! লর্ড গ্ল্যাড্‌ষ্টোন (Lord Gladstone) লর্ড গ্রেন্‌ভিল (Lord Grenville), লর্ড ক্যানিং (Lord Canning), লর্ড মেল্‌বোরন্‌ (Lord Melbourne), সার্‌ রবার্ট পীল (Sir Robert Peel), লর্ড জন রসেল (Lord John Russell), লর্ড পামারষ্টোন (Lord Palmerstone), লর্ড রবার্ট সিসিল (Lord Robert Cecil) প্রভৃতি মহাত্মগণ সাহিত্যানুরাগী পুরুষ ছিলেন। লোকে তাঁহাদিগকে কেতাবী প্রধান মন্ত্রী (Bookish Prime Ministers) ক'হিত।

চারু—নিশ্চয়ই!

নরেন—আমাদিগের দেশে যদি কেহ একটু অধিক বয়সে লেখা পড়ার চর্চ্চা করে, তাহার কত বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা হইয়া থাকে। লোকে তাঁহাকে বলে, "উনি ল্যাখা পড়া ক'রচেন! বুড়ো বয়সে পণ্ডিত হচ্ছেন!" যদি কেহ ব্যায়াম শিক্ষা করে, লোকে তাহাকে উপহাস করিয়া বলে, "যুদ্ধে যাইবে না কি হে?" যদি কেহ বেশী বয়সে সাঁতার দেয়, লোকে বলে, "ধেড়ে মদ্দটা সাঁতার দিচ্চে দ্যাথ ; ছেলেদের মতন জলে ঝাঁপাই ঝুড়্‌চে! লজ্জা নাই, বেলজ্জ!" ছি! ছি! এদেশের আর কি হবে বল?

চারু—সেই জন্যই ত দেশ উৎসন্নের পথে ছুটিতেছে! আমাদিগের

দেশের লোকের স্বভাব এই নিজে ভাল কাজ করতে পারে না, অপরে করিলেও তাহাকে বিদ্রূপ করে এবং বেচারা বয়স্থ বিদ্যার্থীকে অম্লান বদনে বলে, "বুড়ো মদ্দো কোথায় পয়সা রোজগার করবে, তা না হয়ে, কেতাব নিয়ে বেড়াচ্চেন।" কেতাব নিয়ে বেড়ালে কি আর পয়সা হয় না? আমরা এইক্ষণে যে জাতির অনুকরণ ক'রচি, তাঁহারা কি করেন?

নরেন—তবেই বুঝনা কেন আমাদিগের দেশ, কত পশ্চাতে পড়িয়া আছে! আমরা এখন অনেক দূরে! কখনো গন্তব্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিতে পারিব কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। ইউরোপে অতি সামান্য অবস্থা হইতে লোকে সচরাচর উন্নতি করিয়া থাকে; কেহ কয়-লার খনিতে কায করিতে করিতে, কেহ রেলে, কেহ জাহাজে, কেহ সৈন্যের কার্য্য করিতে করিতে সাহিত্য চর্চ্চা দ্বারা কত উন্নতি করিয়া থাকে! আমাদের দেশে আর তা তো নয়!

চারু—তা ঠিক, তার কোন ভুল নাই।

নরেন—যত দিন আমাদিগের দেশের কুসংস্কার গুলির লোপ না হইবে, তত দিন আমাদিগের শ্রেয়ঃ নাই জানিবে। আমরা কতকগুলি মিথ্যা কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া অনেক সময়ে মারা যাই! অনেক সময়ে আমরা অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কত মন্দ কায করিয়া থাকি এবং তজ্জন্য নিজেরাও বিপদ্‌গ্রস্ত হই। আমরা কোন বিষয়ে তলাইয়া বুঝিতে চাহি না; আমাদিগের সাধারণ লোকের মস্তিষ্ক এত দুর্ব্বল, যে আমরা ভাবিতে ইচ্ছা করি না ও পারি না। একটু গভীর চিন্তা করিতে গেলে আমাদিগের মাথা গরম হইয়া উঠে। আমাদিগের দেশে শত করা কয়জন লেখাপড়া করে?

চারু—সেটা ঠিক। আমাদিগের মাথা ঘামাইতে হইলে বড়ই মুস্কিল। সব বিষয় ফাঁক তল্লায় চলিয়া গেলে বড়ই ভাল।

নরেন—যে যাই বলুক ভাই, আমি সাহিত্য-চর্চ্চা কখনই ছাড়িতে পারিব না। সাহিত্য আমার প্রাণের বস্তু, বড়ই ভালবাসি।

চারু—যা হ'ক ভাই, তোমার ক্ষমতাকে ধন্য! তুমি যে এত কাযের মধ্যে সাহিত্য-সেবা করিতে পার, এই আশ্চর্য্যের বিষয়! আমরা তোমাকে বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি একজন বড় লোক, মহৎলোক। ইমার্স ন (Emerson) বলিয়াছেন, "To be great is to be misunderstood."

নরেন—(বিনীতভাবে) না—না কিছুই নয় ভাই। আমি তোমাদিগের একজন গরিব বন্ধু, সাহিত্য বড় ভালবাসি।

অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তার পর, তবে আজ আসি ভাই, বলিয়া চারু চলিয়া গেলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভূতের ভয়!

নরেন মফস্বলে আছেন। আদালতে ডাকাতগণের দণ্ড হইবার পর দেশ যদিও শাসিত হইয়াছিল কিন্তু তাহাদিগের দলভুক্ত ব্যক্তি যাহারা ছিল, তাহারা একেবারে নিরস্ত হয় নাই। তাহারা সর্ব্বদাই নরেনের অনিষ্ট চেষ্টায় ফিরিত। কিসে তাঁহার চাকরিটী নষ্ট করিবে, কিসে তাঁহাকে দেশ হইতে তাড়াইবে, এমন কি, কি করে, তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত শেষ করিবে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিত। ডাকাতদিগের দল সংক্রান্ত কতকগুলা বদমায়েস দেশে রটাইয়া দিল যে কাছারিবাড়ীতে ভয়ানক ভূতের উপদ্রব হইয়াছে। সন্ধ্যার পর কাছারীবাড়ীর নিকট দিয়া যাওয়া কঠিন! অমুক দিন অমুককে ভূতে তাড়া করিয়াছিল; অমুক

দিন অমুকের ছেলে দুপুর বেলা কাছারীবাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিল, ভূতে ঐ দেখো পুকুরের ধারে লইয়া ঘাড় মটকাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পিতা কত ওঝা গুণিন ডাকিয়া, ঝাড়ান পড়ান করিয়া, তবে তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিয়াছিল। ছেলেটা ত মরবার দাখিল হ'য়েছিল! বাবা যে ভূত! অমুক দিন দুপুর রাত্রে যখন নবাসদ্দার কুটুম্বাড়ী থেকে ফিরে আস্‌ছিল, তাকে ভূতে পথ আগলাইয়াছিল! তার হাতে একটা রুই মাছ ছিল। সেইটা নেবার জন্ত ; মাঁছ দেঁনা মাঁছ দেঁনা করে সঙ্গ নিলে, নবা তারে বাড়ীর কাছে এনে, মন্‌তোর পড়ে বিদেয় করে দিলে।

একজন গ্রামবাসী আর একজন গ্রামবাসীকে ডেকে ব'ল্‌লে, শুনেছ, কাছারীবাড়ীতে ভয়ানক ভূতের ভয় হইয়াছে ? হাঁ, আমি ও শুনেছি বটে। ব্যাপার খানাটা কি বল দেখি ?

১ম গ্রামবাসী—ঐ যে ডাকাতদের নায়েব মশাই খুন করেছিল না ?

২য় গ্রামবাসী—হাঁ তার কি হয়েছে ?

১ম গ্রা—সেই ডাকাতগুলো অপঘাত মৃত্যু হয়ে, কাছারীবাড়ীতে উপদ্রব আরম্ভ করেছে। এমন উপদ্রব ত নয়! ভয়ানক ব্যাপার! রাত্রে কেহ নিদ্রা যাইতে পারে না। সকলে জাগিয়া ঠায় বসিয়া থাকে, কখন কি হয়!

২য় গ্রা—সত্যি না কি ?

১ম গ্রা—সত্যি না কি মিথ্যে ? একদিন চলনা, দেখিয়ে দেবো এখন ? তার উপর আবার একটা শাকচুন্নী আছে। সেটা কাছারী বাড়ীর ভিতরে আস পাশে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। নাকি স্বরে লোককে ডাকে। ঘোমটা দিয়ে লোকের সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়!

২য় গ্রা—সে কোথা থেকে এলো ?

১ম গ্রা—সে ঐ নায়েবের ঝি ছিল। নায়েব তাকে সেবার এমন মার মেরে ছিল যে সে মরে গিয়েছিল। সেই ঝি শাকচুন্নী হয়ে কাছারী

বাড়ীতে আছে ; সে আবার কেঁদে কেঁদে বলে, "আমায় গঁ—য়াঁ—য় দেনা, আমি কতদিন, এমন করে থাকবো ?"

২য়—সে দিন কি শুন্‌ছিলাম, যে একটা লোক্‌কে কাছারী বাড়ীতে ভূতে পেয়েছে। সে কে হে ?

১ম গ্রা—সে ঐ কাছারী বাড়ীর দরোয়ানের বৌকে ভূতে পেয়েছিল।

২য় গ্রা—কি হ'ল ?

১ম গ্রা—ওঝা ডেকে ২।৩ দিন ধরে ঝাড়িয়ে তবে আরাম ক'রলে ! বাবা ! যে ভূতের দৌরাত্ম্য !

২য় গ্রা—আর কি করে ?

১ম গ্রা—রেতের বেলায় চারদিক্ থেকে ইট্ পড়ে। ঠিক কোন দিক থেকে ইট্ আস্‌ছে কেহ ধোরতে পারে না। নায়েবের ভাত চড়াইয়াছে, নামাইয়া দেখে, তাহার মধ্যে একটা মস্ত—ভাস্‌ছে ! হরি ! হরি !

২য় গ্রা—সে কি হে ?

১ম গ্রা—সে আর কি ? যাচ্ছেতাই ব্যাপার ! ছ্যা ! ছ্যা ! নাম ক'র্‌তে পারা যায় না ! বমি উঠে ! দুর্গন্ধ ! দুর্গন্ধ ! তার পর সে ভাত শুদ্ধ হাঁড়ী ফেলে দেয়, আবার নূতন হাঁড়ী চড়ায়, তবে রক্ষা ! নায়েবের খাবার যায়গা করে, পিঁড়ে পেতে, জলের গেলাস দিয়েছে—সে পিঁড়েও নাই ! সে জলের গেলাসও নাই ! রেতের বেলা নায়েবের ঘরের মটকায় কে দুপ দাপ করে, দরজার শিকল ধরে টানে, ঘরের দেয়ালে ধাক্কা মারে। নায়েব বেরুচ্চে হয় ত একটা মস্ত গরুর মাথা সাম্‌নে ফেলে দিলে ! নায়েব বাবারে বলে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলো !

২য় গ্রা—তবে নায়েবের উপর বেশী রাগ বল ?

১ম গ্রা—হবে না ? ওই ক তাদের গুলি করে মেরে ছিল ! আরও কি হয় দ্যাখ ? ওর উপরে সকলের রাগ ! ওকে একবার কায়দার পেলে হয়।

২য় গ্রা—কেন ? আমি ত শুনেছি নায়েব ভাল লোক ?

১ম গ্রা—ভাল লোক! ওর মত হারামজাদা আর আছে? ওর কি হয় শিগ্‌গির দেখ্‌বে।

২য় গ্রা—ভূতে আর কি করে?

১ম গ্রা—গরুর মাথা, হাড়, এঁটো পাতা, বিষ্ঠাতে কাছারী বাড়ী ভরিয়ে ফেলে! নায়েবের পো টের পাচ্চেন্‌ কেমন ভূতের মজা! কাপড় গুলা শুকাইতে দিয়াছে, একটা বাতাস এসে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল, কেউ দেখতে পেলে না!

২য় গ্রা—তার পর?

১ম গ্রা—এক দিন ঠিক যেন ৩।৪টা ভয়ানক মূর্ত্তি, গায়ে মুখে রঙ্‌ মাখা, মাল-কোচা মারা, হাতে লাঠী, নায়েবকে তাড়া করিল। নায়েব ভয়ে বাবারে মারে বলিয়া চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। চারদিক্‌ থেকে কাছারী বাড়ীর লোক ভেঙে আস্‌লো। নায়েবের চোকে মুখে জল দেয়, বাতাস করে, তবে নায়েব সুস্থির হয়। ঠাণ্ডা হয়।

২য় গ্রা—ভূতে আর কি করে?

১ম গ্রা—এক দিন জ্যোৎস্না রাত্রি। নায়েব কাছারী বাড়ীর সাম্‌নে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ দেখতে পেলে, একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি! তার একটা পা কাছারী বাড়ীর বাহিরের ঘরের চালে, আর একটা পা আঁব গাছের মাথায়। নায়েবের দেখিয়াই চক্ষুস্থির! আত্মারাম খাঁচা ছাড়বার যোগাড় ক'রছিল! তবে নায়েবটা বড় সাহসী কি না; একটু সাম্‌লে নিয়ে লোক জনকে ডাকাডাকি ক'রতে ক'রতে, তারা না-আস্‌তে আসতে ভূতটা অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

২য় গ্রা—বাবা! বল কি! এ শুনে আমার যে প্রাণ উড়ে যায়! কাছারী বাড়ীর লোকজন থাকে কি করে?

১ম গ্রা—থাকে প্রাণ হাতে করে—ভয়ে! ভয়ে!

২য় গ্রা—আর কি হয়?

১ম গ্রা—আর কত ব'লবো? তবে শুন একটা ভয়ানক ব্যাপার।' এক দিন একটা কাছারির গোমস্তা—বুড়ো মদ্দ, যেই কাছারী থেকে বাহিরে আস্‌ছিল, দেখ্‌তে পেলে একটা কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তি—তাল গাছের মত লম্বা—মাথায় ঝাঁকড়া চুল—চোক দুটো যেন দুটো বড় বড় জালা ঘুরছে! হাঁ করে দাঁড়াইয়ে আছে—দাঁত গুলো যেন বড় বড় মূলোর মত—গালের ভিতর তিন চারটে মানুষ কিল্ বিল্ ক'রছে। সে গোমস্তাকে দেখে যেই হাত বাড়িয়েছে, গোমস্তা অমনি গোঁ গোঁ করে আছাড় খেয়ে পড়ে মরে গেল।

এইরূপ অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর দুজন গ্রামবাসী দু দিকে চলে গেল। দেশে ভূত ভূত বলিয়া একটা হুজুগ উঠিল। যে দেখেছে সেও বলে ভূত, যে না দেখেছে সেও বলে ভূত। যে শুনেছে সেও বলে ভূত, যে না শুনেছে সেও বলে ভূত। ছেলেতে বুড়োতে, মেয়েতে মদ্দতে, সবাই বলে ভূত। শেষে দেশটা ভূতময় হইয়া পড়িল। সকলই ঘোড়ার ডিম্—কেবল জনকয়েক বদ্‌মাইসের বদমাইসি মাত্র।

নরেনের মা এই সমস্ত ভূতের ব্যাপার শুনিয়া পুত্রকে চিঠির উপর চিঠি লিখিতে লাগিলেন। নরেন বদ্‌মায়েসদের শাসন করিয়া কিছুদিনের ছুটি লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া দুইটী তেলের কল, দুইটী ময়দার কল চালাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দশজন প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তাঁহারও আয় আরও বাড়িল। নরেনের ঘরে এখন সৌভাগ্যের বান ডাকিয়াছে। এ স্রোত রোধ করে কাহার সাধ্য? নরেন সুন্দর বনের নিজ জমিদারিতে নায়েব নিযুক্ত করিলেন। ঝুণ্টু লালের কায ছাড়িয়া দিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নরেনের বিবাহ ও স্ত্রীর প্রতি উপদেশ।

নরেন বিবাহ করিয়াছেন—গরিবের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন—অনাথা বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন। বালিকার বাপ নাই, মাতুল বিবাহ দিয়াছেন। নরেন মাতুলকে সমস্ত বিবাহের খরচ দিয়া বিবাহ করিয়াছেন।

নরেনের স্ত্রীর নাম রাজলক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মী দেখিতে যেমন লক্ষ্মীর ন্যায় সুরূপা, আচার ব্যবহারও তেমন। রাজলক্ষ্মীর পদার্পণে, নরেনের গৃহ উথলিয়া উঠিতে লাগিল। নরেনের সুখ সম্পদ আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

জগতে যে যাহা চায়, তাহা মনের মত করিতে হইলে, গড়িয়া লইতে হয়; যে না তাহা পারে, তাহার সেটী মনের মত হয় না। সে ঠকিয়া যায়। যেমন ভাল পটুয়া ভাল ঠাকুর নির্ম্মাণ করিতে পারে, ভাল শিল্পী ভাল শিল্পজাত বস্তু তৈয়ার করিতে পারে, তেমন ভাল স্বামী ভাল স্ত্রী প্রস্তুত করিতে পারেন। স্বামীর উপদেশ স্ত্রী গঠনের প্রধান উপকরণ। যে স্বামী স্ত্রীকে শিক্ষা দিতে না পারিয়া সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা স্ত্রীর আশা করেন, তাঁহাকে মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রমে পতিত হইতে হয়। স্বামী স্ত্রীর সর্ব্বস্ব। স্ত্রীও স্বামীর তদ্রূপ। এইরূপ সম্বন্ধ নির্ণয়ে যিনি অক্ষম তিনি ভ্রান্ত। এই দুই যদি সমান হয়, তাহা হইলে এই সংসার বড় সুখের। বাঁকের একদিকের কুম্ভ যদি পূর্ণ থাকে এবং অপর দিকের কুম্ভটী যদি শূন্য হয়, সে বাঁক যেমন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তদ্রূপ এই সংসারে স্ত্রী যদি গুণবতী, বুদ্ধিমতী, হয়েন এবং স্বামী বিদ্যাশূন্য মূর্খ অবিবেচক হয়েন, তবে সে সংসারে সুখ নাই। যে দাম্পত্য প্রণয়ে সামঞ্জস্যের অভাব, সে দাম্পত্য

প্রণয়, প্রণয়েরই উপযুক্ত নহে। সে সংসারে সর্ব্বদা কলহ, বিবাদ, অসন্তোষ ঘটিয়া থাকে। স্ত্রী যদি মন্দ হয়, তাহাকে শিক্ষা দিয়া ভাল করিতে হইবে। জগতে স্ত্রীজাতি সহজেই দুর্ব্বল। তাহার শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদিগের দেশে, এই অধম বাঙ্গালা দেশে, স্বামী যদি সহস্র অপরাধ করেন, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। তাহা মার্জ্জনীয়। স্ত্রী ভুল-ক্রমে কিছু করিয়া ফেলিলে, সে পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই! স্বামী হাতী, গণ্ডার, উট মারেন, তাহাতে দোষ নাই। স্ত্রী যদি ঘটনাক্রমে একটী পিপীলিকা মাড়াইয়া ফেলেন, তাহার নিস্তার নাই। প্রায়শ্চিত্ত নাই, সমাজ তাহাকে কঠিন দণ্ড দিবে। হায়, নিষ্ঠুর ভ্রান্ত বঙ্গ সমাজ। কত দিনে তোমার এ ভ্রম ঘুচিবে?

নরেন রাজলক্ষ্মীকে উপদেশ দিবার জন্য নিজ শয়নাগারে নিম্নলিখিত উপদেশ কয়টী স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া ছবির ন্যায় বাঁধাইয়া ঘরের দেওয়ালে খাটাইয়া রাখিয়াছিলেন।

১। কখনও ঈশ্বরকে ভুলিও না।

২। সদা গুরুজনকে ভক্তি করিবে।

৩। সদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রফুল্ল থাকিবে।

৪। সদা মিতাচারী ও মিতব্যয়ী হইবে।

৫। সদা দাস দাসীকে অপত্য—স্নেহে দেখিবে।

স্ত্রীর ভাল মন্দ স্বামীর উপর নির্ভর করে। স্ত্রীর এই ভাল মন্দ সন্তানগণের ভাল মন্দের কারণ। জননী গুণবতী হইলে সন্তানগণ তাঁহার মনোবৃত্তির অধিকারী হইয়া জগতের কত উন্নতি ও হিতসাধন করিতে পারেন। ইতিহাস তাহার জলন্ত প্রমাণ।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নরেনের দেশ ভ্রমণ ও জ্ঞানেন্দ্র নাথের বিবাহ।

নরেন আপন ব্যয়ে বিলাত ও ফরাসী দেশে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থিতিকালে তত্রত্য বিদ্যালয়ে নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে চীন ও জাপানে কিছুদিন থাকিয়াছিলেন। নানা দেশে থাকিয়া, নানা প্রকার লোক সমূহের সহিত সদালাপ করিয়া, নরেনের জ্ঞান ও বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার মন মহৎ ও উদার হইয়াছিল। বিষয় বুদ্ধি বাড়িয়াছিল। পর্ব্বত, সাগর বড় বড় নদ নদী তাঁহার মনকে প্রশস্ত করিয়াছিল।

বিলাত বাস কালে নরেন বড় বড় সভায় যাইতেন। সভ্য দিগের সহিত সদালাপ, তর্কবিতর্ক করিয়া নিজে সুখী হইতেন এবং তাহাদিগকে সুখী করিতেন। নরেন বাল্যাবধি স্বাধীনচেতা, আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিতে যত্নবান। এইক্ষণে বিলাতে থাকিয়া স্বাধীন জাতির সহিত মিশিয়া আরও স্বাধীনচেতা ও স্বাবলম্বনপ্রিয় হইয়াছেন। তিনি ইংরাজের পরিশ্রম, কার্য্যতৎপরতা, অধ্যবসায়, ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রণালী শিখিয়াছেন। সময়ের মূল্য বুঝিয়াছিলেন। বিলাতে অনেক কারখানায় গিয়া লোকদিগের কার্য্য সকল স্বচক্ষে দেখিতেন ও বুঝিতেন।

নরেন দেশে আসিয়া বহু ব্যয়ে দুইখানি জাহাজ প্রস্তুত করাইলেন। জাহাজ দুইখানি চীন, জাপান, রেঙ্গুন ও কলম্ব বন্দরে যাইতে লাগিল। নরেনের গৃহে প্রচুর পরিমাণে অর্থাগম হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে আরও দুইখানি জাহাজ করাইলেন। ঐ দুইখানি জাহাজ বিলাতে যাতায়াত করিতে লাগিল। নরেনের নাম চারিদিকে প্রচারিত হইল। বিলাত প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় দেশের সহিত নরেনের চিঠি পত্র চলিতে লাগিল। নরেন কলিকাতায় একটী সওদাগরী আফিস খুলিলেন।

আপিসের নাম Ghose & Sons রাখিলেন। এই আপিসে অনেক বাঙ্গালী চাকুরী করিতে লাগিলেন। নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতা থাকিলে আর দশজনকে খাটান যায়, দশজনও প্রতিপালিত হয়। নরেন পাট, তিসি, গম, তুলা, চাল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য জাহাজে চালান দিতে লাগিলেন। নরেন এইক্ষণে কলিকাতায় ভ্রাতার বিবাহে ব্যস্ত।

জ্ঞানেন্দ্র নাথের বিবাহ।

মা—নরেন?

নরেন—কেন মা?

মা—ত্যাখ বাবা, তোমাকে বিবাহ দিয়া আমরা এক রকম সুখী হইয়াছি কিন্তু আমাদিগের একটা কর্ত্তব্য কায যে বাকি রহিল? একটা সাধ যে অপূর্ণ রহিল।

নরেন—কি মা?

মা—জ্ঞানের বিবাহ দিলে আমরা সর্ব্বরূপে সুখী হই।

নরেন—বেশ, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। জ্ঞান এইক্ষণে আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াইতে শিখিয়াছে; সে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, উপার্জ্জন করিতে শিখিয়াছে, তাহার বিবাহের আপত্তি কি? সম্বন্ধ দেখ, বিবাহ দিব।

মা—ত্যাখ নরেন, তোর বিবাহেতে আমরা কিছু পাই নাই। তুই গরিবের মেয়ে বিবাহ করিয়াছিস, জ্ঞানের বিবাহেতে সেটি কিন্তু হবে না।

নরেন—কেন হবে না?

মা—আমাদিগের মেয়েদের যখন নিয়ে গিয়েছিল, তখন কি মেয়েদের শ্বশুর শাশুড়ী ছেড়ে কথা কয়েছিল? না আমাদিগকে হাঁপ ছাড়তে দিয়েছিল? আমরা কি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেড়িয়েছি, বাড়ী বন্ধক দিয়ে টাকা এনেছি, তবে মেয়েদের পার করতে পেরেছি। আমরা কি কেবল দিয়েই থাকবো? নেবো না?

নরেন—নাই বা দিলাম, ক্ষতি কি ?

মা—আমরা কি কেবল ঠোক্‌বো ?

নরেন—ঠোক্‌লাম বা, দোষ কি ?

মা—না বাবা তা হবে না, বড় মানুষের ঘরে বিবাহ দিব, যাতে জ্ঞান আমার দুপয়সা পায়, তার একটা মুরুব্বি শ্বশুর হয়।

নরেন—মা, শ্বশুরের ধনে কে বড় মানুষ হয় ?

মা—নিতেই বা ছাড়ে কে ?

নরেন—এই কথা, তা বেশ, জ্ঞান কিছু পেলেই তুমি সন্তুষ্ট হও ?

মা—তা বৈকি, জ্ঞান কিছু পেলেই আমরা সুখী হই।

নরেন—জ্ঞানের শ্বশুর বিবাহে কত দিবে তুমি আন্দাজ কর ?

মা—অমন ছেলে, ৪।৫ হাজার টাকা দিবে নিশ্চয়ই।

নরেন—বেশ, তোমরা সম্বন্ধ স্থির কর, আমার আপত্তি নাই।

নরেন একটি গরিবকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবেন মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। নরেনের মা বাপ বড় লোকের বাড়ীতে কুটুম্বিতে করিবেন বলিয়া ব্যস্ত হইয়াছেন। বাটিতে ঘটক ঘটকী প্রত্যহ দুই চারিটি করিয়া সম্বন্ধ আনিতে আরম্ভ করিল। নরেন ভিতর ভিতর [illegible] খবর রাখিতেন। তিনি যখন দেখিলেন ছেলের বাজার দর ৬০০০৲ ছয় হাজারের অধিক আর উঠিল না, তখন মাকে একদিন ডাকিয়া বলিলেন,—"মা, জ্ঞানের বিবাহের কি হইল ?"

মা—এক যায়গায় স্থির করিয়াছি, সেই খানেই দিব।

নরেন—তারা কত দিবে মা ?

মা—তারা ৬০০০৲ হাজার টাকা দিবে।

নরেন—আচ্ছা, আমার হাতে একটি সম্বন্ধ আছে, তারা যদি ১২০০০৲ হাজার টাকা দেয়, তাহা হ'লে তোমার আপত্তি নাই ?

মা—না, কিন্তু আমার সাধ, জ্ঞান আমার ছোট ছেলে, আর বৌটি

যেন সুন্দর হয়। আমার এই শেষ কায, কুটুম্ব সাক্ষাৎ সকল গুলিকে যেন বলা হয়। আর বিবাহটি যেন নিছুড়ে নিমুড়ের মত না হয়। একটু জাঁকজমক করিয়া দেওয়া হয়।

নরেন—বেশ, তাই হবে। তোমার মনের সন্তোষ যাতে হয়, তাই কোরবো।

জ্ঞানেন্দ্র নাথের বিবাহ খুব সমারোহ করিয়া দেওয়া হইল। ইংরাজী বাজা ও রোসনাই করিয়া বর যাইল। ৮।১০ দিন ধরিয়া বাটিতে ভোজ চলিল। মায়ের সকল সাধ পূর্ণ করা হইল। নরেন মেয়ের বাপকে দিয়া জ্ঞানকে ১২০০০৲ হাজার টাকা যৌতুক দেওয়াইলেন। নরেনের বাপ মা ও পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই অবাক! মেয়ের বাপ গরিব, কোথায় এত টাকা পাইল!

নরেনের সময় ভাল, মন উন্নত, মায়ের ও ভায়ের কোন সাধ অপূর্ণ রাখিলেন না।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুশীল ও সরলা।

(সরলার বাপের বাটী)

সুশীল—আমি তোমাকে ঐ জন্ম দেখ্‌তে পারি না।

সরলা—কেন, আমি কি দোষ করেছি?

সুশীল—তুমি একটা পেত্নী, তোমাকে দেখ্‌লে বমি আসে! তুমি কেন ভাল কাপড় চোপড় পর না?

সরলা—যার স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে না, তার কাপড় চোপড় ও বাহ্য দুঃখ মাত্র, ও অন্তরের কিছু নয়। যে স্ত্রীর উপর স্বামীর মন কাঁদে, তার বাঁচা কি আর মরণ কি, দুই সমান। আমি তোমার জন্য বাপের

বাড়ীতে লেখাপড়া শিখ্‌লাম, তোমার জন্য সঙ্গীত শিখ্‌লাম, তোমার জন্য কারপেট বুনিতে শিখিলাম, কত রকম শিল্প কায শিখিলাম। কেবল, তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। আমার বাপ মা আমার জন্য কত টাকা খরচ করেছেন ভেবে দেখ দেখি! কিন্তু তোমার মন পাইলাম না।

সুশীল—(হাসিতে হাসিতে) আচ্ছা বেশ একটা গান গাও দেখি।

সরলার হারমনিয়ম সঙ্গে গীত।

জীবন যৌবন যারে করিয়াছি সমর্পণ,
সে হলে বিপথগামী অবলার কি আছে ধন?
ধনের ঈশ্বরী হলে, অবলা কি যায় ভুলে,
পতি যদি মুখ তুলে নাহি করে সম্ভাষণ।
সব দুখ সংসারে, অবলা সহিতে পারে,
পতি যদি হেসে তারে করে সুখ আলিঙ্গন।
অশন বসনে তারে, সুখী কি করিতে পারে,
পতি দেব মনে যারে তুচ্ছ করে অনুক্ষণ।
পতি ধর্ম্ম পতি কর্ম্ম পতি নারী লজ্জা-বর্ম্ম
পতি হৃদয়ের মর্ম্ম পতি নারী সুলক্ষণ;
পতির চরণ সার, এ সংসারে অবলার,
পতি বিনা বৃথা তার জীবন ধারণ!

সুশীল—আমি কি তোমাকে ভাল বাসিনে?

সরলা—ভাল বাসিলে আর আমার এ দুর্গতি!

সুশীল—কেন, তোমার কিসের দুর্গতি? তুমি এই তেতলায় বাস কর্‌ছো,—তুমি বড় লোকের মেয়ে, তোমার খাবার পরবার অভাব নাই, দাস দাসীতে সদা সেবা কর্‌ছে তোমার কিসের ভাবনা?

সরলা—তুমি যদি তাই বুঝবে, তা হলে কেন আমার এ দুর্দশা!

আমি আজ ছুমাস এখানে এসেছি, একবার এলেনা, দেখা কর্‌লেনা, কত চিঠির উপর চিঠি লিখলাম, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলে না। তবে কিসে বুঝবো তুমি আমার উপর সদয়?

সুশীল—কেন এই ত এসেছি।

সরলা—সাধে এসেছ। কত সাধ্যি সাধনা। কত উপরোধ অনুরোধ। কত চিঠি লেখা লিখি, কত দরোয়ানের হাঁটা হাঁটি, তার পর এসেছ। তাই এসেছ; মনে কি আছে বল্‌তে পারি না!

সুশীল—না—না অন্য কিছু নয়; তোমাকে অনেক দিন দেখি নাই, দেখ্‌তে এসেছি।

সরলা—(দুঃখিত ভাবে, অবনত মস্তকে) আর সেখানে যাও?

সুশীল—কোথায়?

সরলা—তোমার সেই ভালবাসার কাছে?

সুশীল—না—না—সে অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি।

সরলা—দেখলেও বিশ্বাস হয় না। তাহলে এত দিন আস নাই কেন?

সুশীল—শরীরটা ভাল ছিল না, তাই আস্‌তে পারি নাই। আমি ৪।৫ মাস বিছানায় পড়ে ছিলাম, আজ মাস খানেক ভাত খেয়েছি।

সরলা—কৈ আমরা ত কিছু শুনি নাই? আমি শুনিলে গিয়া তোমার সেবা করিতাম।

সুশীল—বাবা কেন লিখেন নাই বলিতে পারি না; বোধ হয়, তোমরা ভাবিত হইবে বলিয়া কিছু লিখেন নাই। ভয়ানক সঙ্কটাপন্ন পীড়া হয়েছিল।

সরলা—যাহ'ক এইক্ষণে তুমি জগদীশ্বরের কৃপায় আরোগ্যলাভ করিয়াছ, এই আমাদের পরম সৌভাগ্য! তুমি যে আমাকে দেখিতে আসিয়াছ এও আমাদের পরম সৌভাগ্য! ভাব দেখি, আমি কত দিন

তোমাদের বাড়ীতে, তোমার প্রতীক্ষায় তোমাদের উপরের ঘরে, আলো জ্বালিয়া বসিয়াছিলাম, তুমি আস নাই! তুমি তোমার ভালবাসার নিকট থাকিতে! তুমি যে আজ আমাকে আমার বাপের বাড়ীতে দেখিতে আসিয়াছ, এ আমার পরম সৌভাগ্য! তুমি কি জান না স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র দেবতা? সেই স্বামী বিরূপ হইলে স্ত্রীর কি অসুখ! আমি তোমার জন্যই ভাল কাপড়, অলঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়াছি। তুমি না দেখিলে, আমার অলঙ্কার কে দেখিবে? তুমি তা বুঝিলে না!—আমার দুঃখ ভাবিলে না।

সুশীল—সরলা, তুমি আজ ভাল বস্ত্র অলঙ্কার পরিয়া আসিবে, আমি দেখিব?

পর দিবস রাত্রিকালে সরলা সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া স্বামী সহবাসে চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর সরলা ঘুমাইয়া পড়িলেন। সুশীল আস্তে আস্তে উঠিয়া সরলার অলঙ্কার গুলি খুলিয়া আপনার রুমালে বাঁধিলেন। ভোর হইতে না হইতে চম্পট!

প্রভাত হইলে সরলা উঠিয়া দেখিলেন স্বামী নাই, তাঁহার গাত্রে অলঙ্কার নাই। সর্ব্বনাশ! তিনি দুঃখে ও লজ্জায় অধোবদন। বাটীতে হুলস্থূল ব্যাপার! শ্বশুর শাশুড়ী জামাতার গুণ দেখিয়া অবাক! চারিদিকে চুপ্ চুপ্ পড়িয়া গেল! তাঁহারা সমস্ত গিলিয়া ফেলিলেন। ঝি চাকর বা বাটীর অপর কেহ কিছু করিতে পারিল না। সমস্ত চুপ।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ছেলের ঘর।

যাহার মুখ দেখিলে হিন্দু শাস্ত্র মতে নরক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, যাহার কোমল মধুর ভাষায় প্রাণ গলিয়া যায়, যাহাকে কোটি কোটি

টাকা দিলেও ক্রয় করা যায় না, যাহাকে শত্রু পর্য্যন্তও ভাল বাসে ; শত্রুতা করিলে যাহাকে আমরা মিত্র ভাবে দেখিয়া থাকি ; সহস্র অনিষ্ট করিলেও যাহাকে আমরা ভুলিয়া যাই ; যাহাকে সর্ব্বদা চক্ষের উপরে, প্রাণের ভিতরে রাখিতে ভাল বাসি, যে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকিলেও পবিত্র-আধার, যাহাকে পাপ স্পর্শ করে না, যে বিশ্ববিজয়ী, সকলের আদরের ও ভালবাসার বস্তু, সে কে ? সে শিশু—সে বালক।

সংসারে ছেলের ঘর, আনন্দের ঘর। যাহার ঘরে ছেলে নাই, তাঁহার ঘর শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; তাহার ঘর নিরানন্দময়। তাহার ধন দৌলত থাকিলেও আত্মীয় স্বজন থাকিলেও, তাহার ঘর শূন্য! ছেলে নন্দন কাননের পারিজাত, স্বর্গের দূত, সুখ-সরোবরের সুন্দর সরোজ, গগনের নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমা, সমুদ্র মন্থনের সুধা। এ ছেলে যাহার ঘরে নাই, তাহার কিছুই নাই। এক ছেলে সাত রাজার ধন মাণিক, কুবেরের সর্ব্বস্ব ধন অপেক্ষা অধিক স্পৃহণীয়। সংসারের অমূল্য নিধি।

ছেলে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বিদ্যুৎ ; এই শোকতাপপূর্ণ দুঃখ কষ্ট জ্বালাময় সংসার প্রান্তরের বটচ্ছায়া ; সংসার মরুভূমির সুশীতল জলপূর্ণ সরোবর। এই ছেলে যাহার ঘরে নাই, তাহার ঘর কণ্টকাকীর্ণ উপবন মাত্র! এই ছেলের জন্য কত ধন কুবের রাজন্যবর্গ পুত্র কামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া নিঃসন্তান হইবার পাপ ও দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চেষ্টা করেন। এই ছেলের জন্য মাতাপিতা কত না কষ্ট সহ্য করেন। জননীর সহস্র সহস্র কষ্ট ও মনস্তাপ থাকিলেও জননী সংসারের নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া কাতর হইলে ও একবার ছেলের দিকে চাহিলে, তাহার মুখ চুম্বন করিলে, তিনি সব দুঃখ শ্রম ও কষ্ট ভুলিয়া যান। এমন প্রাণারাম জিনিষ আর জগতে নাই। শিশুর হাসি বড়ই তৃপ্তিকর। বড়ই সুখকর। তাহার আধ আধ কথা, মধুমাখা বুলি, কাহার না মন হরণ করে ? তাহার শত্রু নাই মিত্র আছে, তাহার পাপ পুণ্য জ্ঞান নাই—সে পবিত্র-

আনন্দের ছবি। সে সিংহের মুখে যায়, বাঘের ঘাড়ে চড়ে, সাপের সহিত খেলা করে। তাহার ভয় ডর নাই, সে সকলি আনন্দময় দেখে। ছেলেকে কে না ভালবাসে? কোন্ জাতি না ভালবাসে? কোন্ দেশে না ভালবাসে? ছেলে সর্ব্বত্রই আদরের ধন, কেহ তাহাকে অনাদর করে না। কি সুসভ্য কি অসভ্য, সকল জাতি ছেলে ভালবাসে। ছেলেকে আদর করিলে, যত্ন করিলে, ভাল বাসিলে ঈশ্বরকে পূজা করা হয়। যে ছেলেকে ভালবাসে সে মর্ত্তে স্বর্গসুখ-সম্ভোগ করে—তাহার অদৃষ্টে স্বর্গ মিলে। মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন,—যে আমার নাম করিয়া ছেলেকে গ্রহণ করে, সে স্বর্গে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইবে (He who receiveth a child in my name, shall have the foremost place in heaven) এইরূপ বালক বালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শান্তিরাম বাবু স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেছিলেন। নরেনের তিনটী ছেলে ও দুইটী মেয়ে হইয়াছে। ছেলে কয়টীর নাম নরেশ, পরেশ ও রমেশ, মেয়ে দিগের নাম প্রমীলা ও কুন্তলা। শান্তিরাম বাবু বৃদ্ধ বয়সে হরিনাম করেন আর তাহাদিগের সহিত আমোদে আহ্লাদে দিন কাটান।

শান্তিরাম বাবুর বাড়ীতে প্রত্যহ আদালত বসিত। তিনি কখনও ডিষ্ট্রিক্টজজের কার্য্য করিতেন, কখনও বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাজিতেন। ছেলেরা খাবার লইয়া, খেলেনা লইয়া গণ্ডগোল করিলে, আমি এটা লইব, ওটা লইব, বেশী লইব বলিয়া দৌরাত্ম্য করিলে, তিনি তাহাদিগকে খাদ্য সামগ্রী বা খেলেনা সমভাবে বণ্টন করিয়া দিয়া সুস্থির করিতেন। তাহারা গুরুতর রূপে কলহ করিয়া দৌরাত্ম্য করিলে, অনিষ্ট করিলে, তাঁহার কথা না শুনিলে, তিনি তাহাদিগকে দণ্ডবিধির সরাসরি বিচার (Summary trial) দ্বারা উপস্থিত মত দু একটী চপেটাঘাত দ্বারা ঠাণ্ডা করিতেন। তাহারা কিছুক্ষণ চ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া স্থির হইত। ঠাকুরদাদার কাছে আর যাইবার কিছুক্ষণ পরেই তাহারা আবার ঠাকুর দাদার কাছে

দৌড়িয়া আসিত, কোলে—পিঠে উঠিত, দৌরাত্ম্য করিত ; ঠাকুর দাদাও তাহাদিগকে কিছুক্ষণ না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না।

একদিন বৈকালে শান্তিরাম বাবু বসিয়া আছেন, তাঁহার ছোট নাত্নী কুন্তলা দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাব গলা জড়াইয়া তাঁহার কোলে শুইয়া পড়িল। শান্তিবাম বাবু তাহার কচি গালে একটী চুম খাইয়া বলিলেন, —"কুন্তো, তুং আজ কোথায় গিছিলিরে ? তোরে এতক্ষণ দেখ্তে পাই নাই কেন ?

কুন্ত—বল দেখতে গেছ্লুম।

ঠা, দাদা—কোথায় রে ?

কুন্ত—ঐ ছে ঐ ছে-মিত্তিলদেল বালী।

ঠা, দাদা—কেমন বব দেখলি রে ?

কুন্ত—বেশ—লাঙা—তুক্ তুকে বল।

ঠা, দা—তোব কেমন বর হবে রে ?

কুন্ত—(হাসিতে হাসিতে) আমাল একটা লাঙা তুক তুকে বল হবে।

ঠা, দাদা—তুই কাকে বে কর্‌বি ?

কুন্ত—তোমালে বে ক'লবো।

ঠা, দাদা—আমাকে বে ক'র্‌বি, আমি ত রাঙা টুক্ টুকে বর নই। আমি যে বুড়ো, আমার গাল তুবড়ে গেছে, চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, আমাকে বে কর্‌বি ?

কুন্ত—হ্যাঁ, তোমাকে বে কল্‌বো !

ঠা, দাদা—কেন বল দেখি ?

কুন্ত—তুমি যে আমাকে ভাল্‌বাস।

ঠা, দাদা—তুই কি করে জান্‌লি আমি তোকে ভালবাসি ?

কুন্ত—(ঠাকুর দাদার মুখের দিকে চাহিয়া) তুমি যে আমাকে খাবাল দাও, আমাকে কোলে ক'লে বেলাও আমার গালে চুম খাও।

ঠাকুর মা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি বলিলেন, হ্যাঁরে কুন্তো, তুই কর্ত্তাকে বিয়ে কর্‌বি বলচিস্ আমার দশা কি হবে ?

কুন্ত—কেন ঠা মা ?

ঠা, মা—তুই কি আমার বুড়ো বয়সে সতীন হবি ? আমার জিনিসে ভাগ বসাবি ?

কুন্ত—হঁ্যা অবো।

ঠা, মা—আমাকে তাড়িয়ে দিবি ? তুই কর্ত্তার সো হবি ?

কুন্ত—না. ঠা মা. আমলা দুজনে এক সঙ্গে থাক্‌বো। তোমালে তাদিয়ে দেবো না।

ঠা, মা—দেখিস্ তাড়াবিনে ত ? আমাকে খেতে দিবি ?

কুন্ত—হ্যাঁ দেবো।

ঠা, মা—কি খেতে দিবি ?

কুন্ত—আমি যা খাবো, তোমাকে দেবো। ছন্দেশ দেবো, লসোগোল্লা দেবো, পান্তুয়া দেবো।

ঠা, ম—তবে আমাকে তাড়াবিনে ? দেখিস।

কুন্ত—না—আ—না—আ, তোমালে তালাবোনা, ভাল বাসবো।

ঠাকুর মা চলিয়া গেলেন, কুন্তলাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল।

কুন্তলা যাইতে না যাইতে অপর ছেলেরা কোথা হইতে হুড়মুড় হুড়মুড় করিয়া আসিয়া ঠাকুর দাদাকে সজোরে আক্রমণ করিল। কেহ ঠাকুর দাদার কাঁধে চড়িয়া, কেহ তাঁহার পিঠে চড়িয়া হাট্ হাট্ করিয়া ঘোড়া ছুটাইতে লাগিল, কেহ তাঁহার পা ধরিয়া রথ টানিতে লাগিল। ঠাকুর দাদা ব্যতিব্যস্ত ! আরে ছেড়ে দে ছেড়ে দে বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। তাহারা ঠাকুরদাদাকে ফেলিয়া দিয়া হাততালি দিতে লাগিল। ঠাকুর দাদা উঠিয়া তাড়া করিলে যে যেদিকে পারিল পলাইয়া গেল।

সংসারে ছেলের সঙ্গে ছেলে সাজিয়া খেলাইতে পারিলে বড় আনন্দ

হয় বটে কিন্তু সময়ে সময়ে অনেক সহ্য করিতে হয়। পৃথিবীতে অনেক ধনী, মানী, জ্ঞানী ব্যক্তিরা পুত্র পৌত্রদিগের সহিত মিশিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করেন। তাহাদিগকে কোলে পিঠে করিয়া, তাহাদিগের অঙ্গরজ গায়ে মাখিয়া সুখী হয়েন। "ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনী ভবন্তি।" এ আনন্দের উপমা নাই, মূল্য নাই—ইহা স্বর্গসুখ। এই সুখ যিনি সম্ভোগ করিতে পারেন, তিনি ভাগ্যবান। কি সাহিত্যিক, কি রাজনীতিক, কি রণবিশারদ বীরপুরুষ, কি সামান্য পর্ণকুটীরবাসী গৃহস্থ, সকলেই এই সুখের অধিকারী হইতে পারেন কিন্তু সেই সুখ যিনি সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য লোকে বুঝিতে পারেন না। "ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনী ভবন্তি"।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নরেনের পিতার মৃত্যু।

নরেন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, সৎস্বভাব ও উন্নত হৃদয় তেজস্বী পুরুষ। তিনি স্বীয় চেষ্টায় ও পরিশ্রমে বিপুল অর্থের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন কি কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। তিনি জানিতেন অর্থের সদ্ব্যবহার কি। তিনি স্বীয় সংসারকে সুখে রাখিতেন, আত্মীয় স্বজনের কষ্ট হইলে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেন; পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি করিয়া অর্থ দ্বারা তাহাদিগের দুঃখ বিমোচন করিতেন। স্বীয় অর্থে নানা স্থানে বিদ্যালয়, ঔষধালয় স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। কত অনাথ বালকের ভরণপোষণ করিতেন। তাহাদিগের বিদ্যানুশীলনের জন্য অর্থ প্রদান করিতেন। কত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের মুখপানে তাকাইতেন।

তিনি কাশীতে, হরিদ্বারে ও অপরাপর তীর্থস্থানে মায়ের নামে মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তথায় তীর্থযাত্রিগণের থাকিবার ও খাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্য লক্ষণম্।" পুত্রের দেশ হিতকর কার্য্যে মাতাপিতা যশস্বী হইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

সংসারে সুখ দুঃখ চিরস্থায়ী নহে। নরেনের পিতামাতা পূর্ব্বে সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। মধ্যে পিতার বার্দ্ধক্য বশতঃ সংসারে অর্থাভাবে যাহার পর নাই কষ্ট হইয়াছিল। আত্মীয় স্বজনে ত্যাগ করিয়াছিল। এখন সময় ভাল, সকলে ডাকিয়া কথা কয়।

জীবন কাহারও স্থায়ী নহে। কেহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, কেহ দীর্ঘ জীবন সম্ভোগ করিয়া ভবধাম পরিত্যাগ করেন। শান্তিরাম বাবুর বয়স হইয়াছে। তিনি পুত্রে ভাগ্যবান ও সুখী হইয়া পৌত্রপৌত্রীগণ সহ মর্ত্তে স্বর্গে বাস করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার জীবন-আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। তিনি পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন। পুত্র অর্থকে অর্থজ্ঞান না করিয়া পিতার সুচিকিৎসার জন্য রাশি রাশি অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্থে ত জীবন পাওয়া যায় না। জীবনের মেয়াদ ফুরাইয়াছে। তিনি আর কিরূপে থাকিতে পারেন? তাঁহার ধন সম্পদ, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। শান্তিরাম বাবু একদিন তাঁহার সুখের সাজান সংসার ত্যাগ করিয়া পরপারে চলিয়া গেলেন।

নরেন পিতার মৃত্যুতে কাতর হইলেন। কিন্তু বুঝিলেন যে তাঁহার সময় হইয়াছিল, তিনি চলিয়া গিয়াছেন এবং যাইবার সময় দেখিয়া গিয়াছেন যে নরেন মানুষ হইয়াছে, আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। নরেন পিতার শ্রাদ্ধে বেশ দশ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত অধ্যাপকগণের সমুচিত বিদায় দিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র লোক শ্রাদ্ধে তৃপ্তি ভোজন

করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল। সহস্র সহস্র কাঙাল গরিব বিদায় পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল। নরেন অনেকগুলি বিদ্যালয়ে বাৎসরিক পারিতোষিকের সময় উপযুক্ত ছাত্রদিগকে পিতার নামে "পদক" প্রদান করিবার জন্য অর্থ প্রদান করিতেন।

নরেন বাটীর নিকট একটী স্বাবলম্বন-শিক্ষা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় উপযুক্ত শিক্ষক রাখিয়া ছাত্রদিগকে লেখাপড়া শিক্ষার সহিত স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই বিদ্যালয়ে ছুতোরের কাজ, কামারের কাজ, স্যাকরার কাজ প্রভৃতি নানাবিধ আবশ্যক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত।

নরেনের ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ। তিনি এখন সকল বিষয়ে ভাল ভাবেন, ভাল দেখেন। তিনি এখন দুঃখবাদী (Pessimist) নহেন। তিনি একজন ষোল আনা মঙ্গলবাদী (Optimist)। তাঁহার মেজাজ ভাল, কথা মিষ্ট, তাঁহাকে দেখিলেই একজন ভাগ্যবান সুখী পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার পুত্রগণ এম, এ, বি, এ, পাশ করিয়াছে। কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার, কেহ ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছে। সকলেই উপার্জ্জনক্ষম। সকলেই শান্ত ও সৎস্বভাব। তাঁহার পরিবারবর্গ সংসারের একখানি সুন্দর ছবি! তাঁহার গৃহ মর্ত্তে স্বর্গধাম। সকলে বলিত শান্তিরাম বাবু পুণ্যাত্মা ছিলেন, তাঁহার বংশ ভাল হইবে না কেন? আম গাছে কি আমড়া ফলিয়া থাকে?

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অত্যাচারীর অশান্তি!

লোকে কথায় বলে, "আপনার মন্দ শিয়রে থুয়ে, পরের মন্দ কর গিয়ে।" তা ঠিক। আপনার অনিষ্ট অগ্রে করিয়া লোকে পরের অনিষ্ট

করে। ভগবান্ অত্যাচারীর দণ্ড সুদ শুদ্ধ দিয়া থাকেন। তুমি আমার অনিষ্ট আজ করিলে, কাল হউক, পরশ্বঃ হউক, দশ দিন পরে হউক, তোমার অনিষ্ট এক সময়ে না এক সময়ে হইবেই হইবে। ভগবানের নিক্তির ওজন ঠিক আছে। একচুলও এদিক ওদিক হবার যো নাই। পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শান্তিরাম বাবুর প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহন লাল বিস্তর অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহার শাস্তি তিনি এইক্ষণে কড়ায় গণ্ডায় পাইতেছেন। তিনি যাহার তাহার কাছে দাদার কুৎসা করিয়াছেন, তাঁহার সোণার চাঁদ ছেলে নরেনের নামে দুর্নাম রটাইয়া বেড়াইয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী, ফৌজদারী কত মোকদ্দমা করিয়াছেন, দাদার ঘরে ডাকাতি করাইয়াছেন, দাদা যাহাতে উৎসন্ন যান তাহার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার শাস্তি কোথায় যাইবে?

এইক্ষণে নরেন আর সে নরেন নাই। নরেন এইক্ষণে বাড়ী ঘর দুয়ার করিয়াছেন; তাঁহার কারবারে শত শত লোক প্রতিপালিত হইতেছে; তিনি এইক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে একজন ধনী লোক হইয়াছেন। তাঁহার অর্থে কত দীন দরিদ্র সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। চারিদিকে লোকের মুখে তাঁহার সুখ্যাতি আর ধরে না। একে মোহনলাল ভ্রাতৃ-বিদ্বেষী, দাদার হিংসায় চিরকাল জর্জ্জরিত, তাহার উপর নরেনের উপস্থিত আশাতীত উন্নতি দেখিয়া তিনি জ্বলিয়া মরিতেছেন। তাঁহার আর মনের সুখ নাই। তাঁহার একমাত্র পুত্র সুশীলকুমার এইক্ষণে আবগারি বিভাগের একজন করিতকর্ম্মা সিদ্ধপুরুষ। মূর্ত্তিমান যম্! তিনি সময়ে সময়ে মায়ের পেঁটরা ভাঙ্গিয়া জিনিষপত্র লইয়া যান! ঘরে যুবতী স্ত্রী তাঁহার বিরহে একলা পড়িয়া থাকে। তিনি যথেচ্ছাচার হইয়া যথায় তথায় সময় কাটান। একদিন সন্ধ্যার সময় সুশীলকুমার বাটীতে আসিয়াছেন। মতলব কিছু টাকা সংগ্রহ। তাঁহার মাতা বুঝিতে পারিয়া পুত্রের সঙ্গে [illegible] লাগিলেন। পরে বেগতিক দেখিয়া মাতা বলিল—"মা আমার

কাল হইতে খাওয়া হয় নাই, আমাকে কিছু খাইতে দাও"। মা খাবার আনিতে যাইলেন, ইত্যবসরে সুশীল মায়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া মায়ের বাক্স ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিতেছিল। বৌ গিয়া তাড়াতাড়ি শাশুড়ী ঠাকরুণকে খবর দিল। শাশুড়ীঠাকরুণ হন্তদন্ত হইয়া তথায় আসিয়া পড়িলেন। সুশীলকুমার স্ত্রীর উপর রাগে গরগর করিতে করিতে মাকে বলিলেন, "খাবার কৈ?"

মা—হ্যাঁ রে সুশীল, তুই খাবার চাহিলি, খাবার আন্‌চি, তুই বাক্স প্যাটরার কাছে কি ক'র্‌চিস্‌?

সুশীল—কি ক'র্‌বো?

মা—ন্যাকা! কিছু জানেন না! কি ক'র্‌বো?

সুশীল—ঐ শাকচুন্নীটা বুঝি ঠগ লাগিয়ে এল?

মা—ও কি ব'ল্‌বে? আমি কি ঘাস খাই, আমি কিছু বুঝি না?

সুশীল—আমি ও কেলে হাঁড়ীটাকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না।

মা—বেশ, তুই এই দালানে এসে বোস দেখি, আমি তোর খাবার আন্‌চি।

মা আবার খাবার আন্‌তে গেলেন, সুশীল অমনি উঠিয়া একেবারে বাক্সটী লইয়া চম্পট দিলেন। ভাঙ্গিবার আর দেরী সহিল না। যাইবার সময় বৌকে দুইটা লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন। বৌ কাঁদিয়া উঠিল। ছোট কর্ত্তা দৌড়িয়া আসিয়া দেখেন, বৌ মা লাথির চোটে মূর্চ্ছা গিয়াছেন। পাড়া প্রতিবেশী দু একজন আসিয়া যুটিল। তাহারা দস্তুর মত পরের বাড়ীর আমোদ উপভোগ করিয়া স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা এমন ভাবে ঘটনার আলোচনা করিতে লাগিল যেন তাহাদিগের কাহারও বাটীতে কখনও কিছু ঘটে নাই বা ঘটে না। বাড়ীতে চক্করাকার! কর্ত্তা ও গিন্নী দুইজনে বৌমার সেবায় নিযুক্ত হলেন। মুখে জল ছিটাইতে ছিটাইতে, বাতাস করিতে করিতে, অনেক ক্ষণের

পর, বৌ মার চৈতন্ত হ'ল, তিনি বাবারে বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ঘোমটা টানিয়া দিলেন। পাড়াপ্রতিবেশীরা যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। মোহন লাল বাধ্য হইয়া এই ঘটনা থানায় ডায়েরি করাইলেন।

সন্ধ্যা সমাগত। গৃহস্থের গৃহ দীপে আলোকিত হইল। মোহন লালের মন-কুটীর কিন্তু আঁধারে পরিপূর্ণ! তাঁহার সমস্ত রাত্রি আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল দুর্ভাবনা! দুশ্চিন্তা! শত শত বৃশ্চিক যেন তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল! তিনি শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন! তাঁহার কোমল শয্যা কণ্টকবৎ বোধ হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, তিনি বুঝিলেন যে তিনি তাঁহার দাদার প্রতি, দাদার ছেলের প্রতি হিংসা করিয়া অনেক কটু কাটব্য বলিয়াছেন, তাই তাঁহার ভাগ্যে এরূপ দুর্ব্বিনীত পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে! "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্য লক্ষণম্।" তাই তাঁহার ভাগ্যে হাতে হাতে বিপরীত ফল দিয়াছে। তাই তাঁহার পুণ্য তাঁহার গুণধর পুত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রভাত হইতে না হইতে, পক্ষিগণ কুলায় ছাড়িয়া কলরব করিতে করিতে চারিদিকে ছুটিতে লাগিল, তরুণ অরুণ হাসিতে হাসিতে মোহন লালের বাটী স্বর্ণ রঙে রঞ্জিত করিল, প্রাঙ্গণস্থ কুসুম কুল বিকশিত হইয়া পবন সহায়ে পরিমল রাশি বিতরণ করিতে লাগিল, বাটীর সকলে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইল। মোহনলাল এখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার মন অস্থির, মুখ বিষাদমেঘে আচ্ছন্ন; গিন্নী আসিয়া ডাকিলেন,—"কৈ গো, বেলা হইয়াছে উঠনা?"

কর্ত্তা—(অনেকক্ষণের পর) কোথায় উঠিব? চিতায়? আমার চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি তাহাতে উঠিগে! আমার আর এ প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা নাই! আমি যাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সদর্পে চলিয়া আসিয়াছি, আজ তাহারাই আমাকে হীনবল ও দুর্দ্দশাপন্ন দেখিবে? এর চেয়ে কষ্ট অপমান কি আছে?

গিন্নী—তুমি উঠ দেখি, ব্যাটা ছেলে অত ভাবলে কি হবে ?

কর্ত্তা—তোমরা মেয়ে মানুষ কি বুঝবে ? আমার যে কি সর্ব্বনাশ হ'ল তা আমি বুঝতে পারছি !

গিন্নী—সুশীল ব্যাটা ছেলে, যদি না বুঝে একটা কায করে থাকে, তাতে আর কি হয়েছে ? সে কি আর সারবে না ? না ঘরকন্না ক'রবে না ? না, আর কারো ছেলে ওরকম করে না ?

সারবে একেবারে সারবে, যমরার বাড়ীতে গেলে সারবে, এই বলিতে বলিতে কর্ত্তা বাহিরে চলিয়া আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখেন যে পুলিস তাঁহার গুণধর পুত্রকে গহনার বাক্স সহিত গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছে ! সেই চুরি মোকদ্দামার দণ্ডবিধি আইনের ৩৮০ ধারামতে সুশীলের কারাদণ্ড হইয়াছিল ! জেল হইতে আসিয়া সুশীল একজন, ভয়ানক গুণ্ডা বদমায়েস হইল। তাহার লজ্জা, ভদ্রোচিত ব্যবহার সমস্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিল। সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিশৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচার হইল। সে একটী গুণ্ডার দল প্রস্তুত করিল। পাড়ার সকলে তাহাকে দেখিলে ভয় করিত। তাহার সর্ব্বদাই টাকার অভাব। সে সেই অভাব দূরীকরণে সচেষ্ট হইল।

জগতে সকল কার্য্যেরই ঘাত প্রতিঘাত আছে। যাহার যত আশা, আশা ভঙ্গে তাহার তত কষ্ট। যাহার যত অহঙ্কার, অহঙ্কার চূর্ণ হইলে, তাহার তত মনোবেদনা ও অপমান ; যাহার যত তেজ, তেজ ভঙ্গ হইলে, সে তত ম্রিয়মাণ ! মোহনলাল প্রিয় পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছেন ! এতদিন মোহনলাল পুত্রের গুণ সমস্ত জানিতে পারেন নাই। গিন্নী পুত্রকে বাঁচাইয়া চলিতেন। তজ্জন্য তিনি বাহিরের দু একজনের কাছে পুত্রের যে নিন্দা শুনিতেন, তাহা গ্রাহ্য করিতেন না।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ডাকাতের ঘরে ডাকাতি!

নির্ব্বোধে বিবেচনা করিতে পারে ডাক্তারের ঘরে আবার রোগ কি? উকিলের ঘরে আবার মোকদ্দামা কি? ডাকাতের ঘরে আবার ডাকাতি কি? যে পরের ঘরে ডাকাতি করে, তার ঘরে কি ডাকাত প্রবেশ করিতে পারে? ভয়ে মরে। কিন্তু তা ঠিক নয়। যেটী হবার তা হবে, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। সবে মাত্র ঘরে আলো দেওয়া হইয়াছে। গিন্নী ও কর্ত্তা উপরের শয়ন ঘরে আছেন। এমন সময়ে কয়েকজন দস্যু হন্ হন্ করিয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিল। দস্যুগণ দেখিতে ভদ্রলোক, বয়স অল্প, সকলেই যুবা পুরুষ। পরণে ধুতি, সার্ট, জুতা আছে। কাহারও মুখে মুখোস, কাহারও মুখে ও মাথায় চাদর জড়ান। সকলের হাতে পিস্তল।

কর্ত্তা অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে শয়ন ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া খাটের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহে তোমরা? এখানে কেন?" দস্যুগণ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "তোমার বাবা, এখানে তোমার ঘর লুঠ ক'রতে এসেছি।" মোহন লাল শুনিয়া অবাক ও স্তম্ভিত হইলেন। দস্যুগণের মধ্যে দুই জন কর্ত্তার দুই পাশে, এবং দুইজন গিন্নীর দুই পাশে পিস্তল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুইজন বলিল, "লোহার সিন্দুকের চাবি দে, না হলে এখনি মারিয়া ফেলিব।" গিন্নী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে এই লও বাবা, বলিয়া, চাবি ফেলিয়া দিলেন। দস্যুগণ ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে কায সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গেল। ঘরের যেথায় যত টাকা কড়ি অলঙ্কার ছিল ডাকাতে সব লইয়া গেল!

পুলিস সংবাদ পাইয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইল। কিছুদিন ধরিয়া

তদন্ত চলিল, ফলে কিছুই হইল না। ডাকাত ধরা পড়িল না। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, এ আর কাহার দ্বারা হবে? এ নিশ্চয় ছোট বাবুর গুণধর পুত্রের কায। মোহন লাল বুঝিলেন যে ভগবান তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন; ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি অপ্রসন্না হইয়াছেন; নতুবা উপর্য্যুপরি তাঁহার এরূপ দুর্ঘটনা হইবে কেন? সে দিন তাঁহার পুত্র গহনার বাক্‌সটী লইয়া পলাইল; আজ আবার ডাকাতি হইল! তবু সুশীল শ্বশুর বাড়ীতে সরলার গা হইতে যে অলঙ্কার চুরি করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা গিন্নী ঠাকরুণ কর্ত্তার নিকট ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, মোহন লালের বিপদের সীমা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দুর্ঘটনার উপর দুর্ঘটনা দেখা দিতে লাগিল! একদিন প্রাতে তিনি বাহিরে আসিতেছিলেন, একটী লোক দৌড়িয়া আসিয়া খবর দিল, —"মহাশয়, বড় বাবুকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে"!

মোহন লাল—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) কেন রে? কেন রে?

লোক—কি জাল করিয়াছেন!

মোহন লাল—কি জাল করিয়াছে?

লোক—তা ঠিক ব'লতে পারি না। লোকে ব'লছে ঘোষেদের ছোট বাবুর ছেলে জাল করিয়াছে, তাই পুলিসে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মোহন লাল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অস্থির হইলেন, মুখে বলিলেন, "তা আমি কি ক'রবো, যাক্ মরুগ্ গে—যা হবার তাই হবে!" তথায় স্বর্ণ ঝি দাঁড়াইয়াছিল। সে অনেক দিনের পুরাতন ঝি। সে সুশীলকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। সে বাড়ীর ভিতর গিয়া আঁছাড় খাইয়া পড়িল। বাবা রে কি হ'লরে; সুশীলকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেল রে! কি সর্ব্বনাশ রে! এই বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। সুশীলের মা তাই শুনিয়া কান্নায় আসিয়া যোগ দিল। বাটীতে হুলস্থূল ব্যাপার!

কিছুদিন পরে সুশীলের বিরুদ্ধে কোম্পানীর নোট জাল করা মোকদ্দমা চলিল। ছোট বাবুর রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। শেষে পুত্রের জেল হইল। ছোট বাবু ভাবিয়া ভাবিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, ছোট গিন্নী ভাবিয়া ভাবিয়া পীড়িত হইলেন। তাঁহাদিগের স্ত্রী পুরুষের খাইয়া সুখ নাই, বসিয়া সুখ নাই। সংসার যেন বিষময় হইল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শত্রুর শরণাগত।

মোহন লাল দেখিলেন তাঁহার আর মঙ্গল নাই। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া নরেনের শরণাগত হওয়াই স্থির করিলেন। কালের কি বিচিত্র গতি। সময়ের কি বিপর্য্যয়! তিনি কাল যাহাকে ঘৃণা করিয়াছেন, যাহার প্রতি হিংসা করিয়াছেন, যাহার অনিষ্ট সাধনের জন্য সতত ব্যস্ত হইয়াছেন, আজ কি না তাহারই অনুগত! এই ত জগৎ! কিছুরই স্থিরতা নাই! সকলই পরিবর্ত্তনশীল! নদীর একধার ভাঙ্গে, একধার গড়ে, দিনের পর রাত্রি আসে, আবার রাত্রির অবসানে প্রখর উজ্জ্বল সূর্য্যের দেখা পাওয়া যায়। এই জোয়ার, এই ভাঁটা, এই ভাঁটা, এই জোয়ার। এই হাসি, এই কান্না। এই কান্না, এই হাসি। আজ সুখ, কাল দুঃখ, আজ দুঃখ, কাল সুখ। উত্থান পতন, পতন উত্থান, জগতের নিয়ম। এই অভ্রান্ত অখণ্ড নিয়মের বশীভূত সকলেই। মোহন লাল ত মানুষ, কাযেই তিনি এই নিয়মের বাধ্য হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার সময় এত দিন ভাল ছিল, তিনি যাহা করিয়াছেন সব সাজিয়াছে; এখন তাঁহার সময় মন্দ, নরেনের সময় ভাল। তাঁহার ছেলে সুশীল জেলে গিয়াছে কিন্তু তাহার সঙ্গিগণ আছে। তাহারা তাঁহাকে পথে ঘাটে দেখিতে পাইলেই শাসাইয়া থাকে। প্রাণ-নাশ করিবার ভয় দেখায়। এক দিন

একখানা উড়ো চিঠি আসিল, "মোহন লাল বাবু। তুমি আমাদিগের জন্য অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক স্থানে, যদি ২০০০৲ দুই হাজার টাকা রাখিয়া না দাও, তোমার বাটীতে ডাকাতি করিব।" ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়, মোহন লাল ও তাঁহার স্ত্রী এই চিঠিতে ভয় পাইলেন। তাঁহারা তাড়াতাড়ি আসিয়া ঐ চিঠি নরেনকে দেখাইলেন। নরেন খুড়াখুড়ীর পূর্ব্ব ব্যবহার সমস্ত ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন এবং তাঁহার বাটীতে আসিয়া থাকিতে যত্ন করিলেন।

পর দিবস প্রাতে মোহন লাল আপনার বাটীর দরজায় চাবি দিয়া, টাকাকড়ি যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল লইয়া নরেনের বাটীতে আসিলেন। নরেন খুড়াখুড়ীকে ৩।৪টী ঘর ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহারা তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

শত্রুর মহানুভবতা।

মোহন লাল যাঁহাকে চিরকাল শত্রু ভাবিয়াছিলেন, আজ তিনিই তাঁহার পরম মিত্র। আজ তাঁহার সেই পরম শত্রু নরেন তাঁহার প্রধান সহায়। নরেন না থাকিলে, তাঁহার এই উপস্থিত বিপদে কে দেখিত, কে ভাবিত? মানুষ বুঝেনা, তাই পরস্পরের ভিতরে বিষতুল্য মনোমালিন্য ঘটাইয়া থাকে, পরস্পর পরস্পরের শত্রু হয়।

মোহন লাল ও তাঁহার স্ত্রী নরেনের বাটীতে কিছুদিন বাস করিলেন। নরেন ও ~~সুরেন~~ প্রত্যহ খুড়াখুড়ীর কি অভাব জানিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেন এবং যাহাতে খুড়াখুড়ীর কোন কষ্ট না হয়, তাহা দেখিতেন। নরেনের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা দাদা মহাশয়ের ও দিদি মায়ের আদেশ পালন করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন কাটিলে পর খুড়া খুড়ী তীর্থবাসী হইবার সংকল্প

করিলেন। তাঁহাদিগের যা কিছু বাগান জমি, ঘর দুয়ার ছিল, নরেন ও সেবেনকে দিয়া আসিলেন। আসিবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে নরেনের হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, কিছু মনে করিও না, আমরা তোমার সদাশয়তা ও সহানুভবতায় লজ্জিত হইয়াছি! তোমার যে এতগুণ ত' আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না—আমাদিগের যা কিছু অপরাধ মাপ করিও"। নরেন ও খুড়া খুড়ীর দুঃখে গলিলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন।

খুড়া খুড়ী আসিয়া কাশীবাসী হইলেন। তাঁহারা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, নরেন তাঁহাদিগকে উপযুক্ত মাসহারা দিতেন। তাঁহারা ও যতদিন জীবিত ছিলেন, নরেনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই মাসহারা ভোগ করিতেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নরেনের ধর্ম্ম চিন্তা।

(স্বগত)

ধর্ম্মই লোকের একমাত্র বন্ধু। ধর্ম্ম বিনা আর কেহই সঙ্গের সাথী হয় না। আমরা যখন আসি একলা আসি, যখন যাই, সৎকার্য্য করিলে ধর্ম্মই সঙ্গে যায়, আর কেহ যায় না। যতদিন আমরা এ সংসারে থাকি, ধর্ম্মই আমাদিগকে সৎপ্রবৃত্তি দেয়, আমাদিগের আন্তরিক শত্রু দমন করিবার ক্ষমতা দেয়, আমাদিগকে সৎসাহস প্রদান করে, মনের বিমল আনন্দ দেয়, বিপদে রক্ষা করে। এই জালা যন্ত্রণাময় সংসারে একমাত্র ধর্ম্মই আমাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে আর কেহ পারে না। ধন, জন, পরিবার, বর্ষার রৌদ্রবৎ, একবার চক্ চক্ করিয়া দেখা দেয়, আবার মেঘে ডুবিয়া যায়! চিরস্থায়ী নহে, ক্ষণিকের জন্য। আমি এতদিন

জড়বাদী ছিলাম, কেবল জড়ের উপাসনা করিয়া আসিয়াছি; আসল জিনিস ভুলিয়াছি, খাঁটি ছেড়ে মেকি ভাবিয়াছি, কেবল ধন ধন করিয়া ছুটিয়া বেড়াইয়াছি। জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধ-নির্ণয়ে নিরস্ত ছিলাম; আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, কিছুই ভাবিনাই। আমি যদি আমার আত্মা হই; তাহা হইলে আমার আত্মার কি হইবে? আমার আত্মা কি সেই সর্ব্বব্যাপী অনন্ত পরমাত্মাতে মিলিত হইবে, আমি নির্ব্বাণ পাইব? না, আমার আত্মা পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করিবে? নির্ব্বাণ পাইতে হইলেও তাহার উপযুক্ত হওয়া চাই, তাহাতে ধর্ম্ম সাধন চাই। আমি কি করিলাম, কি ধর্ম্ম সাধন করিলাম, আমার কিরূপে মুক্তি হইবে? আমি মুক্তির কোন পথাবলম্বী হইলাম? জ্ঞান, ভক্তি, না কর্ম্ম? আমার আত্মা এইক্ষণে যে ঘরে বাস করিতেছে, সে ঘর জরাজীর্ণ, টলমল করিতেছে, কখন পড়ে পড়ে। ঝটিকা আসিলেই পড়িয়া যাইবে, মাটির দেহ মাটিতেই রহিবে, পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশাইবে, তখন আমার আত্মা কোথা থাকিবে? আত্মা গৃহচ্যুত হইয়া কোথায় যাইবে? কিছুই ভাবিলাম না? পরলোকে যাইবার জন্য কি করিলাম? কেবল পয়সা পয়সা করিয়া ঘুরিলাম। অসার জিনিসের মায়ায় মুগ্ধ হইলাম। আমার এই-ক্ষণে ভগবানের কৃপায় পয়সা হইয়াছে, পরিশ্রমের ফল পাইয়াছি, আমার বার্দ্ধক্য উপস্থিত; দিন ফুরাইয়াছে বেলা নাই। আর নয়। আর নয়। আমি পরকালের জন্য কি করিলাম? বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেরই ধর্ম্ম আছে, সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে পরকালের জন্য প্রস্তুত হয়। আমি হিন্দু, হিন্দুর ধর্ম্ম অবশ্যই আলোচনা করিব। "স্ব ধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

১ গীত।

ভবের বাজার সাঙ্গ হ'ল,
তফিল মেলা হ'ল ভার।
যা কিছু পুঁজি ছিল, পাপে তা খেয়ে নিল,
এখন দেউলে হয়ে
পাপের বোঝা বওয়া ভার!
সঙ্গে কি নিয়ে যাব, সেথা কি বুঝিয়ে দেব,
মহাজনের হাতে নাইক পার।

সুদের সুদ ধরে নেবে, কত শত শাস্তি দিবে,
ভেবে আকুল প্রাণ আমার।

২ গীত।

এমন স্ফূর্ত্তি টুকু কোথায় পাব ?
ক্ষণিক সংসার সুখে আমি কি মত্ত রব ?
ধনের অভাব নাইকো আমার, ধন পেয়েছি অধিক আশার,
দারা পুত্র পরিবার তাতে কি আমি ডুবে যাব ?
ধর্ম্মের কথা ভাবি যখন, ভুলে যাই সংসার বন্ধন,
বিমল আনন্দে তখন সুখ পাই অভিনব ;
ধর্ম্ম সম কিবা আর, দিতে পারে এ সংসার,
মনের জ্বালা মিটাইতে কার পানে আর তাকাইব ?

সংকীর্ত্তনে যোগ।

নরেন একদিন গঙ্গাতীরে পাইচারি করিতে করিতে দেখিলেন, তপনদেব সমস্ত দিন কার্য্য করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, স্বীয় রশ্মিজাল গুটাইয়া বিদায় লইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার শেষ আভা বৃক্ষশাখে গৃহচূড়ে, মন্দিরে, জাহাজের মাস্তলে ঝিক্‌মিক্ করিতে করিতে অদৃশ্য হইতেছে। আর বেলা নাই। আফিস হইতে কেরাণীর দল হু হু করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিতেছে; পশু পক্ষী যে যাহার গৃহাভিমুখে দৌড়িতেছে। আর বেলা নাই ; শীঘ্র রবির আলো নিবিয়া গ্যাসের আলো জ্বলিবে ; সহরের পথে লোক কমিবে। এই সমস্ত দেখিয়া নরেন ভাবিতে লাগিলেন, ইহারা যেমন দিবসের কার্য্য সমাধা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতেছে, আমাকেও তেমনি এই ভব—ধামের কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে ; আমার দিন ফুরাইয়াছে, আর বেলা নাই, আমার প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। সন্ধ্যা সমাগত। চারিদিক ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হইতে লাগিল। প্রকৃতি দেবী যেন পরম পুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন হইতে প্রস্তুত হইতেছেন। নরেন্দ্র নাথ গঙ্গার ঘাটের চাতালের উপর বসিয়া গাইতে লাগিলেন,—

গীত।

আমার দিন ফুরাল, ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল,
আর কত দিন রব হেথা ?

মন কর আয়োজন, মিছে মায়া কি কারণ,
আমায় ত্বরা যেতে হবে সেথা ;
যৌবন হয়েছে গত, বার্দ্ধক্যেতে উপনীত,
আর আশা কিংশু মত, দেহ-ভার বহা বৃথা!

তিনি গঙ্গার দিকে চাহিয়া স্তব করিলেন,—

স্তব।

ও মা গঙ্গে, প্রবল তরঙ্গে,
চলেছ রঙ্গে সাগর সদনে,
নহত ক্লান্ত, নহত ভ্রান্ত,
চল অবিশ্রান্ত আপন মনে,
রাজ্যের উদয়, তব তীরে হয়,
কত রাজ্য লয় তব দরশনে ;
অতীতের সাক্ষী, তুমি একাকী,
কত দেখেছ হিন্দু যবনে ;
কি তোমায় কব, তুমি জান সব,
প্রাচীনা তুমি এ ভারত ভুবনে ;
ও মা সুরধুনি, পতিত পাবনি,
শিব-শিরো-বিহারিণি তার পতিত জনে।

গীত।

মা, মা, ওমা গঙ্গে কোলে তুলে নেনা আমায়
সংসারের চিন্তা-ভার বহা আর নাহি যায়।
মা, নেনা তুই তুলে কোলে, আমি ত যাব ত্বরা চলে,
রব না আর মত্ত মিছে এই ভব—লীলায়।
যে দিন অন্তিম শয্যায়, শুইব মা তোমার বেলায়,
সংসার বাসনা সব ভস্ম হবে তপ্ত চিতায়।
মায়ের কোলে ছেলে গেলে, যায় যে সব কষ্ট ভুলে,
যারে তুই নিসরে কোলে তার জীবন জুড়ায়।

এমন সময়ে একদল নগর সংকীর্ত্তন হরিগুণ গান করিতে করিতে সেই দিকে আসিতেছে দেখিয়া নরেন্দ্র নাথ আর থাকিতে পারিলেন না ;

তাঁহার মন অর্পভাবে উত্তেজিত হইল, তিনি দৌড়িয়া গিয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দিলেন এবং এক যোগে গাইতে গাইতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গীত।

এস নেচে নেচে, বাহু তুলে,
করি হরিনাম সংকীর্ত্তন,
এস ভাই, চল যাই,
ধরি সেই হরির চরণ ;
হরি দয়াময়, নয় নিঠুর হৃদয়,
ডাক্‌লে তাঁরে প্রাণ ভরে,
পাব মোক্ষ—নিকেতন।

গীত।

হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল, বল মন আমার,
পথের সম্বল নাম যেতে এই ভব পার;
ধন জন যৌবন, সব নিশির স্বপন,
এই আছে এই নাই বিচিত্র ব্যাপার ;
সঙ্গে নাহি কিছু যাবে, সব হেথা পড়ে রবে,
নাম মাত্র সাথী হবে, নাম সংসারেরই সার ;
এই নামে তরে যায়, পাপী তাপী এ ধরায়,
হরি নামের ভেলায় এস চড়িয়ে এবার ;
হরি সর্ব্ব মূলাধার, হরি কণ্ঠেরই হার,
হরি বিনা পাপী জনে মোক্ষ কেবা দিবে আর ?

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অবসর গ্রহণ।

নরেন প্রাতে পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা তোমাদিগের বিষয়-আশয় দেখিয়া লও, আমার দিন শেষ হইয়াছে, আমি আর অস্থায়ী বিষয়-রস-পানে মত্ত থাকিয়া সময় নষ্ট করিব না। বৎসগণ! তোমরা সৎপথে চলিও, সাধ্যমত মানব জাতির হিত সাধন করিও, অর্থে হউক,

সামর্থ্যে হউক, হিত সাধন করিও। কাহারও মনে অন্যায় কষ্ট দিও না। কাহারও নিন্দা বা স্তুতি বাদে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া আপনার আপনার গন্তব্য পথ হারাইও না, কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া, যাইবে। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ভগবানকে ভুলিওনা, তাঁহার শরণ লইবে, তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিবে। কন্যাদিগকে বলিলেন, “প্রিয় কন্যাগণ, তোমাদিগকে আমি সৎপাত্রে দান করিয়াছি! তোমরা কায়মনোবাক্যে তোমাদিগের স্বামী সেবা করিবে; স্বামী তোমাদিগের দেবতা; স্বামি-সেবায় তোমাদিগের চতুর্বর্গ ফল, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই আছে। শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করিবে, তাঁহাদিগের স্নেহভাজন হইবে, দাসদাসীকে যত্ন করিবে,পাড়া প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে, সাধ্যমত তাহাদিগের প্রিয় হইতে চেষ্টা করিবে।” নরেন যদিও বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম, এ, উপাধিধারী, ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় পারদর্শী কিন্তু তথাপি কখনও অহঙ্কারী ছিলেন না। তিনি ইংরাজের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম জানিয়াও কখনও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি একজন হিন্দু ছিলেন। তিনি পুত্রদিগের হস্তে বিষয় কর্ম্মের ভার দিয়া মাকে লইয়া কাশীবাসী হইলেন। তথায় মাকে দিয়া অনেক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন ও নিজে করিয়াছিলেন। মায়ের মৃত্যুতে তিনি শ্রীধাম পুরীতে চলিয়া গেলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বৃন্দাবন, হরিদ্বার, দ্বারকা প্রভৃতি অনেক তীর্থ-স্থান পর্য্যটন করিলেন। অবশেষে কলিকাতায় স্ত্রী, পুত্র কন্যাদিগকে দর্শন করিলেন। তাহাদিগের সহবাসে কিছুদিন কাটাইলেন। পরে সহধর্ম্মিণীকে লইয়া ভারতের নানাতীর্থস্থান পরিদর্শন করিলেন। আবার কাশীধামে আসিলেন। তিনি কখন কলিকাতার নির্জ্জন বাগান বাটীতে, কখন কাশীতে কখন পুরীতে থাকিয়া জীবনের শেষ ভাগ ধর্ম্মানুষ্ঠানে কাটাইতে লাগিলেন।

“জীবন সংগ্রাম, নাহিক বিরাম,
চল অবিরাম যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাই,
মরণ বাঁচন, অদৃষ্ট লিখন,
দেখিব কেমন পাই কি না পাই।”

সমাপ্ত।